ইসলাম
ও
বিশ্বশান্তি

" ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ কাফেরদের উপর অভিশাপ করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, যেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে। সেখানে তাহারা কোন সাহায্যকারী বন্ধু পাইতে পারিবে না।"

—পবিত্র কোরান-৩৩/৬৪-৬৫

□ □ □

"জগতে যতটুকু পরধর্মসহিষ্ণুতা ও ধর্মভাবের প্রতি সহানুভূতি আছে, কার্যতঃ তাহা এইখানেই এই আর্যভূমিতেই বিদ্যমান, অপর কোথাও নাই। কেবল এইখানেই হিন্দুরা মুসলমানদের জন্য মসজিদ ও খ্রীষ্টানদের জন্য গীর্জা নির্মাণ করিয়া দেয়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ (রচনাবলী- ৫/১৩)

শ্রীদেবজ্যোতি রায়

ইসলাম ও বিশ্বশান্তি

সংকলন ও সম্পাদনা

শ্রীদেবজ্যোতি রায়

পরিবেশক

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা ৭০০ ০৭৩

ইসলাম ও বিশ্বশান্তি

[ISLAM-O-BISWASHANTI]

স্বত্ব ঃ লেখকের

প্রথম প্রকাশ ঃ ১ জানুয়ারি, ২০১১

প্রকাশক ঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত
লাবণী, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

মুদ্রণে ঃ ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ, ১৪৩ ওল্ড যশোর রোড
কলকাতা ৭০০১৩২, ফোন : ০৩৩-২৫১৮-৮৮৮০

বিনিময় ঃ পনেরো টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীশ্যামল রায়
বারাসাত রেলওয়ে বুক স্টল
কলকাতা ৭০০১২৪
ফোন : ৯৮৩০৬৫২৪৬৯

হিন্দু সংহতি
৫, ভুবন ধর লেন
কলকাতা ৭০০০১২
ফোন ০৩৩-২২৫৭-২৬৮৮

অ্যাডভোকেট তপন বিশ্বাস
সম্পাদক, 'ওম গাণ্ডীব'
মালিপুকুর, দ. ২৪ পরগনা।
ফোন-৯৮৩২৯৫৮৫৭৮

তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭৩

উৎসর্গ

শক্তিশালী ভারত গঠনে নিবেদিত প্রাণ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজের করকমলে

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন কোরানের একটি কপি হাতে নিয়ে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন— "যতদিন এই গ্রন্থ আছে ততদিন পৃথিবীতে শান্তি আসবে না।"

["So long as there is this book, there will be no peace in the world." — Quoted by Rafiq Zakaria in his 'Mahammad And The Quran' , p- 59]

স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ শক্তিশালী ভারত গঠন ও মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী হওয়ার অপরাধে চরম সাম্প্রদায়িক 'সিমি' (স্টুডেন্টস্ ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইণ্ডিয়া) এবং 'হুজি' (হরকাতুল জেহাদী ইসলাম) চিঠি লিখে তাঁর প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে। তাদের লেখা চিঠিটি এখানে উদ্ধৃত করা হল—

"আমাদের বেলডাঙ্গার থানা কমিটি সিমি ও হুজি সংগঠন থেকে তোকে জানাচ্ছি তোর ছাপানো হিন্দুদের উদ্দেশ্যে লিপলেটটা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, এই প্রসঙ্গে তোকে জানিয়ে দিচ্ছি তুই হিন্দুদের মাথা হয়ে বসে বেলডাঙ্গায় যা খুশি তাই করছিস। জানিস না বেলডাঙ্গায় আমরা আশি শতাংশ মুসলমান, তাই এবার থেকে সমস্ত অঞ্চলে যাতে আগামি দিনে আর দুর্গাপুজা না হয় তার জন্য হুশিয়ার করে দিলাম, কারণ তোদের পুজার ৭-৮ দিন থেকে যে চিৎকার ও চারিদিকে মাইক বাজে তাতে আমাদের ধর্মীয় নামাজের ক্ষতি হয়। আল্লাহ তালার কাছে নামাজ আদায় করতে হিমসিম খেতে হয়। তাতে আমাদের দেহমন নাপাক *(অপবিত্র)* হয়ে যায়, ঢাক ঢোলের শব্দের জন্য আল্লাহ তালার কাছে বান্দাদের কাছে কেয়ামতের সময় জবাব দিতে হয়, সুতরাং এই আদেশ জারির কথা ও নির্দ্দেশ বেলডাঙ্গার সমস্ত হিন্দু অঞ্চলের পূজা কমিটিকে এই রোজার মাসে অতি জলদি জানিয়ে দিবি, এই বছর থেকে বেলডাঙ্গায় দুর্গাপূজা বন্ধের আদেশ দিলাম, নচেৎ এই আদেশ অমান্য করলে তোদের আগামী সামনের পুজায় চরম শাস্তি পাওয়ার জন্য তৈরি থাক!!! প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে রক্তাত্ব (রক্তাক্ত) দেহগুলি পড়ে থাকবে। তৈরী থাক চরম শাস্তির জন্য।।। দেখিয়ে দেব আমরা বেলডাঙ্গার প্রতিটি অঞ্চলে কতটা শক্তিশালী। পুলিশ প্রশাসন দিয়ে আমাদের থামানো যাবে না। এরপর তোকে দেখাচ্ছি কী করতে পারি।।। আশ্রমের কটা ভিখিরিকে দিয়ে এই মুর্শিদাবাদ বাঁচাবি এই আশ্রমেই একদিন মাদ্রাসায় পরিণত হবে।।। ইনসাল্লাহ।"

জেলা হুজি ও সিমি সংগঠন দ্বারা নির্দ্দেশিত ও বেলডাঙ্গা সিমি কমিটি।

(শব্দের বানান এবং বিরতি চিহ্ন ঠিক রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।)

পুলিশ প্রশাসন দিয়ে আমাদের
থামানো যাবে না।। এরপর তোকে
দেখাচ্ছি কী করতে পারি।।।
আশ্রমের কটা ভিখিরিকে দিয়ে
এই মুর্শিদাবাদ বাঁচাবি এই আশ্রমেই
একদিন মাদ্রাসায় পরিণত হবে।।।
ইনসাল্লাহ

২০০৮-এর দূর্গাপুজার প্রথমদিনে ডাকযোগে এই চিঠিটি স্বামীজীর কাছে আসে।

সূচীপত্র

শুভেচ্ছা বাণী

সমগ্র বিশ্বে একমাত্র ভারতীয় দর্শন পৃথিবীবাসীকে অমৃতের পুত্র বলে ঘোষণা করে সকলের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেছে। বিশ্বশান্তি স্থাপনের এই মূল মন্ত্রকে পাথেয় করে ভারতীয় দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দ এবং যুগ-পুরুষ স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ সহ অনেক হিন্দু মনীষী শক্তিশালী জাতি গঠনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। কিন্তু ইসলাম ধর্মের অবস্থান এর বিপরীত মেরুতে। তাঁদের প্রবক্তা শক্তিশালী মুসলিম বিশ্ব গঠনের জন্য কঠোর নিয়ম-কানুন রচনা করে গেছেন।

আমরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী, তারা মূর্তি পূজার ঘোর বিরোধী। একমাত্র আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষা ছাড়া অস্ত্রের ব্যবহারে আমরা বিশ্বাসী নই। পক্ষান্তরে মুসলমানরা আত্মরক্ষা ছাড়া ধর্ম প্রচারেও অস্ত্র ব্যবহার করে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক এবং যোদ্ধা নবীজী ইসলামকে পৃথিবীর মধ্যে 'একমাত্র মহাসত্য' বলে ঘোষণা করে অন্যান্য ধর্মকে অস্বীকার করেছেন। শেষ জীবনে তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানের কাছে চিঠি মাধ্যমে হুমকি দিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। পৃথিবীতে এর দ্বিতীয় নজির নেই।

আমরা পরস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করি, তারা সুযোগ পেলেই তাদের বিয়ে করে অঙ্কশায়িনী করার চেষ্টা করে। আমরা চুরি করা এবং অবৈধ যৌনক্রিয়াকে ক্ষমার অযোগ্য পাপ বলে মনে করি। আর তারা মূর্তি পূজাকে ক্ষমার অযোগ্য পাপ বলে মনে করে। নবীজী স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, মূর্তি পূজা থেকে বিরত থেকে যদি কোনো মুসলমান চুরি কিংবা অবৈধ যৌন সহবাস করে তাহলেও সে স্বর্গে যাবে। গবেষক-লেখক শ্রীদেবজ্যোতি রায় তথ্য সহকারে এরূপ অনেক বিষয় উত্থাপন করেছেন এই গ্রন্থে। শুধু তা-ই নয়, কোরানের পজিটিভ বিধান গুলোও তুলে ধরেছেন। তাই গ্রন্থটি একটি অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে। আমি সকল হিন্দুকে বিশেষত হিন্দু যুবক-যুবতী এবং সাধু-সন্তকে যত্নসহকারে এই গ্রন্থটি পড়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

১৫.১২.২০১০

স্বা. শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক

অ্যাড ভোকেট, কলকাতা হাইকোর্ট এবং

সম্পাদক, ও-বি-সি সংবাদ

লেখকের নিবেদন

আমরা যারা এই গ্রন্থটি লেখার সঙ্গে যুক্ত তারা সকলেই 'শান্তির ধর্ম ইসলামের' দেশ পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছি। ১৯৪৭-এ আমাদের সকলের বয়স ছিল ১০-এর কম। ২য় বা ৩য় শ্রেণিতে পড়তাম। তখন ইতিহাস বা ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে ধারণা থাকার প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের মা-বাবাদের প্রায় একই অবস্থা ছিল। সমাজের উপর দিকের দু'চার জন মাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরিণত বয়সে খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছি, তখনকার হিন্দু ধর্মগুরু এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন ব্যক্তিত্ব ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখতেন। এদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ড. বি. আর. আম্বেদকর। এর বাইরে যাঁরা ছিলেন ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ধারণা ছিল খুবই অপ্রতুল।

সেদিন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ছিল সবচেয়ে বড় এবং পরিচিত রাজনৈতিক দল। বলতে গেলে দলটি পরিচালনা করতেন একজন মাত্র ব্যক্তি। তাঁর নাম শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। পরবর্তীকালে তিনি 'মহাত্মা' এবং 'জাতির পিতা' অভিধাযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি কোরান পড়েছেন বলে দাবি করেছেন। আমরা কিন্তু তেমন কোন প্রমাণ পাইনি। কোরান-হাদিস না জেনেই তিনি দুম করে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ে ৬ মাসের মধ্যে, মতান্তরে ১ বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবেন। এই ঘোষণার মাত্র ৩১ বছরের মধ্যেই তিনি ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ভারত ভেঙে দু'ভাগ হ'ল।

১৯৪০-এর পরপরই মি. কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্ গান্ধীজী পরিকল্পিত হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অলিখিত ভাবে তপসিলী-মুসলিম ঐক্য করলেন। এর ফলে ভারত-ভাগ ত্বরান্বিত হল। ইতিহাসের এই সব ঘটনা ভুলে গিয়ে কংগ্রেস স্বাধীন ভারতে নতুন উদ্যমে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের নামে মুসলিম তোষণ শুরু করে। তাদেরকে টেক্কা দিতে আসরে নামেন লাহোর প্রস্তাবের সমর্থক এবং '৪৭-এর 'ইয়ে আযাদি ঝুটা হ্যায়' তত্ত্বের উদগাতা কমিউনিষ্টরা। এনারা ধীরে ধীরে ধর্ম জনগণের আফিম তত্ত্বটিকে কিঞ্চিৎ পরিমার্জিত করে প্রচার করা শুরু করেন যে, হিন্দু ধর্ম জনগণের আফিম। এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে আসরে নামেন বাঙালোরের সাংবাদিক মি. ভি. টি. রাজশেকর এবং অধুনা প্রয়াত মি. কাঁশীরাম। এনারা ঘোষণা করলেন, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য নয়, চাই দলিত-মুসলিম ঐক্য। তাঁদের কর্মীরা পোষ্টার দিলেন, 'দলিত-মুসলিম ভাই ভাই, হিন্দু জাতি কাঁহাছে আই?'

এর আগে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমতি অ্যানি বেসান্ত ভারতে 'থিওসফিক্যাল সোসাইটি'

প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সর্বধর্ম সমন্বয় সাধন করা। ওদিকে হিন্দুত্বের গর্বে গর্বিত স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনও সর্বধর্ম সমন্বয়ের কাজে আত্ম-নিয়োগ করে। তাঁরা হিন্দু ধর্ম থেকে বেরিয়ে এসে 'রামকৃষ্ণপন্থী' বলে পরিচয় দিতে শুরু করেন এবং হিন্দুদের স্বর্গকে অস্বীকার করে নতুন স্বর্গ সৃষ্টি করে তার নাম দিলেন 'রামকৃষ্ণ লোক'। এখানেই থামেননি তাঁরা। তাঁরা রামকৃষ্ণদেবের প্রধান তথা সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের ইসলামের সমালোচনা করে লেখাগুলো নির্দয় ভাবে ছেঁটে ফেলছেন। তাঁদের অধিকাংশ আলোচনা সভা শুরু এবং শেষ হয় সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা দিয়ে। শুধু রামকৃষ্ণ মিশন নয়, আরও ছোট বড় অনেক ধর্মীয় সংস্থা একই কাজ করে যাচ্ছেন।

ভারত বিভাজনের সময় পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে আসা অনেক সাধুই এই ধরনের 'কর্ম্ম' করে যাচ্ছেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর কাজ করেছেন ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, জন্মসিদ্ধ তথা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কাকার দিক থেকে ১৩ তম বংশধর বলে পরিচিত ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী এবং শ্রীগুরু সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংস।

আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে, পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসার সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গে রোজার মাসে ইফতার পার্টির রমরমা চলছে। অতি সম্প্রতি একটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের প্রধান তিন নেতা মুসলমানদের ইফতার পার্টিতে গিয়ে মুসলমানি কায়দায় মোনাজাত (প্রার্থনা) করেছেন। তাঁরা একাজ করেছেন ভোটের দিকে তাকিয়ে। আর মুসলমানরা এ কাজকে মেনে নিচ্ছেন আর্থিক এবং রাজনৈতিক লাভের প্রত্যাশা নিয়ে। হিন্দু-ধর্মগুরুরা এবং রাজনৈতিক নেতারা এসব কাজ করার আগে যদি কোরান এবং হাদিসের মূল কথাগুলো জেনে নেন, তাহলে খুব ভালো হয়। ভারতে হিন্দু ধর্মগুরু এবং হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনের সংখ্যা অগণিত। আমরা প্রধান প্রধান কয়েকটি ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তাঁরা কোরান, হাদিস এবং ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না। যতটুকু জানেন তার প্রায় সবটাই ভুল। যেমন, 'কোনো ধর্মেই খারাপ কথা থাকতে পারে না।' আমাদের দৃষ্টিতে এ কথা ভুল। কেউ কেউ বলেন, 'সকল ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষের মঙ্গল করা।' এটি অর্ধসত্য। ইসলাম ধর্ম মুসলমান ছাড়া আর কারও মঙ্গল চায় না। ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের অবস্থান যদি হয় দক্ষিণ মেরুতে তবে অন্যান্য ধর্মের অবস্থান উত্তর মেরুতে। আমাদের জানা মতে ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি শক্তি প্রয়োগ করেছে মুসলমানরা। তারপর খ্রীষ্টানরা। এই মুহূর্তে খ্রীষ্টান ধর্মগুরুরা ভারতের কোনো কোনো অংশে অনেকটা সংযত। মুসল-মানরা এখনও যথেষ্ট উগ্র। আজও মুসলমানরা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে ধর্ম বলেই স্বীকার করেন না। অন্য ধর্মাবলম্বীদের কার্যতঃ মানুষ বলেই স্বীকার করেন না। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ সামরিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ঘোষণা করলেন, 'ইসলাম ধর্মই একমাত্র মহাসত্য। পৃথিবীর সব মানুষকেই এই ধর্ম গ্রহণ করতে হবে।'

তিনি এই বিশ্ব এবং মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার নাম দিলেন আল্লাহ্‌তালাহ্ বা খোদাতাল্লাহ্। অবশ্য 'আল্লাহ্' শব্দটি অনেক আগের। তিনি ঘোষণা করলেন, এই পৃথিবীর মালিক খোদা এবং তিনি নিজে। তিনি আল্লাহ্‌র বকলমে আরও ঘোষণা করলেন যে, এই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে মুসলমানরা। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও তিনি বলতে পারলেন না যে, এক মানুষ আর এক মানুষের ভাই। বললেন, এক মুসমান আর এক মুসলমানের ভাই। এই তত্ত্বকে ভিত্তি করে মহম্মদ বিন কাশিম থেকে শুরু করে আহম্মদ শাহ আবদালী পর্যন্ত অনেক শক্তিশালী মুসলমান ভারতে আক্রমণ করেছে, হিন্দুদের খুন করেছে, হাজার হাজার মন্দির ধ্বংস করেছে এবং হিন্দু শিশু ও মহিলাদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিদেশী বাজারে বিক্রি করেছে। দেখুন : ইলিয়ট এবং ডাউসনের 'হিস্টরী অব ইণ্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইট্‌স ওউন হিষ্টরিয়ান' (৮ খণ্ড)।

মুসলিম ধর্মগুরু এবং মুসলিম রাজনীতিবিদরা তারস্বরে ঘোষণা করছেন ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি এবং ইসলাম শান্তির ধর্ম। এই বক্তব্যের সঙ্গে সুর মেলাচ্ছেন বিরাট সংখ্যক হিন্দু রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং কিছু সংখ্যক হিন্দু ধর্মগুরু। আমরা কিন্তু কোরান এবং হাদিসে 'ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি' এমন কোন কথা খুঁজে পাইনি। ইসলাম যে আজ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় অশান্তি সৃষ্টিকারী মতবাদ এ কথা রাজনীতিবিদরা যেমন জানেন তেমন জানেন ধর্মগুরুরা। অথচ প্রায় সব রাজনীতিবিদ এ কথা মুখে উচ্চারণও করবেন না। অনেক ধর্মগুরু তো মহা সর্বনাশের পথে হাঁটছেন। ডক্টরেট ডিগ্রিধারী একজন হিন্দু ধর্মগুরু বলেছেন, 'ইসলাম' (ISLAM) শব্দটির তাৎপর্য হচ্ছে 'I Shall Love All Mankind'.

ভারতের নিরক্ষর মুসলিম যুবক-যুবতীটিকেও শেখানো হয় যে, ইসলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এটাই একমাত্র শান্তির ধর্ম এবং হিন্দু ধর্ম পৃথিবীর মধ্যে নিকৃষ্ট ধর্ম। শিশু বয়সেই তাদের শিখিয়ে দেওয়া হয় কে তাদের মিত্র এবং কে তাদের শত্রু। হিন্দু সমাজে এমন কোনো রীতি নেই। তাদের শেখানো হয় সব ধর্মই সমান। ইদানীং ভোট ভিখারীরা এক কাঠি উপরে উঠে ইসলাম ধর্মকে অমৃত বলে প্রচার করছে। এর ফলে হিন্দু ছেলে-মেয়েরা ইসলামের সঠিক রূপরেখা তথা ইসলামে হিন্দুদের অবস্থান ও অধিকার এবং মানব সভ্যতায় তথা বিশ্বশান্তি স্থাপনে ইসলামের সত্যিকারের অবদান সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতে পারছে না। কিন্তু আমরা মনে করি যাদের সঙ্গে চিরদিন একই দেশে একই সঙ্গে বসবাস করবো, তাদের ধর্মের মূল নীতিগুলো জানা একান্ত প্রয়োজন এবং তা জানতে হবে ঠিক ঠিক ভাবে। এই জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

ছোট্ট এই গ্রন্থটিতে আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোরান এবং হাদিসের মৌলিক বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রধানত আমরা ৫ জন ইসলাম বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির অনূদিত কোরান এবং হাদিসের সাহায্য নিয়েছি। কিতাবগুলির নাম এবং অনুবাদকের

নাম হচ্ছে —

১। তরজমা-এ-কুরআন মজিদ, মো. নুরুল ইসলাম খাঁ, বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলকাতা-১৩, তৃতীয় প্রকাশ। মূল্য-১২০ টাকা।

২। The Meaning of Glorious Koran by M.M.Pickthall, 1991, Edition. Rs. 25.00

৩। The Meaning of The Illustrious Qur'an by Abdullah Yusuf Ali, First Edition. 1997 (Price not mentioned)

৪। হাদিস সহি বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, ড. মুহম্মদ মুহসিন খান, কিতাব ভবন, নতুন দিল্লী।

৫। হাদিস সহি মুসলিম, ১-৪ খণ্ড, আবদুল্লাহ্ সিদ্দিকি, ঐ

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, জ্ঞানত আমরা কোথাও কোন প্রকার বিকৃতি ঘটাইনি। তবুও কোথাও যদি কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি বা বিকৃতি ধরা পড়ে তবে সুধী পাঠকবৃন্দ আমাদের জানাবেন।

এই বইটি লেখার সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন, তাঁরা হচ্ছেন —সর্বশ্রী নীলগ্রীব সিংহ, (ডা.) হরিপদ সিকদার (ড. বি. আর. আম্বেদকর স্টাডি সার্কেল), প্রকাশ চন্দ্র দাস (হিন্দু সংহতি, কল-১২), চঞ্চল দেবনাথ (বারাসাত ভাগবত সমাজ), নিবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ দত্ত (কল-৬৪), স্বপনকুমার দাস (ভারতীয় মুক্ত সমাজ, কল-৮৬), মাণিকলাল রায় (আগরতলা), ব্রজেন্দ্রনাথ রায় (অ্যাডভোকেট, বারাসাত জাজেস্ কোর্ট), গোপাল সাহা (অ্যাডভোকেট, কলকাতা হাইকোর্ট) কমলাকান্ত বণিক, এবং সুজিত কুমার সিকদার।

বিনীত —
শ্রীদেবজ্যোতি রায়।
০১.০১.২০১১

"সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহিত হউক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। আমার স্বদেশগৌরবকে আঘাত করুক আর না করুক, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিব না। সত্য প্রচার করিবার জন্য, সমাজে বা বন্ধুবর্গের মধ্যে উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয়, সহিব। কিন্তু তবুও সত্যকে খুঁজিব, গ্রহণ করিব। ইহাই ঐতিহাসিকের প্রতিজ্ঞা।"

— আচার্য যদুনাথ সরকার

হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য

১। হিন্দু ধর্ম একেশ্বরবাদী। ব্রহ্মই সব কিছুর স্রষ্টা। তবে তাঁর বিভিন্ন গুণ প্রকাশের জন্য বহু দেব-দেবীর কল্পনা করা হয়েছে। হিন্দুরা এই সব দেব-দেবীর মাধ্যমেই এক ব্রহ্মের উপাসনা করেন। ইসলাম ধর্ম কট্টর একেশ্বরবাদী। তাদের কাছে কোনো দেব-দেবী কল্পনা করা ক্ষমার অযোগ্য পাপ। শুধু তা-ই নয়, (হিন্দু) দেব-দেবীকে ইসলামী নরকের জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

২। হিন্দুদের দৃষ্টিতে সৎকাজ করলে যে কেউ স্বর্গে যেতে পারবে। ইসলাম ধর্ম অনুসারে মুসলমান ছাড়া কেউ স্বর্গে যেতে পারবে না।

৩। হিন্দু ধর্ম প্রসারের জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মসূত্রে একজন মানুষ হিন্দু হতে পারে। ইসলামে ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কঠোর নির্দেশ আছে। ধনী দেশগুলি কোটি কোটি ডলার খরচ করছে ইসলাম প্রচার করার জন্য। গরীব মুসলমানদের জন্য তারা যে টাকা খরচ করছে তা সিন্ধুতে বিন্দুমাত্র।

৪। হিন্দুরা হিন্দু ধর্মকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করেন না। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে হিংসা বা বিদ্বেষ করার বিধান নেই। ইসলাম ধর্ম ঠিক এর বিপরীত। একজন মুসলমানের কাছে অমুসলমান মানেই ঘৃণার পাত্র। মূর্তি পুজারীরা তো চরম ভাবে ঘৃণিত। তারা চিরদিনের জন্য 'অপবিত্র' (কোরান-৯/২৮)। তাকে পবিত্র হতে গেলে মূর্তি পূজা ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে।

৫। আত্মরক্ষা এবং দেশরক্ষা ছাড়া যুদ্ধের বিধান নেই হিন্দু ধর্মে। ইসলাম ধর্ম প্রসারের জন্য যুদ্ধ করার বিধান ছিল। নবীজী নিজেই এ কাজ করেছেন (দেখুন-নবীজীর যুদ্ধ নীতি)। বর্তমানে অবশ্য ঐ নীতির সরাসরি প্রয়োগ নেই। তবে ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ঐ নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল একটু ঘুরিয়ে। একাত্তরের আগস্ট মাসে ইয়াহিয়া খান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। ঐ ক্ষমা আংশিক ভাবে প্রযোজ্য হয়েছিল। তাও কেবলমাত্র মুসলমানদের ক্ষেত্রে। এ ছাড়া যে সব হিন্দু ঐ সময় মুসলমান হয়েছিল তাদের অনেককে ক্ষমা করা হয়েছিল। এ ছাড়া কোনো হিন্দুকে ক্ষমা করা হয়নি।

৬। অহিংসা এবং ব্রহ্মচর্য পালন করা হিন্দুদের কাছে মহাপুণ্যের কাজ। ইসলামে এ দু'টোর স্বীকৃতি নেই।

৭। সকল হিন্দুদের জন্য বিয়ে আবশ্যিক নয়। সন্ন্যাসীরা বিয়ে করেন না। ইসলাম ধর্মে বিয়ে আবশ্যিক। যৌন অক্ষমতা ছাড়া কোনো মুসলমান বিয়ে না করলে তাকে

ঘৃণার চোখে দেখা হয়।

৮। হিন্দু ধর্মে বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া দ্বিতীয়বার বিয়ে করা যাবে না।

৯। ইসলাম ধর্মে বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক অতি সহজ ব্যাপার। প্রাচীন কালে হিন্দু ধর্মে বিবাহ বিচ্ছেদ ছিল না। কিছুদিন আগে বিবাহ বিচ্ছেদের আইন পাশ হয়েছে; তবে তা যথেষ্ট কঠিন কাজ।

১০। অনেক অনেক হিন্দু নবীজীকে অসীম শ্রদ্ধা করেন। পক্ষান্তরে একজন মুসলমানও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ যিনি শ্রীকৃষ্ণ বা মহামানব গৌতম বুদ্ধকে শ্রদ্ধা করেন।

১১। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র পরস্ত্রীকে মায়ের মতো দেখতে পরামর্শ দেয়। 'মাতৃবৎ পরদারেষু'। ইসলাম ধর্মে এমন কোনো ব্যাপারই নেই। ১৯৭১-এ পাক সেনারা বাঙালি মেয়েদের 'আওরত' বলে ধরে নিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে করে তাদের জীবন ও যৌবনকে বরবাদ করে দিয়েছিল। ভারতীয় সেনারা ঐ সব মেয়েদের উদ্ধার করার সময় তাদের 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন। অনেক হিন্দুই এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। শিবাজী মহারাজ তাঁদের অন্যতম।

১২। হিন্দু ধর্ম পরদ্রব্যকে 'লোষ্ট্রবৎ' (নুড়ি পাথর) ভাবতে শেখায়; ইসলাম ধর্ম সেখানে বিধর্মীর দ্রব্যকে (ধন-সম্পদ) লুট করার বিধান দেয়।

১৩। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন চরিত্রহীন ক্রীতদাস পুতুল-পূজারী হিন্দুর চেয়ে পবিত্র। হিন্দু ধর্মের কোথাও এই ধরনের বক্তব্য নেই।

"তুমি যদি অন্য কোন দেশে গিয়া মুসলমানদিগকে বা অন্য ধর্মা-বলম্বীগণকে তোমার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিতে বল, দেখিবে তাহারা কিরূপ সাহায্য করে। তৎপরিবর্তে তোমার মন্দির এবং পারে তো সেই সঙ্গে তোমার দেহমন্দিরটিও তাহারা ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। এই কারণেই পৃথিবীর পক্ষে এই শিক্ষার বেশি প্রয়োজন — ভারতের নিকট পৃথিবীকে এখনও এই পরধর্মসহিষ্ণুতা, শুধু তাহাই নহে, পরধর্মের প্রতি গভীর সহানুভূতি শিক্ষা করিতে হইবে।" — স্বামী বিবেকানন্দ (রচনাবলী- ৫/৩)

নবী মহম্মদের পরিচয় ঃ ইসলামের জন্ম

সঠিক অর্থে ইসলাম কোনো ধর্ম কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবুও মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে পৃথিবীর বিরাট সংখ্যক মানুষের কাছে ইসলাম একটি ধর্ম বলেই পরিচিত। পৃথিবীর ৬২৫ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ১২৫ কোটি মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। ধর্ম হিসেবে ইসলাম আত্মপ্রকাশ করেছে ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে। তবে কিছু সংখ্যক মুসলমান বলেন পৃথিবীতে প্রথম যে মানুষটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন (? পয়গম্বর আদম) তিনিও মুসলমান ছিলেন। তাই ইসলাম হচ্ছে পৃথিবীর আদিমতম ধর্ম। এই বক্তব্যের মধ্যে কিছুমাত্র সত্যতা নেই বলেই আমরা মনে করি।

পৃথিবীর প্রথম ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ। তারপর ইহুদিদের পুরাতন নিয়ম বা ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং তালমুদ। পরবর্তী ধর্মগ্রন্থের নাম নতুন নিয়ম বা নিউ টেস্টামেন্ট বা বাইবেল। অবশ্য এসব গ্রন্থের আগে হিন্দুদের রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হয়েছে। এ দু'টি গ্রন্থ মহাকাব্য হলেও বিরাট সংখ্যক হিন্দুর কাছে ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকৃত। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মূল ধর্মগ্রন্থ কোরানের বিধান লেখা শুরু হয়েছে ৬১০ খ্রীষ্টাব্দের পরে। কোরান সংকলিত হয়েছে আরও পরে, হযরত ওসমানের সময়।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকের নাম হযরত মহম্মদ। তাঁর পুরো নাম : আবু আল-কাশিম মুহম্মদ ইবন আবদ-আল্লাহ্ ইবন আবদ আল-মুত্তালিব ইবন হাশিম। [Abu Al-Qasim Muhammad Ibn Abd Allah Ibn Abd al-Muttalib Ibn Hashim.] বাবার নাম আবদুল্লাহ্ বা আব্দ-আল্লাহ্। মায়ের নাম আমেনা বেগম। দাদুর নাম আবু মোত্তালেব। কাকা বা চাচার নাম আবু তালেব। তাঁর বাবা-চাচারা ১০ ভাই। তাঁদের মধ্যে আবু তালেব মহম্মদকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। নবীজীকে অনেক বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আর এক চাচার নাম আবু লাহাব। তিনি ছিলেন নবীজীর চরম শত্রুদের একজন। আল্লাহ্ নিজে তার সমালোচনা করেছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে এই বিশ্ব এবং মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার নাম আল্লাহ্ তালাহ্। তিনি নাকি মনুষ্য সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবী বা মহাপুরুষ পাঠিয়েছেন এই পৃথিবীতে। তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ নবী হলেন হযরত মহম্মদ। নবীজীর জন্ম হয়েছিল ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল (১২ রবিউল আউয়াল) এবং ১১ হিজরী সনের ১৮ কিংবা ১৯ তারিখে (? ৮ জুন, ৬৩২) তাঁর মৃত্যু হয়। অনেক মুসলমানের মতে তিনি এখন স্বর্গে আছেন। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তাঁর বাবা মারা যান। মাত্র ৬ বছর বয়সে মারা যান তাঁর মা। তখন তাঁর চাচা আবু তালেব তাঁকে লালন পালন করতে থাকেন।

বলা হয়ে থাকে নবীজী নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু তাঁর বাস্তব বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর। পরিণত বয়সে তিনি প্রথম শ্রেণির রাজনীতিবিদ এবং সমরবিদ হয়েছিলেন। অথচ কোনো প্রশিক্ষক বা গুরুর কাছে রাজনীতি কিংবা যুদ্ধবিদ্যা শেখার সুযোগ তিনি পাননি।

তিনি প্রথম বিয়ে করেন ২৫ বছয় বয়সে ; বিবি খাদিজা নামের এক ধনাঢ্য মহিলাকে। খাদিজা বিবির এটি ছিল তৃতীয় বিয়ে, মতান্তরে ৪র্থ বিয়ে। কথিত আছে বিয়ের কয়েক বছর পরে 'হেরা' নামক একটি পর্বতের গুহায় গিয়ে তিনি নিয়মিত ধ্যান করতেন। একদিন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি চরম সত্যের সন্ধান পান বলে তিনি দাবি করেন। এ কথার অর্থ ঐ সময়ের আগে পৃথিবীর কোনো সাধু মহাপুরুষ চরম সত্যের সন্ধান পাননি। আমাদের দৃষ্টিতে এটি একটি বিভ্রান্তিমূলক আত্ম প্রচার। তবে এ কথা ঠিক তাঁর সমগ্র জীবনে খোদা বা আল্লাহ্র বাণী বলে তিনি যেসব কথা বা নীতি প্রচার করেছেন তা অভিনব। *এর নাম ইসলাম।* ঐ দিন পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যা প্রতিষ্ঠিত সত্য ছিল *ইসলামের অনেকগুলি বিধানে* তার বিপরীত কথা বলা হয়েছে।

বিবি খাদিজার গর্ভে একটি ছেলে (মতান্তরে দু'টি) এবং তিনটি বা চারটি মেয়ের জন্ম হয়। এর মধ্যে দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন বিবি ফাতিমা। তাঁকে বিয়ে দিয়েছিলেন নবীজীর চাচাতো ভাই হযরত আলির সঙ্গে। আলির বংশধরেরা সিয়াপন্থী মুসলমান বলে পরিচিত। নবীজীর নতুন তত্ত্ব অধিকাংশ মক্কাবাসীরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তারা তাঁকে লাঞ্ছিতও করেছিলেন। এর ফলে ৬২২ খ্রী. তিনি কিছু সংখ্যক অনুগামী নিয়ে মক্কা ছেড়ে মদীনায় গেলেন।

নবীজীর ধর্মপ্রচারের মূল নীতি

মদীনায় গিয়ে নবীজী অল্পদিনের মধ্যে ধনে, মানে এবং সামরিক সম্ভারে একচ্ছত্র অধিপতি হলেন। তারপর একদিকে তিনি ধর্মগুরু হিসেবে ইসলাম প্রচারে বিশেষ মনোযোগ দিলেন। এবং অপরদিকে যুদ্ধের পর যুদ্ধ করা শুরু করেন। তাঁর মতে, ইসলাম ধর্মই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র মহাসত্য। এ কথাটি তিনি আল্লাহ্র বাণী বলে প্রচার করলেন। এটি কোরানের ৮/৫৫ নং আয়াতে স্থান পেয়েছে— 'এই মহাসত্য যারা প্রত্যাখান করবে তারা হবে পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল জন্তু প্রাণির মধ্যে নিকৃষ্টতম।' তিনি প্রচার করা শুরু করলেন যে, কোনোদিন মুসলমানরা অমুসলমানের কাছে পরাজিত হবে না।

মদীনায় থাকাকালীন সময়ে নবীজী অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী ভাবলেন এবং পরম আত্মবিশ্বাসী হলেন। এবং বিশ্বজয়ের কথা ভাবতে থাকেন। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ৬২৮ খ্রী. তিনি রোম, আবিসিনিয়া, মিশর, পারস্য, সিরিয়া, বাহ্রাইন প্রভৃতি কয়েকটি দেশের সম্রাটের নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে চিঠি পাঠান। প্রথমেই তিনি তৎকালীন রোমের সম্রাট

হিরাক্লিয়াসের কাছে দূতের মাধ্যমে নিম্নোক্ত চিঠিটি পাঠালেন।

''বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহিম—

আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাহার রাসুল মুহম্মদের পক্ষ হইতে রোমের প্রধান পুরুষ হিরাক্লিয়াস সমীপে —

যে সত্য পথ অনুসরণ করে তাহার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অঃতপর আমি আপনাকে 'ইসলাম' গ্রহণের আহ্বান জানাইতেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনি নিরাপদ থাকিবেন। ইসলাম গ্রহণ করিলে আল্লাহ্‌ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করিবেন। কিন্তু যদি আপনি ইসলামের এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন তবে আপনি আপনার প্রজাকুলকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য পাপী হইবেন। আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র বাণী শোনাইতেছি :

''হে গ্রন্থধারিগণ! এসো, আমরা ও তোমরা একযোগে সেই সাধারণ সত্যকে অবলম্বন করি ঃ আমরা কেহই আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাহাকেও পূজা করিব না এবং আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও অংশীদার করিব না। যদি তারা ইহাতে সম্মত না হয়, তবে তোমরা তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, আমরা মুসলমান; তোমরা এ কথার সাক্ষী থাকিও।'' (কোরান- ৩/৬৪)
মোহর ঃ মুহম্মদ-রসুল-আল্লাহ্‌।

আপাত নিরীহ এই চিঠিটিতে যে পরোক্ষ হুমকি আছে তা অনুধাবন করে সম্রাট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

নবীজী অনুরূপ একটি চিঠি লেখেন পারস্য সম্রাট খসরুর নিকট। চিঠিটি পেয়ে সম্রাট রেগে আগুন হয়ে যান এবং এটি ছিঁড়ে ফেলেন। এবং নবীজীকে বন্দি করে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠান। কিন্তু নবীজীকে বন্দি করতে পারলেন না। পরিবর্তে নিজের পুত্র শেরওয়া কর্তৃক নিহত হন। নতুন সম্রাট হন বাজান। তিনি সব শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর দেখাদেখি অনেক অগ্নি উপাসক মুসলমান হয়ে যান।

নবীজী ৩য় চিঠিটি লিখেছিলেন আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর কাছে। মূল বক্তব্য একই - ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদ থাকুন। আল্লাহ্‌ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করবেন। চিঠি পেয়ে নাজ্জাশী বশ্যতা স্বীকার করেন এবং এর নিদর্শন স্বরূপ হযরতের নিকট মেরী ও শিরী নাম্নী দুইটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া খ্রীষ্টান মহিলা এবং তার সঙ্গে সাদা রং-এর দুষ্প্রাপ্য ঘোড়া উপহার দেন। নবীজী মেরীকে নিজে রেখে দেন এবং শিরীকে কবি হাসানকে দিয়ে দেন। মেরীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল।

সাদা ঘোড়াটি রেখে দিয়েছিলেন নবী নিজে। এটির নাম দিয়েছিলেন দুলদুল। নবীজীর অতি প্রিয় ছিল এই ঘোড়াটি। হযরতের মৃত্যুর পর ইমাম হোসেন এই ঘোড়াটিকে ব্যবহার করতেন।

নবীজীর প্রত্যেকটি ভাল জীবনী গ্রন্থে চিঠি পাঠানোর ঘটনা আছে। তবে বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য আছে। এখানে আমরা মূলত কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্ব-নবী'-তে (পৃ-

২০৩-২০৯) উল্লেখিত বর্ণনা অনুসরণ করেছি। ইদানীং ইন্টারনেটে (You-Tube) নবীজীর পাঠানো মূল চিঠির ছবি দেখানো হচ্ছে। আগ্রহ পাঠকবৃন্দ দেখে নিতে পারেন।

بسم الله الرحمن الرحيم - من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس
عظيم القبط - سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك
بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت
فعليك إثم القبط - يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا
وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا
أربابا من دون الله - فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .

মিশরের শাসনকর্তা মাকাউকাসের কাছে মূল চিঠির কপি

বাহ্‌রাইনের শাসনকর্তার কাছে লেখা মূল চিঠির কপি

AZAZH, 1999

Prophet Muhammad's Letter to al-Mundhir bin Sawa, Ruler of Bahrain
(Courtesy M.A.Q. Hashmi)

ইসলামের মূল বক্তব্য

১. 'ইসলাম' একটি আরবী শব্দ। এর অর্থ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র কাছে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করা। ভাষান্তরে কোরানে বর্ণিত আল্লাহ্‌র বিধানগুলি নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়া। সেই সঙ্গে নবীজী বর্ণিত বিধানগুলিও, যা লিপিবদ্ধ আছে বিভিন্ন হাদিস সংকলনে।

২. যারা ইসলাম ধর্মের নিয়ম কানুন মেনে চলবে তাদের নাম 'মুসলমান'।

৩. ইসলাম ধর্মই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আল্লাহ্‌র একমাত্র মনোনীত ধর্ম। (৩/১৯)

৪. এই বিশ্ব এবং মহাবিশ্বের মালিক মহান আল্লাহ্‌। (কো- ৩/১০৯, ৪/১২৬, ১৩১, ১৩২ এবং ৫/৪০)

৫. স্বর্গ এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। (কো- ২৪/৪২; ২/১০৭ এবং ২৪/৬৪)

৬. পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে আল্লাহ্‌র সৎ সেবকবৃন্দ। (কো- ২১/১০৫)

৭. নবী বলেছেন, ' তোমাদের জানা উচিত এই পৃথিবীর মালিক হলেন আল্লাহ্‌ এবং তার রাসুল। (মুসলিম হাদিস নং ৪৩৬৩, পৃঃ- ৯৬৩)

৯. কোরান অনুসারে পৃথিবীর প্রথম মানব সন্তানের নাম আদম। তিনিও নাকি মুসলমান ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, আদম থেকে নবী মহম্মদ পর্যন্ত ১,২৪,০০০ পয়গম্বর জন্ম গ্রহণ করেছেন। প্রথম পয়গম্বর আদম এবং সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মহম্মদ পর্যন্ত সকলেই পুরুষ এবং মুসলমান। একজনও মহিলা পয়গম্বর নেই। খোদা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পয়গম্বর পাঠিয়েছেন। কেবলমাত্র ভারতে পাঠাননি।

১০. ইসলাম ধর্ম সৃষ্টির অনেক আগে নবী মহম্মদের মা বাবা মারা যান। তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সুযোগ পাননি— এই অপরাধে ইতিমধ্যেই তাদেরকে নরকের আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। নবীজী নিজেই নরকে গিয়ে তাঁদের দেখে এসেছেন।

কোরানে বর্ণিত ২৫ জন মহাসম্মানীয় পয়গম্বরের নাম

১) হযরত আদম, ২) হযরত ইনোক ৩) হযরত নোয়া ৪) হযরত হুদ ৫) হযরত সালিহ্‌ ৬) হযরত লত্‌ ৭) হযরত আব্রাহাম ৮) হযরতইসমাইল ৯) হযরত আইজাক ১০) হযরত জ্যাকব ১১) হযরত যোশেফ ১২) হযরত সু'আব ১৩) হযরত অ্যারোন ১৪) হযরত মোজেস ১৫) হযরত ডেভিড্‌ ১৬) হযরত সলোমন ১৭) হযরত জব ১৮) হযরত এজিকেল ১৯) হযরত জোনাহ্‌ ২০) হযরত এলিয়াস্‌ ২১) হযরত এলিসা ২২) হযরত জাকারিয়া ২৩) হযরত জন ২৪) হযরত যীশু ২৫) হযরত মহম্মদ।

(সহি মুসলিম, ১ম খণ্ড, হাদিস নং ৩৯৮ এবং ৪০৯)

১১. কোনো প্রাণি খোদার অনুমতি ছাড়া মরিতে পারে না। (৩/১৪৫)

১২. সব নবীই সম্মানীয়। এদের মধ্যে জনাব আব্রাহাম বিশেষ সম্মানীয়। তাঁর অনুগামীরা আজ তিন ভাগে বিভক্ত— ইহুদি, খ্রীষ্টান ও মুসলমান।

১৩. খ্রীষ্ট ধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রীষ্ট একজন নবী। শেষ বিচারের আগে তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং সব খ্রীষ্টানদের মুসলমান বানিয়ে দেবেন। শেষ বিচারের দিনে যীশু হবেন অন্যতম বিচরক। তবে শর্ত এই, তিনি কোরান অনুসারে বিচার করবেন।

১৪. ইসলামে বিয়ে করা মহাপুণ্যের কাজ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ। অবিবাহিতা নারীর মাতৃত্ব স্বীকার করেন না খোদা। একমাত্র ব্যতিক্রম যীশুর কুমারী মা মেরী। কোরানের ২১/৯১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, স্বয়ং খোদার ইচ্ছায় এটা সম্ভব হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, নবীজী মাত্র তিন জন মহিলাকে 'পূর্ণ মানবী' বলে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম জন হলেন কুমারী মা মেরী। দ্বিতীয় জন ফারাও-এর স্ত্রী আশিয়া এবং তৃতীয় জন হলেন নবীজীর কনিষ্ঠতম স্ত্রী আয়েষা। আদর্শ এবং পূর্ণ মানবী মেরী কুমারী অবস্থায় কিভাবে গর্ভবতী হলেন তার একটি ব্যাখ্যা আছে কোরানে — " আর সেই মহিলা যে নিজের সতীত্বের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছিল *(হযরত মরিয়ম)*, আমরা *(আল্লাহ্)* তাহার গর্ভে স্বীয় 'রুহু' ফুঁকিলাম এবং তাহাকে ও তাহার পুত্রকে দুনিয়াবাসীদের জন্য এক উজ্জ্বল নিদর্শন বানাইয়া দিলাম।" (কোরান- ২১/৯১)

১৫. ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে নবীজীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে তিনি মক্কা জয় করেন এবং কাবা ঘরে রক্ষিত মূর্তিগুলো নিজের হাতে ভাঙতে শুরু করেন । তাই পৃথিবীর প্রত্যেকটি মুসলমান প্রতিমা ধ্বংসকে পবিত্র কাজ বলে মনে করে। নবীজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে উত্তর ২৪ পরগনা জিলার (পশ্চিমবঙ্গ) দে-গঙ্গার কার্তিকপুরে একটি মন্দিরের কালি প্রতিমা ভেঙে সেখানে প্রস্রাব করে অপবিত্র করে দিয়েছে গত ২০১০-এর ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে।

১৬. নবীজীর জীবদ্দশায় কোরান সংগ্রহের কাজ শুরু হয় এবং তাঁর মৃত্যুর ১৩ বছর পরে ৬৪৫ খ্রী. কোরান সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজ শেষ হয়। কোরান সংকলন ও সম্পাদনার কাজ শুরু করেন নবীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারি হযরত জায়দ ইবনে সাবিত আনসারী।

১৭. বর্তমানে যে কোরানকে প্রামাণ্য বলে মুসলিম দুনিয়া বিশ্বাস করে তা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) কর্তৃক সংবদ্ধ গ্রন্থেরই অনুলিপি বলে ধরা হয়। তবে সম্পাদনার কাজ শেষ হয় হযরত ওসমানের সময়।

১৮. মুসলিম সমাজ তত্ত্বগত ভাবে বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মকে শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু তারা মেনে চলেন কোরান এবং হাদিসকে।

১৯. ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ আছে — ঈমান, নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ। ইসলামের

ষষ্ঠ স্তম্ভের নাম জিহাদ বা জেহাদ। এই জিহাদ হজের চেয়েও পুণ্যের কাজ।

২০. ইসলামের অলিখিত ৭ম স্তম্ভ হচ্ছে পৃথিবী থেকে মূর্তিপূজার বিলোপ সাধন। মক্কা জয় করে নবীজী নিজেই মূর্তি ভাঙার কাজ শুরু করেন*। (হাদিস বুখারী-৩/৬৫৮)

21. ইসলামে কোথাও অহিংসা ও ব্রহ্মচর্যের কথা নেই।

২২. তত্ত্বগতভাবে মুসলিম সমাজ জাত-পাত কিংবা বর্ণের ভিত্তিতে বিভক্ত নয়। কিন্তু আজ তারা সিয়া, সুন্নী এবং খারিজী — এই তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত।

২৩. পৃথিবীতে সুন্নী মুসলমানদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। মত ও পথের দিক থেকে আজ তারা ৪ ভাগে বিভক্ত।

ক) হানাফি (আবু হানিফা কর্তৃক প্রবর্তিত)

খ) মালেকী (মালিক ইবনে আনাস কর্তৃক প্রবর্তিত)

গ) সাফাঈ (আল্-সফি কর্তৃক প্রবর্তিত)

ঘ) হানবলী (ইবনে হানবল কর্তৃক প্রবর্তিত)

এদের মধ্যে হানাফী মতাবলম্বীরা সবচেয়ে সহনশীল এবং হানবলী মতাবলম্বীরা সবচেয়ে কট্টর। বর্তমান সৌদি আরবের মুসলমানরা প্রায় সকলেই এই হানবলী মতাবলম্বী। এবং অন্যান্য দেশের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী মতাবলম্বী।

২৪. যে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবে, তার নাম মুরতাদ। মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ইসলাম ছাড়াও অন্য যে কোনো ধর্মের মানুষকেও এই আইনের আওতায় বিচার করা যাবে।

২৫. পাঁচটি কাজ স্বভাবের বৈশিষ্ট্য - মুসলমানি করা (অর্থাৎ খৎনা), যৌনকেশ অপসারণ, গোঁফ ছোট করিয়া কাটা, নখ কাটা এবং বগলের পশম কাটা। (সহি বুখারী, ৭/৭৭৯)

কোরানের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের মতামত

কোরান-হাদিস এবং নবীজীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে কোনো উপায়ে সমগ্র পৃথিবীবাসীকে মুসলমান বানানো। পৃথিবীর যে সব দেশে গণতন্ত্র আছে সে সব দেশে ব্যালটের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করা হবে। এর জন্য প্রয়োজন জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এর সঙ্গে আছে বুলেট ব্যবহারের প্রস্তুতি।

হাতে গোনা কয়েকজন মুসলমান বাদে পৃথিবীর ১২৫ কোটি মুসলমানের প্রায় সকলেই বলে থাকেন ইসলাম শব্দের অর্থ 'শান্তি'। অথচ কোরানের ৩/১৯-২০ নং আয়াতে

---

*"658. Narrated Abdullah bin Masud : The Prophet entered Mecca and (at that time) there were three-hundred-and-sixty idols around the Kaba. He started stabing the idols with a stick he had in his hand and reciting : "Truth (Islam) has come and falsehood (disbelief) has vanished." (Koran-17/81)

পরিচ্ছন্নভাবে বলা আছে ইসলাম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ। বিশেষ অবস্থা দেখা না দিলে মুসলমানরা এ কথা প্রচার করেন না।

মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ৫-টি মোক্ষম দাওয়াই আবিষ্কার করেছেন নবীজী —

১। বিয়েকে পুণ্যের কাজ বলে ঘোষণা করে সমগ্র জীবন ধরে বিয়ে করা যাবে বলে ফরমান দিয়েছেন ।

২। অহিংসা এবং ব্রহ্মচর্যকে ইসলামের অভিধান থেকে মুছে ফেলেছেন।

৩। ইসলাম গ্রহণের পথ অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছিলেন।

৪। নবীজী ঘোষণা করেছিলেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তার আগের সব পাপ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। এবং

৫। সকল মুসলমানকে স্বর্গে নিয়ে গিয়ে অঢেল অতি সুস্বাদু খাদ্য এবং চিরকুমারী হুরীদের সঙ্গে বিরতিহীন নিবিড় যৌন সঙ্গমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

যে কোনো মুসলমানের একসঙ্গে ৪ জন বিবাহিতা স্ত্রী থাকতে পারবে। এদেরকে একসঙ্গে বা একের পর এক তালাক দিয়ে সারা জীবন বিয়ে করে যেতে পারবে একজন মুসলমান। ভারত সহ পৃথিবীর সর্বত্রই এই বিধান প্রযোজ্য।

বিধর্মী কোনো মেয়ে বা বউকে মুসলমান না বানিয়ে বিয়ে করা যাবে না এবং তার সঙ্গে যৌন সহবাস করা যাবে না। কিন্তু যুদ্ধের সময় এই নিয়মের ছাড় আছে। যুদ্ধে প্রাপ্ত বিধর্মী মেয়ে-বউকে হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে যৌন সহবাস করা যাবে, যদি ঐ মহিলা রজঃস্বলা না থাকে। (হাদিস সহি মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৩)

ইহকালে লুটপাট, চুরি-ডাকাতি এবং নারী ধর্ষণের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অঢেল সুযোগ এবং পরকালে স্বর্গ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিয়েছেন নবীজী। বলা হয়ে থাকে যে, এর সবই সর্বশক্তিমান তথা পরম দয়ালু মহান খোদার নির্দেশ। পরে আমরা এ ব্যাপারে তথ্য দিচ্ছি।

ইসলামের নামে নবী মহম্মদ পৃথিবীর দেশগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন এবং পৃথিবীবাসীকেও দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যে সকল দেশের শাসনকর্তা মুসলমান সেসব দেশের নাম দার-উল-ইসলাম (শান্তির দেশ) এবং যে সব দেশের শাসনকর্তা অমুসলমান সেসব দেশের নাম দার-উল-হারব (শত্রুর দেশ বা যুদ্ধের দেশ)। কোরান-হাদিস এবং নবীজীর মতে মুসলমানদের বলা হয় বিশ্বাসী এবং যে কোনো অমুসলমানকে বলা হয় অবিশ্বাসী। এই পার্থক্যের নাম দ্বি-জাতি তত্ত্ব। এই দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭-এ ভারত ভাগ হয়েছে।

১৯৪৭-এর ভারত বিভাজন হয়েছিল দ্বি-জাতি তত্ত্বকে ভিত্তি করে। তখন ইসলাম ধর্মশাস্ত্রে অজ্ঞ কোনো কোনো হিন্দু বলতেন দ্বি-জাতি তত্ত্বের আবিষ্কারক স্যার সৈয়দ আহমেদ এবং কোনো কোনো হিন্দু বলতেন এই তত্ত্বের আবিষ্কারক মি. মহম্মদ আলি জিন্নাহ্। আসলে এই দ্বি-জাতি তত্ত্বের আবিষ্কারক মহানবী হজরত মহম্মদ।

কোরান ও হাদিসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সামান্য সাধারণ ব্যতিক্রম ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলমানের বিশ্বাস সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে মক্কা ও মদীনায় থেকে হযরত মহম্মদ জিব্রাইলের মাধ্যমে খোদার কাছ থেকে যে সকল উপদেশ বা নির্দেশ পেয়েছেন তার সংকলনের নাম 'কোরান'। এই কোরান 'ইসলাম' ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ। এটি পবিত্রতম গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে ৩০-টি 'পারা' আছে। একটি 'পারাকে' একটি 'পর্ব' বলা যায়। প্রতিটি পর্বে একাধিক অধ্যায় আছে। অধ্যায়কে আরবী ভাষায় বলে 'সূরা'। মোট ১১৪-টি 'সূরা' (অধ্যায়) আছে কোরানে। একটি উপদেশ বা নির্দেশকে আরবী ভাষায় বলে 'আয়াত'। কোরানে আয়াতের সংখ্যা ৬,৬৬৬-টি (কিছুটা মতভেদ আছে)। সূরা বা অধ্যায়গুলির মধ্যে ৮৭-টি সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এগুলোকে 'মক্কী' বা 'মাক্কী' সূরা বলে। মদীনায় অবতীর্ণ সূরার সংখ্যা ২৭। এগুলোকে 'মদনী' বা 'মাদানী' সূরা বলে।

বলা হয়ে থাকে যে, নবীজী নিরক্ষর ছিলেন। তাই তিনি মহান খোদার কাছ থেকে যখন যে বাণী পেতেন, যত শীঘ্র সম্ভব সেগুলো তাঁর প্রিয় শিষ্যদের কাছে বলতেন। শিষ্যরা কেউ তা মুখস্থ করে রাখতেন, কেউ বা লিখে রাখতেন তৎকালীন প্রচলিত পদ্ধতিতে। যারা ঐ বাণী বা নির্দেশগুলো মুখস্থ করে রাখতেন তাদের বলা হয় 'হাফিজ' বা 'হাফেজ'।

কোরান সংকলনের কাজ শুরু হয় প্রথম খলিফা হযরত আবু বক্করের সময়। পরবর্তীকালে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাছাইয়ের পর কোরান চূড়ান্ত ভাবে সংকলিত হয় তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের সময়। এই সময় আগের সংকলিত অনেক অনেক আয়াত পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

চূড়ান্ত ভাবে সংকলিত হবার পরে কোরানের পাঁচটি (মতান্তরে সাতটি) কপি করা হল। তার মধ্যে একটি কপি মক্কা শরীফে, একটি কপি সিরিয়ায়, একটি কপি ইয়েমেনে, একটি কপি বাহ্রাইনে প্রেরণ করা হয় এবং একটি কপি মদীনায় খলিফার তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। বাকি ২-টি কপি কোথায় পাঠানো বা রাখা হয়েছিল তার তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

বিরাট সংখ্যক মুসলমানের দাবি, মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত প্রকার প্রয়োজন এবং সমস্যা দেখা দিতে পারে তার প্রায় প্রত্যেকটির সমাধান সম্পর্কে কোনো না কোনো ইঙ্গিত আছে কোরানে। ভাই গিরীশ চন্দ্র সেন সর্বপ্রথম কোরানের বাংলা অনুবাদ (ব্যাখ্যা) করেন। ভারতে কোরানের ইংরেজী অনুবাদ করেন জনাব এম. এম. পিকথল্। খ্রীষ্টধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত এই পণ্ডিত প্রবর হায়দারাবাদের নিজামের তত্ত্বাবধানে থেকে ইংরেজী ভাষায় কোরানের অনুবাদ করেন। তিনি গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন - The Meaning

of The Glorious Koran. কারণ, পিকথল সাহেবের মতে কোরানের অনুবাদ হয় না। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ইংরেজী ১৯৩০-এ। মুম্বাইয়ের (বোম্বের) অধ্যাপক আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলিও কোরানের ইংরেজী অনুবাদ করেন। নাম দেন The Meanings of The Illustrious Qur'an. এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৬-এ। এছাড়া ভারত এবং বাংলাদেশের একাধিক পণ্ডিত কোরানের বাংলা অনুবাদ/ব্যাখ্যা করেছেন।

নবীজী ৪০ বছর বয়সে দিব্যজ্ঞান (নবুয়াত) লাভ করেন। এরপর থেকে তিনি মুসলমানদের উদ্দেশে (মতান্তরে পৃথিবীর সব মানুষের উদ্দেশে) যে উপদেশ বা নির্দেশ দিয়েছেন তাও সংকলিত হয়েছে। একটি উপদেশ বা নির্দেশের নাম 'হাদিস'। বিশ্বের মুসলমানদের কাছে পবিত্রতার দিক থেকে কোরানের পরেই হাদিসের স্থান। হাদিস শব্দটি এক বচনে ব্যবহৃত হয়েছে। দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান কল্পে নবীজী যে সকল বাণী দিতেন, যে সব কাজ করতেন এবং অপরের যে সকল কাজ কর্মের প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন জানাতেন তার প্রত্যেকটিকে একটি হাদিস বলা হয়। হাদিস ৩ প্রকার —

ক) হাদিসে কওলী : নবীজী তার সহচরদের যা কিছু নির্দেশ দিতেন সেগুলোকে হাদিসে কওলী বলে।

খ) হাদিসে ফে'লী : নবীজী নিজে যে সমস্ত কাজ করতেন সেগুলোকে হাদিসে ফে'লী বলে।

গ) হাদিসে তাকরীরী : যে সমস্ত বিষয় নবীজী দেখেশুনেও প্রতিবাদ করেননি সেগুলোকে হাদিসে তাকরীরী বলে।

বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন ভাবে কয়েক হাজার হাদিস সংকলন করেছেন। এগুলোর মধ্যে ৬-টি সংকলন অতি খাঁটি বলে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ গুলো হচ্ছে —

১। সহি বুখারী বা বুখারী শরীফ। সংকলক - ইমাম বুখারী (হিজরি ১৯৪-২৫৬)

২। সহি মুসলিম বা মুসলিম শরীফ। সংকলক- ইমাম মুসলিম (হিঃ ২০৪-২৬১)

৩। ইবনে মাজাহ্। সংকলক - সুনান ইবনে মাজাহ্ (হিঃ ২০৯-২৭৩)

৪। আবু দাউদ। সংকলক -সুনান আবু দাউদ (হিঃ ২০২-২৭৫)

৫। তিরমিজি শরীফ। সংকলক - জামি আল তিরমিজি (হিঃ ২০৯-২৮৯)

৬। নাসাই শরীফ। সংকলক - সুনান আল নিসাই (হিঃ ২১০-৩০৩)

এ ছাড়া আরও অনেক হাদিস সংকলন আছে। ওগুলো সব দেশের মুসলমানরা সমান মান্যতা দেন না।

কোরানের সমালোচনা

নবীজীর ভুল ধরা বা নবীজীর কাজের সমালোচনা করা ইসলামবিরোধী এবং ধর্মদ্রোহিতা আইন অনুসারে বিচারযোগ্য। এ কথা জানা সত্ত্বেও নবীজী জীবিত থাকতেই অনেকে তার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত বেশ কিছু সংখ্যক লোক কোরান, হাদিস এবং নবীজীর সমালোচনা করে যাচ্ছেন। খ্রীষ্টান বুদ্ধিজীবীরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ইসলামের সমালোচনা করছেন। গত বছর দশেক ধরে কিছু সংখ্যক ধর্মত্যাগী মুসলমান এবং এখনও মুসলমান আছেন এমন কয়েকজন মুক্তমনের বুদ্ধিজীবী ইসলামের সমালোচনা করছেন। ধর্মত্যাগী মুসলমানদের মধ্যে আছেন মি. আলি সিনা এবং মি. আবুল কাসেম। এরা ইসলামের তীব্র সমালোচনা করে যাচ্ছেন।

আমাদের দৃষ্টিতে মধ্যযুগে ইসলামের সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলেন সম্রাট আকবর। কারও কারও কাছে ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু ভিনসেন্ট স্মিথের ইতিহাস পড়ে (আকবর, দি গ্রেট মোঘল) পড়ে আমরা অন্য কিছু ভাবতে পারছি না।

বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিন, কবি দাউদ হায়দার, অধ্যাপক মুনতাসির মামুন, মানবাধিকার কর্মী শাহরিয়ার কবির, প্রয়াত অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ, আরজ আলী মাতুব্বর (বর্তমানে প্রয়াত), রম্য রচনার যাদুকর আক্কেল আলি (চাচার চোখে মার্কস এবং মোহাম্মদ), ইনসান বাঙাল এবং আরও কয়েকজন বুদ্ধিজীবী ইসলামের সমালোচনা শুরু করেছেন। এদের মধ্যে ২/৩ জন বুদ্ধিজীবী সরাসরি ইসলামের সমালোচনা করছেন। অন্যান্যরা সমালোচনা করছেন পরোক্ষে। বাংলাদেশে জাতীয় অধ্যাপক পদে বৃত জনাব কবীর চৌধুরী, প্রয়াত কবি শামসুর রহমান, চিন্তাবিদ আহ্‌মদ শরীফ বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তির সমালোচনা করছেন। এদের সঙ্গে আছেন লণ্ডনে বসবাসরত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী এবং ম্যাডাম মাসুদা ভাট্টি। এরা বলছেন, কোরান ঠিক আছে, নবীজীও ঠিক আছেন। কেবল কিছু সংখ্যক মৌলবাদী মুসলমান ইসলামের বিকৃত অর্থ করছেন বলে বিপত্তি ঘটছে।

ভারতের হিন্দুরাও কেউ কেউ ইসলামের সমালোচনা করেছেন। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সমালোচক ছিলেন মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী এবং ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর। এ ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দ, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, রাজনীতিবিদ লালা লাজপত রাই প্রমুখ বিদ্বান ও চিন্তাবিদরা ইসলামের সমালোচনা করেছেন। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের মি. গিয়াসুদ্দিন, মি. মোরসালিন মোল্লা, সর্বশ্রী রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, (ড.) রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, প্রিয় রঞ্জন কুণ্ডু, সুহাস মজুমদার (বর্তমানে প্রয়াত), সুধীর পাল, কঙ্কর সিংহ এবং আরও কয়েকজন হিন্দু চিন্তাবিদ ইসলামের গঠনমূলক সমালোচনা করছেন।

এ পার বাংলার সবচেয়ে সাহসী সমালোচক হচ্ছেন মি. গিয়াসুদ্দিন। পেশায় শিক্ষক। বাড়ি মুর্শিদাবাদ। তাঁর লেখা 'মুসলিম সমাজ বনাম ফতোয়া সন্ত্রাস', ২০০৮, থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি —

● কোরান গ্রন্থ আকারে অবতীর্ণ হয়নি। ২৩ বছর ধরে এই আয়াতগুলি বহন করে এনেছে জিব্রাইল মহম্মদের নিকট। জিব্রাইল যখন আল্লার নিকট থেকে ওহিগুলি (আয়াতগুলি) প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গ থেকে মর্তে অবতরণ করে মহম্মদের কানে কানে পাঠ করত তখন মহম্মদ ব্যতীত অন্য কেউ সে উচ্চারণ বা পাঠ শুনতে পেত না এবং জিব্রাইলকে দেখতেও পেত না। পৃ-১৭৪

● কোরানে নির্দেশিত বিধি-নিষেধ ও আইন-কানুনগুলি আধুনিক কালের অনুপুযুক্ত। এতদ্ব্যতীত মানব সমাজ প্রতিনিয়ত এমন নতুন নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে যেসব বিষয়ে আলোকপাত করতে কোরান অসমর্থ। পৃ-১৭৫

● ওরা ফতোয়া দিয়েছে : আমি মুরতাদ, আমি মুসলমানের শত্রু, আমাকে হত্যা করে আমার তথাকথিত অন্যায়ের শাস্তি দিতে হবে। পৃ-৬২

● সৌদি আরবের বাদশাহ্ আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ তিনশো'রও বেশি বিয়ে করেছিলেন এবং তিনি চুয়াল্লিশ জন পুত্র ও অসংখ্য কন্যার জনক ছিলেন। এখন অন্তত দু'হাজার রাজকুমার রয়েছে সউদ রাজবংশের বংশধর। পৃ-৮০

● নারীর অপমান ও দুর্দশা দেখে বেগম রোকেয়া খেদ করে বলেছিলেন, ... আমি আজ বাইশ বৎসর হইতে ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ... ঐ জীবগুলোর জন্য কাহারো প্রাণ কাঁদে নাই। ...আমাদের ন্যায় অবোধ-বন্দিনী নারী জাতির জন্য কাঁদিবার জন্য একটি লোকও ভূ-ভারতে নাই। সূত্রঃ রোকেয়া জীবন, শামশুর নাহার মাহমুদ, পৃ-৮৭

● হায়দারাবাদের মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল (আই আই এম)-এর আক্রমণ এবং তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করার ঘটনা কোনওটাই অবাক করে না। কারণ মৌলবাদীদের নিকট তসলিমা ঘোষিত মুরতাদ। আর মুরতাদকে হত্যা করার বিধান স্বয়ং হজরত মহম্মদই প্রদান করেছেন। এমনকী মুহম্মদ স্বয়ং সেই বিধান কার্যকর করেছেন তাঁর জীবদ্দশায়। পৃ-১৩৪

● 'দ্বিখণ্ডিত' গ্রন্থে তসলিমা মহম্মদ সম্পর্কে যা বলেছেন তার প্রতিটি কথা সত্য। ... যাঁরা প্রাজ্ঞ ও বিদগ্ধ মানুষ কোরান ও ইসলামের ইতিহাস পড়েছেন তাঁরা মহম্মদের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কোরানের সব কথাই মহম্মদের নিজের কথা, মানুষকে গেলাবার জন্য আল্লার দোহাই পেড়েছেন — এ হল নির্মম সত্য। পৃ-৫৭

● মদিনায় এসে তিনি (নবীজী) কোরানের সঙ্গে তুলে নিলেন তরবারি। সেই তরবারি দিয়ে তিনি অসংখ্য বিধর্মীদের হত্যা করেছেন, তাদের বন্দি করেছেন, তাদের ধনসম্পদ লুট করেছেন। যে ইহুদিরা তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল সেই ইহুদিদের তিনি মদিনা থেকে নির্বাসিত করেছেন নিষ্ঠুরভাবে। পৃ-৫৮

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ

(ঈমান, নামাজ, রোজা, জাকাত এবং হজ)

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে, এ কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এখানে আমরা এগুলোর পরিচয় দেব।

❑ **ঈমান**

ঈমান বলতে বোঝায় আল্লাহ্, কোরান, হাদিস এবং নবীজীর উপর অন্ধবিশ্বাস। একজন মুসলমানকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, কোরান এবং হাদিস অভ্রান্ত। নবীজী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ পুরুষ। অবশ্য কিছু সংখ্যক মুসলমান এ সবকে অভ্রান্ত বা প্রামাণ্য বলে মনে করেন না।

❑ **নামাজ**

নামাজের সহজ অর্থ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করা। একজন সাবালক মুসল-মানকে দিন-রাত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কম করে ৫ বার নামাজ পড়তে হবে।

❑ **রোজা**

প্রতি বছর এক মাসের জন্য প্রতিটি সাবালক মুসলিম নারী-পুরুষ ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপোস করবে বা অনাহারে থাকবে। এই সময়ের মধ্যে কোনো প্রকার খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করা চলবে না। এর নাম **রোজা**। সন্ধ্যার একটু আগে নির্দিষ্ট সময় কিছু খাবার খেতে হবে। এর নাম ইফতার। এরপর প্রথম ও শেষ রাতে পেট ভরে খাওয়া যাবে। তবে দিনের বেলা কোনো প্রকার খাবার বা পানীয় গ্রহণ করা যাবে না। রোজার মাসেও যৌন সহবাস করা যাবে। বস্তুত ধর্মীয় কারণে যৌন সহবাস বন্ধ রাখার বিধান নেই ইসলামে।

❑ **জাকাত**

চতুর্থ স্তম্ভ হচ্ছে **জাকাত**। প্রতিটি সচ্ছল মুসলমান তার বাৎসরিক উদ্বৃত্ত আয়ের শতকরা আড়াই টাকা গরীবদের উদ্দেশ্যে দান করবে। এর নাম জাকাত।

❑ **হজ**

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের নাম **হজ**। আর্থিক দিক দিয়ে একজন সচ্ছল মুসলমান জীবনে অন্তত একবার নবীজীর জন্মভূমি মক্কা গিয়ে এই ব্রত পালন করবেন। এর ফলে তার সব পাপ মুছে যাবে। যিনি হজ করবেন তিনি সমাজে 'হাজী' বলে পরিচিত হবেন। তত্ত্বগতভাবে একজন হাজী ইসলামের সকল গুণে গুণান্বিত। তিনি সকল প্রকার সমালোচনার ঊর্ধ্বে। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত এই লেখকের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তত শ'খানেক হাজীর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখা গেছে, তাঁরা

প্রায় সকলেই পাকিস্তানপন্থী। তবে ২/৪ জন আওয়ামী লীগপন্থী হাজীর সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে। ১৯৭২-এ বরিশালের আরজ আলি মাতুব্বর কথা প্রসঙ্গে এই লেখকের কাছে বলেছেন, প্রথমত সৌদি সরকারের স্থায়ী আয় বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়ত বেশি বয়সেও কোনো মুসলমানের মনে যাতে ইসলাম বহির্ভুত মানবিক গুণের প্রকাশ না ঘটে তার জন্যই প্রধানত বয়স্ক মুসল-মানেরা মক্কা গিয়ে হাজী হয়ে আসেন। তবে ব্যবসা বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য অল্প বয়সেও অনেক মুসলমান হজ করতে যান মক্কায়।

এই মুহূর্তে ভারতের তিন জন অল্পবয়সী হাজীর কথা মনে পড়ছে যারা হাজী হয়ে এসে জেহাদী হয়েছেন। এদের একজন রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদ, দ্বিতীয় জন নারকেলবেড়িয়ার (বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা) হাজী তথা জেহাদী তিতুমীর এবং ৪র্থ জন ফরাজী আন্দোলনের নেতা ফরিদপুরের হাজী শরিয়তুল্লাহ্। বাংলাদেশের মুক্তমনের সাহিত্যিক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ এক দল পাকিস্তানপন্থী জেহাদী হাজীর চরিত্র এঁকেছেন তাঁর লেখা 'পাক সার জমিন সাদবাদ' শীর্ষক উপন্যাসে। এটি লেখার অপরাধে তাঁকে খুন করেছে মৌলবাদীরা।

নারী-পুরুষের খৎনা

(ইসলামের আর একটি স্তম্ভ)

খৎনা বলতে বুঝায় পুরুষের লিঙ্গের সামনের দিকের চামড়ার কিছু অংশ কেটে ফেলা এবং মহিলাদের ভগাঙ্কুরের একটুখানি কেটে ফেলা। ইসলাম ধর্মে এটি একটি আবশ্যিক প্রক্রিয়া। কেউ কেউ বলেন — এই প্রক্রিয়াটি বিজ্ঞানসম্মত। কোনো কোনো দেশে এটি কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য করণীয় প্রক্রিয়া। আবার কোথাও কোথাও এটি নারী পুরুষ উভয়ের জন্য আবশ্যিক। এই প্রথা ইসলামপূর্ব আরবের। নবীজী এই প্রথা বহাল রেখেছেন। মহিলাদের খৎনা সম্পর্কে নবীজী বলেছেন, অল্প করে কাটো, বেশি কেটোনা (সহি আবু দাউদ, হাদিস নং-৫২৫১)। আমরা ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশের বাগেরহাটে একজন মাওলানার সন্ধান পেয়েছিলাম, যিনি নারী পুরুষ উভয়ের জন্য 'খৎনা' আবশ্যিক বলে মনে করেন।

মুসলিম দুনিয়ার বহু দেশেরই 'নারী-খৎনা' নামের এই বীভৎস, বর্বরোচিত প্রথা দেখা যায়। এই প্রথা যে মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রথা পুরুষকে মানুষ থেকে শয়তানে পরিণত করেছে, আর নারীকে পরিণত করেছে পশুতর জীবে।

আজ মহিলাদের 'খৎনা' বিশেষ ভাবে প্রচলিত আছে ঘানা, গিনি, সোমালিয়া, কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া, নাইজিরিয়া, মিশর, সুদানসহ উপসাগরীয় বিভিন্ন দেশে। এইসব দেশে নারীদের যৌন কামনাকে অবদমিত করে যৌন-আবেগহীন যৌন-যন্ত্র করে রাখতে পুরুষশাসিত

সমাজ বালিকাদের ভগাঙ্কুর কেটে ফেলে। নারীর যৌন আবেগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় যোনির প্রবেশ মুখে পাপড়ির মতো বিকশিত ভগাঙ্কুর। নারীদের খৎনা করা হয় ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ সাধারণভাবে সাত-আট বছর বয়সে। খৎনা যারা করে তাদের বলা হয় 'হাজামী'। দু'জন নারী শক্ত করে টেনে ধরে বালিকার দুই উরু। দুই নারী চেপে ধরে বালিকার দুই হাত। 'হাজামী' ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে ভগাঙ্কুর। এই সময় উপস্থিত নারীরা সুর করে গাইতে থাকেন, "আল্লা মহান, মহম্মদ তার নবী; আল্লা আমাদের দূরে রাখুক সমস্ত পাপ থেকে"। পুরুষ শাসিত সমাজ ওইসব অঞ্চলের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই বিশ্বাসের বীজ রোপন করেছে, কাম নারীদের পাপ, পুরুষদের পুণ্য। খৎনার পর সেলাই করে দেওয়া হয় ঋতুস্রাবের জন্য সামান্য ফাঁক রেখে যোনিমুখ। খোলা থাকে মূত্রমুখ। খৎনার পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত বালিকার দুই উরুকে একত্রিত করে বেঁধে রাখা হয়, যাতে যোনিমুখ ভালমতো জুড়ে যেতে পারে। বিয়ের পর সেলাই কেটে যোনি মুখ ফাঁক করা হয়, স্বামীর কামকে তৃপ্ত করার জন্য। আবারও বলি স্বামীর কামকে তৃপ্ত করার জন্যই; কারণ নারীর কাম তো ওরা পাপ বলে চিহ্নিত করে নারীকে করতে চেয়েছে কাম-গন্ধহীন যৌন-যন্ত্র। সন্তান প্রসবের সময় সেলাই আরও কাটা হয়। প্রসব শেষে আবার সেলাই। তালাক পেলে বা বিধবা হলে আবার নতুন করে সেলাই পড়ে ঋতুস্রাবের সামান্য ফাঁক রেখে। আবার বিয়ে, আবার কেটে ফাঁক করা হয় যোনি। জন্তুর চেয়েও অবহেলা ও লাঞ্ছনা মানুষকে যে বিধান দেয়, সে বিধান কখনও মানুষের বিধান হতে পারে না। এ তো শুধু নারীর অপমান নয়, নারীর অবমাননা নয়, এ মনুষ্যত্বের অবমাননা।

ইরানের ফতোয়া অনুসারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতা অবিবাহিতা মেয়েদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার আগে তাকে ধর্ষণ করা হয়। মৃত্যুর পরে সে যাতে বেহেশ্‌তে যেতে না পারে তার জন্যই এই ধর্ষণ। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪-৪-১৯৯৫)

নাইজেরিয়ার রাজধানীতে আমিনা লাওয়াল নামে এক মহিলাকে ব্যভিচারের অভিযোগে পাথর ছুঁড়ে মারা হয়েছে। (কালান্তর, ১৪-১২-২০০২)

বাংলাদেশে প্রতি বছর এরূপ ঘটনা ঘটে অনেক।

বিয়ের আগে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অপরাধে শরিয়ত আইন আইন অনুসারে নাইজেরিয়ায় সফিয়া হুসেনী নামে এক মহিলাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

(আনন্দবাজার, ২৪-১১-২০০১)

পাকিস্তানে এক দেবর তার বৌদিকে ধর্ষণ করার ফলে এক মহিলা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তার একটি কন্যা সন্তান জন্মে। ঐ মহিলার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মামলা হলে ইসলামী আদালত তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার ফতোয়া দিয়েছে।

(আনন্দবাজার, ২৪-১১-২০০১)

ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ বা প্রাণ ভ্রমরা

জেহাদ

দুনিয়ার সকল মুসলিম পণ্ডিত বিতর্কহীন ভাবে একমত হয়ে বলেছেন, ‘জেহাদ হচ্ছে হজ, ওমরাহ্ হজ, নফল-নামায, রোজা প্রভৃতির চেয়েও উন্নত মানের কাজ। ['... Jihad is superior to Hajj and 'Umra (Pilgrimage) and also superior to non-obligatory prayers and fasting...', Al-Bukhari, vol.1, p-xxxiii]

‘মহম্মদের ধর্মমতে যারা বিশ্বাসী নয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নাম ‘জেহাদ’। ‘জেহাদ’ কোরান নির্দেশিত অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য। এবং পরম্পরাগত ভাবে অবশ্য পালনীয় পবিত্র অনুশাসন যা বিশেষ করে ইসলাম প্রসারের নির্দেশ দেয় এবং মুসলমানদের অমঙ্গলকে দূর করে। মুসলমানদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদিস ‘সহি আল বুখারী’র (প্রথম খণ্ড, পৃ-xxvi) ভাষ্য অনুসারে ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল, পরে খোদা যুদ্ধের অনুমতি দেন। আরও পরে খোদা যুদ্ধকে বাধ্যতামূলক করেন। [..... after that it (fighting) was made obligatory --]

স্বল্পায়ু (মাত্র ৬২ বছর) মহম্মদ মাত্র ১০ বছর মদীনায় ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ৮২-টি যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। পার্থিব জগতে রাজ্য পরিচালনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে যুদ্ধ। আত্মরক্ষার জন্য সব জাতিকেই যুদ্ধ করতে হয়েছে। অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতে ‘ধর্মযুদ্ধ’ বলে একটি কথা প্রচলিত হয়ে আসছে। ভারতীয় সভ্যতায় এই কথাটির অর্থ ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ বা মাতৃভূমি বা পিতৃভূমি রক্ষা বা উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ। মুসলিম সভ্যতায় এই শব্দটির অর্থ একটু অন্য রকম। মুসলমানদের কাছে মাতৃভূমি বা পিতৃভূমি বলতে কোন কথা নেই। খোদা নাকি সমগ্র পৃথিবীটাকেই মুসলমানদের ‘দান-পত্র’ করে দিয়েছেন। কি এক অজ্ঞাত বিপর্যয়ের কারণে কোনো কোনো দেশ বিধর্মীদের দখলে আছে। ঐ সব দেশ মুসলমানদের দখলে আনতে হবে যুদ্ধ করে। এর সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীবাসীকে মুসলমান বানাতে হবে। কারণ, ইসলাম ধর্মই একমাত্র মহা সত্য। নবী এই উদ্দেশ্য নিয়েই যুদ্ধ করেছেন। ইসলাম ধর্ম প্রচার ও পররাজ্য অধিকার করার জন্য যুদ্ধ করেছেন। তাই কোরানে বর্ণিত যুদ্ধের নাম ‘ধর্মযুদ্ধ’; অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য যুদ্ধ। নবীজী এই ধর্মযুদ্ধকে তাঁর অনুগামীদের জন্য

বাধ্যতামূলক করে গেছেন।

ভারতীয় সভ্যতার আলোকে ইসলামী যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলার কোন যুক্তি নেই। এর নাম 'জেহাদ'। এটি একটি আরবী শব্দ। জেহাদ কাকে বলে, কিভাবে জেহাদ করতে হবে সে সম্পর্কে অজস্র নিবন্ধ লেখা হয়েছে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত থমাস পেট্রিক হিউয়েজ (Thomas Patrick Hughes) তাঁর 'ডিকশ্‌নারী অব ইসলাম'-এ (রূপা অ্যাণ্ড কোং, নতুন দিল্লী, ১৯৯৯, পৃ-২৪৩) যে নিবন্ধটি ছাপা হয়েছে সেটিকে প্রামাণ্য বলে মনে হয়েছে আমাদের কাছে। এখানে বলা হয়েছে, 'জিহাদ' বলতে বুঝায় 'একটি চেষ্টা অথবা কঠোর চেষ্টা।' 'মহম্মদের ধর্মমতে যারা বিশ্বাসী নয় তাদের বিরুদ্ধে *(ইসলামী)* ধর্মযুদ্ধ। এটি কোরান নির্দেশিত অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য।' আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ।

ইসলামের ৬ষ্ঠ স্তম্ভ জেহাদ সম্পর্কে কোরান ও হাদিসে ১৬৪-টি বিধান আছে। এখানে আমরা কয়েকটি মাত্র বিধান উল্লেখ করছি।

★ "হে নবী! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, তাদের প্রতি কঠোর হও; তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম।" (৯:৭৩)

★ "...এই কাফেরদের সাথে লড়াই কর, যেন শেষ পর্যন্ত ফেতনা *(বিবাদ)* খতম হইয়া যায় এবং দ্বীন *(ধর্ম)* পুরাপুরিভাবে আল্লাহ্‌রই জন্য হইয়া যায়। ..... " (২:১৯৩)

খোদার এই নির্দেশের যে পরিপূরক ব্যাখ্যা দিয়েছেন মহানবী তা হচ্ছে এই —

"It is reported on the authority of Abu' Huraira that he heard the Messenger of Allah say: I have been commanded to fight against people, till they testify to the fact that there is no god but Allah, and believe in me (that) I am the messenger (from the Lord) and all that I have brought..." Hadish No. 31 of Sahih **Muslim**, Chapter IX, The Book of Faith, page-17.

(কোরানের ৩২ থেকে ৩৫ নং আয়াত সমূহে মোটামুটি একই কথা **বলা হয়েছে।**)

★ "বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভাইভাই, সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে **শান্তি স্থাপন** কর। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।" (৪৯: **১০**)

★ "...আমি অচিরেই অবিশ্বাসীদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করছি। অতএব, তাদের কণ্ঠ সমূহের উপর আঘাত কর, এবং তাদের অঙ্গুলির সংযোগ সমূহে আঘাত কর। এটি এই জন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতা করেছিল, ..." (৮:১২-১৩)

★ "...অংশীবাদীদের *(যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌র অংশীদার বা বিভিন্ন রূপ আছে)* যেখানে পাবে, বধ করবে; তাদের বন্দী করবে অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম

করে, যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ উন্মুক্ত করে দেবে; ..." (৯: ৫) সন্ত্রাসবাদীদের মানসিক শক্তির অন্যতম উৎস এই আয়াতটি।

★ "যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে না, এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল যা বৈধ করেছেন, তা বৈধ করে না, এবং যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা সত্য ধর্মকে স্বীকার করে না, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, যে পর্যন্ত তারা অধীনতা স্বীকার করে স্বহস্তে জিজিয়া (কর) দান না করে। " (৯: ২৯)

★ "যদি তোমরা আভিযানে বের না হও, তবে তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি দেবেন। ..." (৯: ৩৯)

★ "সুতরাং তুমি অবিশ্বাসীদের আনুগত্য করোনা, এবং তুমি কোরানের সাহায্যে ওদের সাথে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও।" (২৫: ৫২)

★ "ওরাই অভিশপ্ত ('Accursed'-Pickthall), এবং ওদের যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।" (৩৩: ৬১; মদনী সূরা)

★ "হে নবী! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, তাদের প্রতি কঠোর হও; তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম।" (৯:৭৩)

মুসলমানরা আল্লাহ্‌র শত্রুদের উপর যে কোন প্রকার অত্যাচার চালাতে পারবে। যেমন, ঘরবাড়ীতে আগুন লাগানো, জলপ্লাবন ঘটানো, গাছ-পালা কেটে ফেলা, খাদ্য-শস্য নষ্ট করে দেওয়া ইত্যাদি। [Dictionary of Islam by T.P. Hughes, 1999, pp-243 & 245]

★ জেহাদে মৃত্যু হলে ঋণ করার পাপ ছাড়া বাকি সব পাপ খোদা মাফ করে দেবেন।

★ খোদার পথে যুদ্ধ করা ধর্মীয় কর্তব্য। যখন কোন ইমাম যুদ্ধে ডাক দেবেন, তখন মুসলমানদের যুদ্ধে যেতেই হবে।

জেহাদে যোগ দিলে ইহকালে বস্তুগত প্রাপ্তি এবং পরকালে স্বর্গ প্রাপ্তি অবধারিত। জেহাদ পুণ্যতম কাজ। অন্য কোন কাজের সমকক্ষ নয়। জেহাদ হজ করার চেয়ে পুণ্যতম। নবী মহম্মদ তাঁর মদীনা বাসের ১০ বছরের মধ্যে ৮২ বার জেহাদ করেছিলেন। এর ২৬-টিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি নিজেই। অন্তত ২৩ বার তিনি জয়ী হয়েছিলেন। জেহাদে যিনি জয়ী হন তিনি গাজী উপাধি পান। অভিধানে 'গাজী' শব্দটির একাধিক অর্থ আছে। যেমন — বীর, যোদ্ধা, ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে যে যুদ্ধ করে। এছাড়া মূর্তি পূজারীদের হত্যাকারীকেও 'গাজী' বলে। (One who slays an infidel.) বাংলাদেশের বেগম খালেদার নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের পোষা গুণ্ডারা হিন্দু বৌদ্ধ আদিবাসীদের মতো মূর্তি পূজারীদের খুন করে ধনী হচ্ছে, যৌন তৃপ্তি লাভ করছে এবং সর্বোপরি 'গাজী' হচ্ছে। এর সঙ্গে পরকালে কয়েক গণ্ডা পিনোন্নতা হুরীদের সঙ্গে অনন্তকাল ধরে অনবরত ক্লান্তিবিহীন যৌন সহবাস করার সুযোগ তো আছেই।

"যে গণিমতের মাল তোমরা পেয়েছ তা বৈধ এবং উত্তম বলে ভোগ কর।" ভাষান্তরে

''অতএব তোমরা যাহা কিছু ধন- মাল লাভ করিয়াছ তাহা খাও; উহা হালাল ও পাক।
....'' (৮/৬৯) পবিত্র ইসলামের দৃষ্টিতে এই লুটের মালকে 'খোদার অনুগ্রহের দান' বলা হয় এবং এর কে কতটুকু পাবে তা বলে দিতে কসুর করেননি রহমানির রহিম খোদা কোরানের ৮/৪১ নং আয়াতে। ৫ ভাগের এক পাবেন খোদা এবং তার রাসুল, রাসুলের আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র ও পথচারীরা। বাকী অংশ পাবে জিহাদীরা।*

'মোস্তাফা চরিত'-এর ৪৮ নং পৃষ্ঠায় মাওলানা আকরাম খাঁ লিখেছেন, ''বোখারীতে (বোখারী শরীফ, ১৬তম খণ্ড, ১৪ পৃষ্ঠা) হযরত আলী কর্তৃক একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, বদর সমরে যাহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া হযরত বলিয়াছেন— 'তোমরা যাহা ইচ্ছা করিয়া যাও, (তাহাতে তোমাদের কোন ক্ষতি হইবে না) তোমাদের জন্য বেহেশ্‌ত নিশ্চিত'।''

জেহাদের মাধ্যমে যখন কোন মুসলমান শাসক কর্তৃক অবিশ্বাসীদের রাজ্য জয় করা হয়, তখন ঐ রাজ্যের অধিবাসীদের নিকট নিম্নোক্ত তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণের আহ্বান জানানো হয় ঃ—

১। 'ইসলাম' গ্রহণ, যে ক্ষেত্রে ঐ বিজিত জাতি মুসলিম রাজ্যের স্বীকৃত নাগরিক হবে।

২। ব্যক্তি-কর (জিজিয়া) প্রদানের দ্বারা ইসলামে অবিশ্বাসীরা সুরক্ষা পাবে এবং যদি তারা আরবের মূর্তি পূজারী না হয় তবে 'জিম্মী'বলে পরিগণিত হবে।

৩। যারা ব্যক্তি-কর (জিজিয়া) না দেবে তাদের তরবারির দ্বারা হত্যা করা হবে।''

[Dictionary of Islam by T. P. Hughes]

আল্লাহ্‌র বক্তব্য অনুসারে 'ইসলাম ধর্মই পৃথিবীতে একমাত্র মহাসত্য'। নবী মহম্মদের সময় আল্লাহ্‌ এই মহাসত্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন এবং নবীকে বলেন — ''আল্লাহ্‌র নামে এবং আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য পৌত্তলিকদের আমন্ত্রণ জানাও .... তারা যদি এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাদের কাছ থেকে জিজিয়া কর দাবী কর ..... তারা যদি এই কর দিতে অস্বীকার করে তাহলে আল্লাহ্‌র সাহায্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।'' — ডাঃ আবদুল হামিদ সিদ্দিকির 'সহী মুসলিমে'র ৪২৯ নং হাদিস।)

কোরানে আল্লাহ্‌ বলেছেন, মুসলমানদের ইচ্ছা থাকুক আর না-ই থাকুক, প্রতিটি সক্ষম

---

* আরবীয় ''গোত্রসমূহের অনেক দিনের রীতি অনুসারে যোদ্ধাগণ কোনো বেতন লইতেন না। প্রত্যেক সৈন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির ভাগ পাইত এবং হত্যাকৃত শত্রুর যাবতীয় তৈজসপত্রের মালিক হইত। রাষ্ট্রের আয় তখনও বেশির ভাগ আসিত যাকাত এবং সমস্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ হইতে — যাহা হযরত মুহম্মদ (স:) প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন।'' ঢাকার মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক অনূদিত ইয়াহ্‌ইয়া আরমাজানীর 'মধ্যপ্রচ্য ঃ অতীত ও বর্তমান',১৯৮৪, পৃ-৬৯)

মুসলমানকে যুদ্ধ করতেই হবে। নবী বলেছেন,“যে ব্যক্তি জিহাদ (যুদ্ধ) না করিয়া কিংবা জিহাদের সংকল্প না রাখিয়া মৃত্যু বরণ করে, তাহার মৃত্যু হইল এক প্রকার ভণ্ড বা প্রতারকের (Hypocrite) মৃত্যু।” (মিশকাতুল মাসারির ৪৫১২ নং হাদিস)।

প্রশ্ন উঠতে পারে — মুসলমানরা কতদিন ধরে জিহাদ বা যুদ্ধ চালাবে। কোরানে এ ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে যে উত্তর দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে, এই পৃথিবী থেকে পৌত্তলিকদের উৎখাত করে পরিপূর্ণ ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ বা যুদ্ধ চলতে থাকবে। কোরানে ২/১৯৩ এবং ৮/৩৯ নং আয়াতে একথা পরিস্কার করে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের একটি বিশেষ উক্তি মনে পড়ে গেল। তিনি কোরানের একটি কপি হাতে নিয়ে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—“ যতদিন এই গ্রন্থ আছে ততদিন পৃথিবীতে শান্তি আসবে না।” দুঃখের কথা এই, ভারত উপমহাদেশে কোটি কোটি মানুষ, বিশেষত হিন্দুরা এই চরম সত্যকে বিশ্বাস করেন না। মুসলমানরা তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, ইসলাম শব্দের অর্থ ‘শান্তি’। একাধিক বিষয় মাষ্টার ডিগ্রীধারী জনৈক ব্রহ্মচারী সাধু ইসলাম শব্দটির একটি দুর্ধর্ষ সংজ্ঞা আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে 'ISLAM' বলতে বোঝায়— 'I Shall Love All Mankind.'। এর দ্বারা নবালিকারাও বুঝতে পারে, এইসব নির্বোধ ব্রহ্মচারীরা কোরানের ক’-ও পড়েননি। হাদিসের ‘হ’-ও জানেন না। বস্তুতঃ এই উপমহাদেশে হিন্দু রাজনীতিবিদদের মধ্যে ৫/৭ জন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ কোরান-হাদিসের বিন্দু বিসর্গও জানতেন না বা এখনও জানেন না। নিঃসন্দেহে এদের মধ্যমণি ছিলেন মিঃ মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী। কোরান হাদিস সম্পর্কে তাঁর ন্যূনতম জ্ঞান থাকলেও এই উপমহাদেশের কোটি কোটি হিন্দুর জীবনে আজ এমন সীমাহীন যন্ত্রণা নেমে আসত না। আরও দুঃখের কথা এই, বর্তমান ভারতে, বিশেষত কোলকাতায়, অনেক বড় বড় পণ্ডিত আছেন, যাদের হিমালয়সম জ্ঞানের কাছে আমাদের মত কলমচির বিদ্যা বুদ্ধি নিমিষেই ম্লান হয়ে যায়। তারা কিন্তু একথা জানেন না যে, কোরান ও হাদিস সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণার গভীরতা প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতার সমান। এই সব তথাকথিত বিদ্বানদের ঘুম ভাঙতে দেরী হলে অচিরেই (ধরুন ৫০ বছরের মধ্যে) ভারত মুসলিম রাষ্ট্র হয়ে যাবে।

যাক্, জেহাদ সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলা প্রয়োজন। জেহাদের মাধ্যমে মুসলমানরা যেমন ইহলোকে, তেমনি পরলোকে বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়। ইহলোকে তারা জেহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম প্রচার করতে পারে, রাজ্য জয় করতে পারে, বিধর্মীদের, ভারতের ক্ষেত্রে হিন্দু-বৌদ্ধ-আদিবাসীদের খুন করতে পারে এবং লুটপাট, অগ্নি-সংযোগ এবং বল্গাহীনভাবে তাদের মেয়ে-বউকে ধরে এনে দিনের পর দিন ধর্ষণ করতে পারে।

জেহাদে অংশ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। এর দ্বারা পরকালে স্বর্গপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত, ‘গ্যারান্টেড’। জেহাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে ‘লুটপাট, নারী অপহরণ এবং নারী ধর্ষণ’।

লুটের মালের মধ্যে থাকবে যাবতীয় সম্পদ— সোনা-দানা, ঘর-বাড়ী, নগদ অর্থ ছাড়াও নারী, পুরুষ, শিশু সবই। এসবের মধ্যে সক্ষম পুরুষদের মেরে ফেলতে হবে। আগে তাদের বিক্রী করা হত। লুটপাট করা দ্রব্যের নাম 'মালে গণিমত' বা 'গণিমতের মাল'। বাংলা ভাষায় বলে 'যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ'। মহান খোদা এই যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের উপরে ৭৫-টি আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা (অধ্যায়) নাযেল করেছেন (পাঠিয়েছেন)। মহা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানের ৮ নং সূরা এটি; নাম 'সুরা আন-ফাল'।

আগেই বলেছি, জিহাদ পরিচালিত হবে অমুসলমানদের বিরুদ্ধে। এই উপমহাদেশের ক্ষেত্রে হিন্দু, বৌদ্ধ ও আদিবাসীদের (বনবাসীদের) বিরুদ্ধে। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া এখানে খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা যাবে না। মুসলমানরা যখন খোদার আইন অমান্য করবে, খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করার কাজে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে তখন তাদের বিরুদ্ধেও জেহাদ ঘোষণা করা যাবে। ১৯৭১ থেকে শুরু করে ২০০৫-এর ১৭ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশের আওয়ামী লীগপন্থী মুসলমানদের বিরুদ্ধেও জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে। জেহাদে যে কোন ধরনের নির্মম অত্যাচার চালানো যাবে।

বাংলাদেশে বর্তমানে কিছু সংখ্যক ইসলামপ্রেমী তথা শান্তিকামী মুসলমান দেখা যাচ্ছে। এদের সঙ্গে সহমত পোষণ করছেন পশ্চিমবঙ্গের কিছু সংখ্যক আঁতেলকামী ও ইসলামপ্রেমী তথাকথিত মানবাধিকার কর্মী। এই উভয় দল মিলে জেহাদ সম্পর্কে একটি বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছেন। তারা বলছেন, 'আত্মরক্ষা-মূলক যুদ্ধের নাম জেহাদ'। অর্থাৎ কোন মুসলিম রাষ্ট্রকে যদি অন্য কোন অমুসলিম বা মুসলিম রাষ্ট্র আক্রমণ করে তখন মুসলমানরা আত্মরক্ষার জন্য যে যুদ্ধ করবে তার নাম 'জেহাদ'। তারা এ প্রসঙ্গে কোরানের ২ নং সূরার ১৯০-১৯৩ নং আয়াতগুলো উল্লেখ করে থাকেন। এবং তারা সুচতুর ভাবে জেহাদ সম্পর্কিত আয়াত সমূহের (১৬৪-টি) অধিকাংশ এড়িয়ে যান।

অনেকে আবার জেহাদ সম্পর্কে সূফীদের দেওয়া ব্যাখ্যা শোনান আমাদের মতো অজ্ঞদের। বলছেন, জেহাদের অর্থ মোটেই সশস্ত্র সংগ্রাম নয়। জেহাদ বলতে বোঝায় নিজের কু-প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করা।

মূর্তিপূজার বিলোপ সাধন ঃ ইসলামের ৭ম স্তম্ভ

(মূর্তি পূজা, পুতুল পূজারী এবং ইসলাম)

মক্কা জয় করে নবীজী নিজের হাতে কাবা ঘরে রক্ষিত পুতুলগুলি (প্রতিমা) ভাঙা শুরু করেছিলেন (হাদিস বুখারী-৩/৬৫৮)। সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের লক্ষ লক্ষ মন্দির ও প্রতিমা ভাঙা হয়েছে। বিশ্ব সভ্যতার অপূর্ব নিদর্শন বামিয়ানের বৌদ্ধ মূর্তি ভাঙা হয়েছে ২০০১-এর মার্চ মাসে। সভ্য পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এর নিন্দা করেছেন। নিন্দা করেনি শুধু মুসলিম দুনিয়া। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিমা তৈরী করা এবং তার পূজা করা মহাপাপ।

ইসলাম ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান আছে এমন চার জন বিশেষজ্ঞের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা এই অধ্যায়টি শুরু করবো। এরা হলেন কবি গোলাম মোস্তফা, মাওলানা আঁকরাম খাঁন, স্যার সৈয়দ আমির আলি এবং টি. ডাবলিউ আরনল্ড।

কবি গোলাম মোস্তাফা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিশ্বনবী'-র ২৭০ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন মহানবীর "সমস্ত সংগ্রামের মূল প্রেরণা ছিল পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন করিয়া তৌহিদকে জয়যুক্ত করা। এ-সংগ্রাম তাই প্রকৃতপক্ষে কোরেশদিগের বিরুদ্ধে নয়, মক্কার বিরুদ্ধে নয়, ইহুদি-খৃষ্টানদিগের বিরুদ্ধে নয়, জগৎজোড়া পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে।"

মাওলানা আকরাম খাঁ নিঃসন্দেহে একজন প্রথম শ্রেণির ইসলাম ধর্ম শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্ম (আর্য ধর্ম), খৃস্ট ধর্ম, ইহুদী ধর্ম এবং জৈন ধর্মের তীব্র সমালোচনা করে এগুলোকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছেন। (মোস্তফা চরিত, পৃ- ২০১-২২৮) তিনি প্রতিমা পুজো বা পৌত্তলিকতাকে ভারতের সমস্ত ধর্মগত, জ্ঞানগত ও নীতিগত অধঃপতন ও যাবতীয় সর্বনাশের মূল উৎস বলে চিহ্নিত করেছেন। (পৃ-২০৪)

আমাদের বিশ্বাস, আকরাম খাঁ সাহেব ইসলামের পরিচয় দিতে গিয়ে যে সব কথা বলেছেন, তা-ই কোরান-হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, এই ভারত-বাংলা উপমহাদেশ তথা সমগ্র মুসলিম দুনিয়া এ ব্যাপারে অনুরূপ ব্যাখ্যাই দিচ্ছে। তবে ছিটে-ফোঁটা ব্যতিক্রম থাকলেও থাকতে পারে মহাসিন্ধুতে পরমাণু আকারের বিন্দুর মত। ভারত বা বাংলাদেশে (অন্যান্য দেশেও) মুসলিম পরিবারের শিশু যেদিন থেকে কথা বলা শুরু করে সেদিন থেকেই তাকে আল্লাহ্ ও নবীর মহত্ত্বের সঙ্গে আর যেটি শিক্ষা

দেওয়া হয় তা হচ্ছে 'মূর্তি পূজা নিকৃষ্টতম কাজ; এটা মহাপাপ। এ পাপের কোন ক্ষমা নেই।' হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈনরা মূর্তি পূজারী। তাই তারা মহাপাপী, তারা অভিশপ্ত (মালাউন) ; তারা ঘৃণ্য। এই শিশুরা বড় হয়ে প্রতি পদে পদে এদের হেনস্থা করবে। সুযোগ পেলেই হিন্দু নারী ধর্ষণ, জমি জবর দখল এবং এ জাতীয় পাশবিক কাজে অংশ গ্রহণ করবে। এটাই তো স্বাভাবিক। গত ৩০ বছরে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে, যেখানে অনেক কু-শিক্ষার মধ্যে এই ভয়ঙ্কর কু-শিক্ষাকে মজবুত করে তোলা হয়েছে।

লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পণ্ডিত এবং এক সময়ের কোলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার সৈয়দ আমির আলির লেখা 'দি স্পিরিট অব ইসলাম' পড়লাম। মনে হয় খোদার গুণগান কীর্তন করার জন্যই তিনি প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার এই বইটি লিখেছেন। তাঁর ভাষার যাদু এমনই যে কোন পাঠক মনে করবেন, কোটি কোটি ক্ষমার পরমাণু দিয়ে খোদার সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই খোদা পৌত্তলিকদের ক্ষমা করবেন এমন একটি বাক্যও ব্যবহার কতে পারেননি আমির আলি সাহেব।

টি. ডাবলিউ আরনল্ড সাহেবেরও ঐ একই অবস্থা। তিনিও মহান খোদা এবং তাঁর রাসূলের গুণগান গাইতে গিয়ে প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার 'দি প্রিচিং অব ইসলাম' লিখে ফেললেন। কিন্তু খোদা বা নবী পুতুল পূজা ত্যাগ না করা পর্যন্ত পৌত্তলিকদের ক্ষমা করবেন এমন একটি বাক্য লেখার সুযোগ পাননি। খোদা তখনই পৌত্তলিকদের ক্ষমা করবেন যখন ঐ পৌত্তলিক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। এই ব্যাখ্যার মধ্যে কোন ভুল নেই। বাংলাদেশের জামাত-নেজাম-মুসলিম লীগ যেখানে যত ভুলই করুক, পৌত্তলিকতা সম্পর্কে কোরান-হাদিসের নির্দেশ বর্ণনায় এতটুকু ভুল করেনি। খোদা এবং খোদার দাস নবী মোহাম্মদ যখন মূর্তি পূজারীদের মুসলমান বানাবার জন্য তাঁর জীবন-যৌবন (!) উৎসর্গ করেছেন, তখন জামাত-নেজাম আর বুখারী সাহেবরা বসে থাকবেন কেন?

আগেই বলেছি কোরান পৃথিবীবাসীকে দু'ভাগে ভাগ করেছে, বিশ্বাসী (মুসলমান) এবং অবিশ্বাসী (বিধর্মী বা অমুসলমান)। 'যাহারা খোদার নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না তাহারাই কাফের' (কো- ৫/৪৪)। কাফের ছাড়াও তাদের **যালেম** (অত্যাচারী) এবং ফাসেক বলা হয়। এই নিরিখে বর্তমান পৃথিবীর ৬২৫ কোটি মানুষের মধ্যে ৫০০ কোটি মানুষই কাফের। তবে কট্টরপন্থী কোনো কোনো মুসলমানের কাছে যে সব মুসলমান কঠোরভাবে কোরানের বিধি-নিষেধ মেনে চলে না, তারাও এক প্রকার কাফের। ইসলামের চোখে খ্রীষ্টানরা একটু ছোটো মাপের কাফের। অন্য সবাই বড় মাপের কাফের। এদের মধ্যে আমরা যারা মূর্তি পূজারী হিন্দু বলে পরিচয় দিই, মুসলমানদের চোখে তারা জঘন্য ধরনের কাফের। মূর্তি পূজারীর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'মুশরিক'।

কোরানের শত শত আয়াতে আল্লাহ্‌কে পরম দয়ালু বলা হয়েছে। তিনি ইচ্ছে করলে

যে কোনো ধরনের পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু মূর্তি পূজারীদের পাপ কোনোক্রমেই ক্ষমা করবেন না। ভাষান্তরে যারা বিশ্বাস করে যে, 'সৃষ্টিকর্তার অংশীদার আছে' তাদের পাপ কোনোক্রমেই ক্ষমা করবেন না (কো-৪/১১৬)। কোরান অনুসারে দুনিয়ায় শত শত মহা পুণ্যের কাজ আছে। এগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুণ্যের কাজ হল 'মূর্তি পূজা না করা'। একজন 'মূর্তি পূজা না করা মুসলমান' চুরি করা এবং অবৈধ যৌন সহবাসের মতো জঘন্য পাপ করলেও সে নির্বিবাদে স্বর্গে যাবে। এটি নবী মহম্মদের নিজের মুখের কথা যা সংকলিত হয়েছে মুসলমানদের অন্যতম প্রামাণ্য হাদিস আল বুখারী শরীফের ৪/৪৪৫ বিধানে।*

কাফের, বিধর্মী, অবিশ্বাসী এবং মুশরিক শব্দগুলো প্রায় সমার্থক। কোরানের ৯/২৮ নম্বর আয়াতে মূর্তিপূজারীদের চিরস্থায়ীভাবে 'অপবিত্র' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। জানি না, আজ যেসব হিন্দু সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেন, সর্বধর্ম মহানির্বাণের কথা বলেন কিংবা দলিত মুসলিম ঐক্যের কথা বলেন, তারা কোরানে বর্ণিত এইসব বিধানের কথা জেনে বলেন; না, না জেনে বলেন। কোরানের ৬,৬৬৬-টি আয়াতের মধ্যে মোটামুটি ২০০০-টি আয়াত রয়েছে যেখানে অবিশ্বাসীদের, ভাষান্তরে মূর্তি পূজারী হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈনদের অধিকার-অনধিকারের কথা লিপিবদ্ধ করা আছে। এখানে আমরা এই সব বিধানের কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করছি। তার আগে একটি চমকপ্রদ কথা বলে নিই। গত ২৫ বছর ধরে কয়েক শত হিন্দু সাধু-কবি-সাহিত্যিক-রাজনীতিবিদ আমাদের কাছে বলে আসছেন, কোরানে কোনো খারাপ কথা থাকতে পারে না এবং কোরানের কোনো বিধানই অমুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কোরানে কিন্তু স্পষ্ট বলা আছে, কোরানের বিধান পৃথিবীর সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শেষ বিচারের দিনে খোদাই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের বিচার করবেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, একমাত্র খ্রীষ্টান বাদে অন্য সব বিধর্মীদের বিচার হয়েই আছে। আনুষ্ঠানিক ভাবে বিচার শুরুর আগেই তাদের ইসলামী নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

এখানে আরও একটি অতি বিস্ময়কর তথ্য উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কত হাজার বা কত লক্ষ বছর পরে শেষ বিচারের দিন আসবে তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু নবীজীর মূর্তি পূজারী মা-বাবা এবং চাচা আবু তালেবের বিচার হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে অনেক মুসলিম মহিলা এবং গরীব মুসলমানেরও বিচার হয়ে গেছে। নবীজীর মা-

---

*445. Narrated Abu Dhar : The Prophet (PBUH) said, " Gabriel said to me, 'Whoever amongst your followers die without having worshipped othres beside Allah, will enter Paradise (or will not enter the (Hell) (Fire). "The Prophet (PBUH) asked, " Even if he has committed illegal sexual intercourse or theft? He replied, "Even then." (Al-Bukhari, Vol – IV, page – 296)

বাবার মৃত্যুর অনেক পরে ইসলামের জন্ম হয়েছে। তাই তাঁদের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রশ্নই ছিল না। তারা 'অপবিত্র পৌত্তলিক' হিসেবে মারা গেছেন। এই অপরাধে ইতিমধ্যেই তাদের নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে নবীজী কি বলে গেছেন। তা হাদিসের ভাষায় শুনুন —

"Verily my father and your father are in the fire."

চাচা আবু তালেব সম্পর্কে নবীজী বলেছেন —

"I found him (Abu Talib] in the lowest part of the fire." [Hadis no. 398 & 409, Sahih Muslim, Vol. I, pp- 136 & 409]

নবীজীর চাচা আবু তালেব মাতা-পিতৃহীন নবীজীকে লালন-পালন করেছেন এবং সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছেন; কিন্তু তিনি নবীজীর আবিষ্কৃত পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। এই অপরাধে পরম দয়ালু খোদা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় নবীর চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নরকে পাঠিয়ে দিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। তবে আবু তালেবজী নবীজীর চাচা এবং পালনকর্তা বিধায় তাঁকে কিছুটা লঘু শাস্তি দেওয়া হয়েছে তাঁকে। আগুন দিয়ে তৈরী এক জোড়া জুতো পরিয়ে রাখা হয়েছে তাঁকে, যার ফলে তাঁর মাথার ঘিলু টগবগ করে ফুটছে অনবরত ভাবে। মুসলিম দুনিয়ার প্রামাণ্য হাদিস বুখারী শরীফ খুঁজে এই বিস্ময়কর তথ্যটির হদিস দিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিভাগের প্রাক্তন প্রধান বহু গ্রন্থ প্রণেতা জনাব ওসমান গনি তাঁর 'চরিত্র গঠনে হযরত মহম্মদ (দঃ)' শীর্ষক গ্রন্থের (১৯৯৫) ২৮২ নং পৃষ্ঠায়।

নবীজী একবার নরক পরিদর্শনে গিয়ে দেখলেন সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা। তিনি একবার স্বর্গে (বেহেশতে) গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই গরীব। এই গরীবেরা কোন ধর্মের তা বলা নেই। তবে তারা যে মুসলমান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, স্বর্গে তো কেবল মুসলমানরাই যাবে। রোজ কেয়ামতের আগে অর্থাৎ শেষ বিচারের আগে কিভাবে গরীব মুসলমানরা স্বর্গে গেল তাও বলা নেই। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক মুক্ত মনের এবং যুক্তিবাদী মুসলমান বলছেন, সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের গরীব করে রাখার একটি মোক্ষম কৌশল এটি। গরীব মুসলমানরা যাতে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করে এবং জেহাদে যাবার জন্য মুসলমান সংগ্রহের ব্যাপারে এটি একটি অপূর্ব কৌশল।

ভারতের মুসলমান সমাজ এ ব্যাপারে একটু অন্য মাপের চিন্তা-ভাবনা করেন। তারা বলেন মুসলিম শাসিত দেশে মুসলমানরা গরীব হয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়; কিন্তু ভারতে মুসলমানরা গরীব হয় হিন্দুদের অবিচারের ফলে। ইসলামপ্রেমিক মানবাধিকার কর্মীরা এই তত্ত্বকে অনেকাংশে মেনে নিয়েছেন।

এবারে আমরা বিধর্মী তথা মূর্তি পূজারী সম্পর্কে প্রধান প্রধান কয়েকটি বিধান তুলে ধরছি।

* কো- ০৯/২৮ ঃ মূর্তি পূজারীরা অপবিত্র।

* কো- ০৯/২৩ ঃ তোমার মা বাবাও যদি ইসলামের বাইরে অন্য কোনো তত্ত্বে বিশ্বাসী হয় তাহলে তাদের বন্ধু বলে গ্রহণ কোরো না।

* কো- ০৯/২৯ ঃ যারা আল্লাহ্ এবং শেষ বিচারের দিনে অবিশ্বাস করবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

* কো- ০৯/৭৩ ঃ হে নবী, অবিশ্বাসী *(ভারতের ক্ষেত্রে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন-লেখক)* এবং কপট লোকদের প্রতি কঠোর হও। এরা নরকে যাবে।

* কো- ২৫/৫২ ঃ অবিশ্বাসীদের প্রতি আনুগত্য দেখাবে না। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব নেবেন।

* কো- ৪৮/১৩ ঃ যারা আল্লাহ্ এবং রসুলে বিশ্বাস করবে না, তাদের জন্য আমি আগুন জ্বেলে রেখেছি।

* কো- ২১/৯৮ ঃ মূর্তি পূজারীদের দেব-দেবীকে নরকের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

* কো- ০৮/৫৫ ঃ মহাসত্য ইসলামকে যারা স্বীকার করবে না, তারা জীবজন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

* কো-৫৮/১৯, অবিশ্বাসীরা আল্লাকে ভুলে থাকে। তারা শয়তানের দলভুক্ত।

["They are Party of Satan"- Prof. Yusuf Ali,
"They are the devil's party."- M.M.Pickthall]

ইসলামের স্বর্গ (বেহেশ্‌ত্‌)

(এই নিবন্ধটিতে উল্লেখিত অধিকাংশ তথ্য ই-ম্যাগাজিন 'সদালাপ' এবং 'মুক্ত-মনা'-র নিয়মিত লেখক সাঈদ কামরান মির্জার লেখা থেকে সংগৃহীত)

বাংলা স্বর্গ শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Heaven. আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে বেহেশ্‌ত্‌। অভিধান মতে মৃত্যুর পরে পুণ্যাত্মাদের অক্ষয় আনন্দ নিকেতনের নাম স্বর্গ। পৃথিবীর অনেক ধর্মেই স্বর্গের স্বীকৃতি আছে। আবার কোনো কোনো ধর্মে স্বর্গের স্বীকৃতি নেই। ইহুদী এবং খ্রীষ্টধর্মে স্বর্গের আশ্বাস দেওয়া হয়, কিন্তু ঐ স্বর্গের বিস্তৃত কোনো বর্ণনা নেই। হিন্দু ধর্মের কয়েকটি পুরাণে স্বর্গের বর্ণনা আছে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ হিন্দু পুরাণের ঐ বর্ণনাকে প্রামাণ্য বলে মনে করেন না। বৌদ্ধ ধর্মে স্বর্গ বলতে কোনো কথাই নেই। কিন্তু ইসলাম ধর্মের স্বর্গ সম্পূর্ণ আলাদা। এর বিস্তৃত বর্ণনা আছে কোরানে এবং হাদিসে। সবচেয়ে বড় কথা এই পৃথিবীতে ভালো-মন্দ, চোর-চোটটা, গুণ্ডা-বদমায়েশ এবং নারী ধর্ষণের মতো অপকর্ম করলেও যে কোনো মুসলমান শেষ পর্যন্ত স্বর্গে স্থান পাবে। যারা জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তারা সরাসরি স্বর্গে চলে যাবে। তাদেরকে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। শেষ বিচারের দিনে প্রতিটি মুসলমানের পাপ-পুণ্যের বিচার হবে। পুণ্যবানেরা স্বর্গে চলে যাবে। পাপীদের পাঠানো হবে নরকে।

স্বর্গ ৮ প্রকার —

১। জান্নাতুল ফেরদৌস
২। জান্নাতুল খুল্‌দ
৩। দারুল কারার
৪। জান্নাতুল আদন
৫। জান্নাতুল মাওয়া
৬। জান্নাতুল নাইম
৭। দারুস সালাম
৮। দারুল মাকাম্ম

মুসলমানদের নরকবাসের সময় ধার্য করা হবে পাপের গুরুত্ব অনুসারে। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হলেই মুসলমানরা নরক থেকে স্বর্গে যেতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত একজন মুসলমান নরকে পড়ে থাকবে। এমন অবস্থায় অন্যান্য মুসলমানরা বলবে, হে খোদা মেহেরবান, আপনি ওকেও ক্ষমা করে দিন। তখন পরম দয়ালু আল্লাহ্‌ তাকেও ক্ষমা করে দেবেন।

পবিত্র হাদিস ইবনে মাজাহ্‌র ৫-ম খণ্ডের ৫৪৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা আছে, আল্লাহ্‌র রাসুল (অর্থাৎ পবিত্র নবীজী) বলেছেন, আল্লাহ্‌ প্রতিটি বেহেশ্‌তবাসীকে *(তারা অবশ্যই মুসলমান)* বিবাহ দিবেন ৭২-টি অনিন্দ্য সুন্দরী হুরীর সঙ্গে। ইহাদের দুই জন হইবে চির কুমারী আয়তলোচনা এবং ডাগর ডাগর চোখওয়ালা। বাকী ৭০ জন হবে গনিমতের মাল। তবে প্রত্যেকের যৌনাঙ্গ হবে অতি আরামদায়ক। বেহেশতী পুরুষের যৌনাঙ্গ সব

সময় শক্ত এবং খাড়া হয়ে থাকবে, যাকে বলে পারমানেন্টলী ইরেক্টেড, কখনও বাঁকা হবে না।

জান্নাতে (স্বর্গে) পুরুষ মুসলমানরা যা পাবেন

এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর আবার নতুন পৃথিবী গড়ে তোলা হবে। সেই পৃথিবীতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে আল্লাহ পুনরায় জীবিত করবেন। সেই নতুন পৃথিবীতে বিচার সভা বসবে। বিচার শুরু হওয়ার আগেই সকল বিধর্মীকে নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বিচার শুরুর আগেই খোদা প্রত্যেকটি পুরুষ মুসলমানকে ২৫ বৎসরের যুবক করিয়া দিবেন। তাদের মধ্যে যারা পুণ্যবান তাদেরকে আল্লাহ্‌র তৈরী বেহেশ্‌তে স্থান দিবেন। সেখানে সব বেহেশ্‌তবাসীদের আল্লাহ্ পরীর ন্যায় সুন্দরী হুর এবং গিলমান (সুন্দর বালক) দিবেন, সাথে থাকবে সুস্বাদু সব খাবার, মদ, মধু, ফল, মাংস ইত্যাদি। বেহেশ্‌তবাসীরা যাহা চাইবে সঙ্গে সঙ্গে তাহাই পাবে এবং রোগ, দুঃখ, মৃত্যু এবং বয়স (বার্ধক্য) বেহেশ্‌তবাসীদের কাছে কখনো ঘেঁষবে না। অর্থাৎ বেহেশ্‌তবাসীরা চিরকাল ওই ২৫ বৎসরের যুবকই থাকবে এবং তাদেরকে ১০০-জন পুরুষের সমান যৌনশক্তি দান করবেন পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা।

কোরান ৫২/১৭-২০ : মুমিনগণ থাকবে জান্নাতে এবং নেয়ামতে যেখানে তারা সারি বেঁধে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে এবং আমরা (আল্লাহ্) তাদেরকে সুন্দরী, আয়োতলোচনা হুরদের সঙ্গে নিকাহ্ দিব। সেখানে তারা একে অন্যকে পান-পাত্র (মদের গ্লাস) দেবে যাতে কোন অসার বকাবকি নেই, পাপ কর্মও নেই।

কোরান ৫২/ ২২-২৫ : বেহেশ্‌তে আমি (আল্লাহ্) তাদেরকে দিব ফল-মূল এবং মাংস যা তারা চাইবে। সেখানে তারা একে অপরকে পান-পাত্র দেবে; যাতে অসার বকাবকি নেই এবং পাপ কর্মও নেই। সেখানে সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায় সুন্দর কিশোরেরা (গিলমান) তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

কোরান ৩৭/৪০-৪৮ : তারা বসবে লাজুক এবং আয়োতলোচনা কাল চক্ষু বিশিষ্ট সতী, সাধ্বী বা কুমারী, লজ্জাবতী হুরীদের সঙ্গে যাদেরকে মনে হবে রক্ষিত শুভ্র ডিম্বের ন্যায় এবং সেখানে তারা পান করবে পবিত্র সুরা, কিন্তু কেউ মাতাল হবে না।

কোরান ৪৪:৫১-৫৫ : হ্যাঁ, আমরা (আল্লাহ্) বেহেশ্‌তবাসীদের সুন্দরী, আয়োতলোচনা চক্ষু বিশিষ্ট চিরকুমারী (Virgin) হুরীদের সঙ্গে বিবাহ দিব।

কোরান ৫৫/ ৫৬-৭৪ : সেথায় থাকিবে প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ আয়োতলোচনা লজ্জাবতী সতী, কুমারী হুরীগণ যাদেরকে এ পর্যন্ত কোন মানুষ বা জ্বিন কখনো স্পর্শ করে নাই; .....

কোরান ৫৬/১৫-২৩ : তারা বসিবে স্বর্ণখচিত সিংহাসনে ঠেস দিয়ে মুখোমুখিভাবে বসিবে; তাদের কাছে ঘুরাফেরা করিবে মুক্তার ন্যায় চির কিশোরেরা পান-পাত্র কুঁজো খাঁটি

সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে; যা পান করলে তাদের শীরঃপীড়া হবে না; আর থাকবে তাদের পছন্দমত পাখীর মাংস, ...

কোরান ৭৮/ ৩১-৩৬ : মুত্তাকীদের (পুণ্যবান) জন্য আছে সাফল্য; বাগান ও আঙুর রস সমূহ এবং সমবয়স্কা সুন্দরী উন্নতবক্ষা কুমারী যুবতীগণ এবং তাদের হাতে থাকবে শরাব ভর্তি পেয়ালা যাহা তাদের রবের কাছ থেকে যোগ্য পুরস্কার।

কোরান ৭৬/ ১৪-১৯ : বেহেশ্‌তে থাকিবে বৃক্ষছায়া এবং বিভিন্ন ফলমূল যাহা চাইবে, পরিবেশন করা হইবে রৌপ্য-স্ফটিকের পাত্রে; আরও পান করতে দেওয়া হবে যাঞ্জাবিলের মিশ্রিত সালসা এবং সালসাবীল নামে এক ঝর্ণা।

কোরান ৫৬/ ৩৪-৩৭ : তথায় থাকিবে তাদের উচ্চ শয্যাসঙ্গিনী যাদেরকে সৃজিয়াছি বিশেষভাবে, করিয়াছি চিরকুমারী (Ever virgin) এবং সমবয়স্কা।

কোরান ৪৭/১৫: মুমিন মুসলমানদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা এইরূপ : তাতে আছে পানির নদী, নির্মল দুধের নদী, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নদী এবং বিশুদ্ধ মধুর নদী। তথায় তাদের জন্য আছে রকমারি ফল-মূল ও তাদের পালন কর্তার ক্ষমা। আল্লাহ্ ভক্তরা কি পাপী এবং বিধর্মীদের সমান, যারা থাকবে জাহান্নামে অনন্তকাল এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি যাহা পান করিলে তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে? *(জানি না এতদিনে নবীজীর মা-বাবা-চাচাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কি না।)*

আল্লাহ্ পবিত্র কোরানে (৫২/২৪) দ্বর্থ্যহীন ভাবে ঘোষণা করেছেন, ... দয়ালু এবং সমজদার আল্লাহ্ মুমিনদের জন্য বেহেশ্‌তে রাখবেন মুক্তার-মতির ন্যায় চকচকে সুন্দর কিশোর (অল্প-বয়স্ক বালক)। ৭৮/৩৩ নং আয়াতে খোদা বল্ছেন, হুরীগণ হবে বড় বড় উন্নতবক্ষা।

ইসলামের মহা পণ্ডিত ইমাম গাজ্জালির বই ‘Ihya Uloom Ed-Din’ এর মতে পরম দয়ালু আল্লাহ্‌তায়ালা বেহেশ্‌তে একটি মস্ত বড় খোলা সেক্স-মার্কেট রেখেছেন, যাতে মুমিন বান্দারা বেহেশ্‌তে গিয়ে তাদের ইচ্ছেমতো সেই খোলা সেক্স মার্কেটে Non-stop and non-interrupted যৌন সহবাস করে যেতে পারে কোটি কোটি বৎসর ধরে। এইসব ব্যবস্থা আল্লাহ্ করেছেন মুমিন মুসলিমদের জন্য যারা তাদের জীবন বিপন্ন করে আল্লাহ্‌র পরম শত্রু ইহুদি ও কাফেরদেরকে সুইসাইড বোমা মেরে ধ্বংস করেছে। এটাই তাদের যোগ্য পুরস্কার।

মিশকাত শরীফ (৩/ ৮৩-৯৭) বলছে, হুরীগণ এত বেশি সুন্দরী বা রূপসী হবে যে তারা যদি আকাশের জানালা দিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকায়, তাহলে সমস্ত দুনিয়া আলোকিত এবং সুঘ্রাণে ভরে যাবে আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝখানের সব জায়গা। একজন হুরীর মুখমণ্ডল আয়নার চেয়েও মসৃণ বা পরিস্কার এবং হুরীর গালে এক জনের চেহারা দেখতে পাওয়া যাবে এবং হুরীর পায়ের মজ্জা দেখতে পাওয়া যাবে খালি চোখে।

তিরমিজি শরীফ (অধ্যায়-২) বলছে—

একজন বেহেশ্‌তবাসীকে দেওয়া হবে ৭২-টি অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী যার শরীর হবে আয়নার মতো স্বচ্ছ বা মসৃণ। তার পায়ের হাড়ের ভেতরের মজ্জা দেখতে পাওয়া যাবে যেন মণি-মুক্তার ভেতরে লাইনের ন্যায়। তাকে মনে হবে একটি সাদা গ্লাসে রাখা লাল মদের ন্যায়। সে হবে সাদা রং-এর দুধে আলতা মেশানো এবং তার কখনো হায়েজ (রজস্রাব), প্রস্রাব, পায়খানা, গর্ভবতী হওয়া ইত্যাদি কিছুই হবে না।

'Ihya Uloom Ed-Din' থেকে কিছু সুখবর দেওয়া হলো— নবী করিম (সঃ) বলেছেন, ''বেহেশ্‌তের হুরীরা হবে একেবারে পবিত্র বা বিশুদ্ধ বা কুমারী যুবতী, যাদের কোন হায়েজ হবে না, প্রস্রাব, পায়খানা, কাশি এবং তারা কখনো গর্ভবতী হবে না।'

নবী করিম (সঃ) আরও বলেছেন যে 'বেহেশতবাসী একজন পুরুষ ১০০-জন শক্তিশালী পুরুষের সমান যৌন শক্তি লাভ করবে। বেহেশ্‌তের প্রত্যেক বাসিন্দা পাবে ৫০০ শত হুরী, ৪০০০ অবিবাহিত যুবতী মেয়ে এবং ৮০০০ যুবতী বিধবা মেয়ে।' (অধ্যায়-৪, পৃষ্ঠা- ৪.৪৩০)

নবী করিম (সাঃ) আরও বলেছেন, 'যেসব নেকী (পুণ্যবান) মানুষ সর্বপ্রথম বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে তাদের শরীরের জ্যোতি হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো; এবং তাদেরকে যারা ফলো করবে তাদের শরীরের জ্যোতি হবে আকাশের উজ্জ্বল তারকারাশির মতো। তারা কেহ প্রশ্রাব করিবে না, বাহ্য ত্যাগ করিবে না, থুথু ফেলিবে না। এমনকি নাক থেকেও কোন কফ/সর্দি বের হবে না। তাদের চিরুণী হবে সোনার তৈরি এবং তাদের ঘাম থেকে কস্তুরীর ন্যায় খুশবু (সুগন্ধি) বের হবে। (কাছাছুল আম্বিয়া থেকে)'।

পবিত্র ইসলামি বেহেশ্‌তের ৮-টি প্রকাণ্ড দরজা থাকবে এবং একটি দরজার এক পাশ থেকে অন্য পাশে যেতে একজন মানুষের এক শত বৎসর লাগিবে। এই দরজার বিভিন্ন নাম থাকবে। যেমন, যাহারা ভক্ত নামাজী তাদেরকে 'নামাজের' দরজা দিয়ে বেহেশ্‌তে প্রবেশের আদেশ করবে। তেমনি, যাহারা যাকাত আদায় করেছে তাদেরকে যাকাতের দরজা দিয়ে এবং যাহারা জিহাদ করে শহীদ হয়েছে তাদেরকে 'জিহাদী' দরজা দিয়ে বেহেশ্‌তে প্রবেশের আদেশ করা হবে।

ইসলামী বেহেশ্‌তে মুসলিম মহিলারা যা পাবেন

প্রথমেই বলতে হয় অধিকাংশ মুসলিম মহিলাই নরক বা দোজখে যাবে; খুব অল্প সংখ্যক যাবে স্বর্গ বা বেহেশ্‌তে। সেখানে তাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হবে কম করেও ৭২ জন সতীনের সঙ্গে ঘর করা। এই ৭২ জন স্থায়ী সতীন। অস্থায়ী সতীন থাকবে অসংখ্য। ঐ সব সতীনেরা দেখতে অনিন্দ্য সুন্দরী। তবে তাদের ক্ষেত্রে বেহেশতে যাবার পথ খুব সহজ। স্বামীর যে কোনো আবদার চোখ বুজে মেনে নিলেই স্বর্গলাভ নিশ্চিত।

ইসলামের নরক (জাহান্নাম্)

ইসলামে নরক ৭-টি ঃ

১। হাবিয়া	২। জাহিম	৩। সাকার
৪। সা'ঈর	৫। নাজা	৬। হুতামা
৭। জাহান্নাম		

আগেই বলা হয়েছে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ অমুসলমানদেরও বিচার করবেন। কোন অধিকারে করবেন সে প্রশ্ন করা যাবে না। সে প্রশ্ন করলে, মুসলমানরা যা করার তা তো করবেই, আমাদের রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারও ছেড়ে কথা বলবে না। মূলত প্রতিটি অমুসলমান এবং বিরাট সংখ্যক মুসলিম মহিলাদের ইসলামী নরকে পাঠানো হবে। সেখানে মুসলিম মহিলাদের জন্য আলাদা কোন 'টরচার সেল' আছে কিনা, সেখানে পর্দা প্রথা মানা হবে কিনা কিংবা যারা শাস্তি দেবে তারা পুরুষ না মহিলা তা বলা নেই কোনো কিতাবে, আমরা অন্তত পাইনি। তবে পুরুষ ও মহিলাদের কি ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে, তার কিছু নমুনা উল্লেখ করা হচ্ছে —

(ক) "যেসব লোক (ইহকালে) আমাদের আয়াত মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে নিঃসন্দেহে আমরা আগুনে নিক্ষেপ করিব। যখন তাহাদের দেহের চামড়া গলিয়া যাইবে তখন তদস্থলে অন্য চামড়া সৃষ্টি করিয়া দিব, যেন তাহারা আযাবের (শাস্তির) স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করিতে পারে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ বড়ই শক্তিশালী এবং নিজের ফয়সালাসমূহ কার্যকরী করার পন্থা-কৌশল খুব ভাল করিয়াই জানেন"। (কো-৪/৫৬)

(খ) নিশ্চিতই জানিও যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করিয়া অস্বীকার করিয়াছে এবং উহার মুকাবিলায় বিদ্রোহের নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের জন্য আকাশ-জগতের দুয়ার কখনই খোলা হইবে না। তাহাদের জান্নাতে প্রবেশ ততখানি অসম্ভব, যতখানি অসম্ভব সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্রগমন। অপরাধী লোকেরা আমার নিকট এইরূপ প্রতিফলই পাইয়া থাকে"। (কো-৭/৪০)

(গ) "অতঃ পর তাহার সম্মুখের দিকে তাহার জন্য জাহান্নাম নির্দিষ্ট রহিয়াছে। সেখানে তাহাকে পুঁজ-রক্তের মত পানি পান করিতে দেওয়া হইবে। (কো-১৪/১৬) "সে উহা খুব কষ্ট করিয়া গলাধঃকরণ করিতে চেষ্টা করিবে, আর খুব কমই গলাধঃকরণ করিতে পারিবে। মৃত্যুর ছায়া চারিদিক হইতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। কিন্তু সে মরিতে পারবে না। আর সামনে এক কঠিন আযাব তাহার উপর চাপিয়া বসিবে।" (কো-১৪/১৭)

(ঘ) "সেইদিন (কেয়ামতের দিন) যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে আর আমরা অপরাধী লোকদেরকে এমন অবস্থায় ঘিরিয়া আনিব যে, তাহাদের চক্ষু (আতঙ্কের কারণে) প্রস্তরময়

হইয়া যাইবে।" (কো-২০/১০২)

(ঙ) "নিঃসন্দেহে তোমরা ও তোমাদের সেইসব মা'বুদ— যাহাদের তোমরা পূজা-উপাসনা করিতে— জাহান্নামের ইন্ধন হইবে, তোমাদেরও সেইখানেই যাইতে হইবে।" (কো-২১/৯৮)

'ইহারা যদি প্রকৃত খোদা হইত তবে তাহারা নিশ্চয়ই সেখানে যাইত না। অতঃপর সকলকেই চিরদিন সেইখানে থাকিতে হইবে। (কো-২১/৯৯)

"সেখানে তাহারা কানফাটা আর্তনাদ করিতে থাকিবে। আর অবস্থা এই হইবে যে, যেখানে তাহারা কোন আওয়াজই শুনিতে পাইবে না।" (কো-২১/১০০)

(চ) "এই দুইটি পক্ষ, ইহাদের মধ্যে তাহাদের রব্ব সম্পর্কে ঝগড়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের জন্য আগুনের পোশাক কাটিয়া তৈরি করা হইয়াছে। তাহাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢালা হইবে।" (কো-২২/১৯)

"যাহার ফলে তাহাদের চামড়াই শুধু নয়, পেটের মধ্যকার সব কিছুও গলিয়া যাইবে।' (কো-২২/২০)

"আর তাহাদের শাস্তি দিবার জন্য তৈয়ার থাকিবে লোহার গুর্জ। তাহারা যখন ভয় পাইয়া জাহান্নাম হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিবে তখন তাহাদেরকে ধাক্কা দিয়া পুনরায় উহার মধ্যেই ফেলিয়া দেওয়া হইবে যে, এখন জ্বলার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।" (কো-২২/২১-২২)

(ছ) "সে যাহাই হউক, ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ কাফেরদের উপর অভিশাপ করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, যেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে। সেখানে তাহারা কোন সাহায্যকারী বন্ধু পাইতে পারিবে না।" (৩৩/৬৪-৬৫).

(জ) "যেদিন তাহাদের মুখমণ্ডল আগুনের উপর উল্টানো পাল্টানো হইবে, তখন তাহারা বলিবে ঃ 'হায়, আমরা যদি আল্লাহ্ এবং রসুলের আনুগত্য করিতাম।' (কো-৩৩/৬৬)

(ঝ) "যাক্কুমগাছ গুনাহ্গারের খাদ্য হইবে, তেলের গাদের মত পেটে এমনভাবে উথলিয়া উঠিবে, যেমন টগবগ করিয়া ফুটন্ত পানি উথলিয়া উঠে। (কো-৪৪/৪৩-৪৬)

(ঞ) "উহা এমন একটি গাছ (যাক্কুম গাছ?) যাহা জাহান্নামের তলদেশ হইতে বাহির হয়। উহার ছড়াগুলি এমনই, যেমন শয়তানগুলির মাথা। জাহান্নামের অধিবাসীরা উহা খাইবে এবং উহার দ্বারাই পেট ভরিবে। তাহার পর পান করার জন্য তাহাদিগকে ফুটন্ত পানি দেওয়া হইবে"। (কো-৩৭/৬৪-৬৭)

(ট) "ধর উহাকে এবং হেঁচড়াইয়া টানিয়া উহাকে লইয়া যাও জাহান্নামের মাঝখানে, এবং উজাড় করিয়া ঢালিয়া দাও উহার মাথার খুলির উপর উগবগ করা ফুটন্ত পানির আযাব।" (কো-৪৪/৪৭-৪৮)

(ঠ) ''ধ্বংস সেই দিন সেই অমান্যকারীদের জন্য যাহারা আজ হুজ্জত বাজিতে মাতিয়া আছে। যেদিন তাহাদিগকে ধাক্কা মারিয়া মারিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে, তখন তাহাদিগকে বলা হইবে যে, ইহা সেই আগুন যাহাকে তোমরা অসত্য ও ভিত্তিহীন মনে করিতেছিলে। (কো-৫২/১১-১৪)

(ড) ''এখন বল ইহা কি যাদু, না কি তোমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটুকুও নেই? এখন যাও উহার ভিতরে ভষ্ম হইতে থাক, তোমরা তাহা সহ্য করিতে পার আর না পার, তোমাদের জন্য সবই সমান। তোমাদিগকে সেইরকম প্রতিফলই দেওয়া হইতেছে যেমন তোমরা আমল করিতেছিলে।'' (কো-৫২/১৫-১৬)

(ঢ) ''(তখন নির্দেশ দেওয়া হইবে) ঃ ধর লোকটিকে, উহার গলায় ফাঁস লাগাইয়া দাও, অতঃপর উহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। আর ইহার পর উহাকে সত্তর হাতের দীর্ঘ শিকলে বাঁধিয়া দাও। সে লোকটি না মহান আল্লাহতা'আলার প্রতি ঈমান আনিয়াছে, আর না মিসকীনকে (ভিখারীকে) খাবার খাওয়াইবার উৎসাহ দান করিত। এই কারণে আজ এখানে তাহার সহানুভূতিশীল সহমর্মী বন্ধু কেহ নাই আর না আছে ক্ষত-নিঃসৃত রস ছাড়া তাহার কোন খাদ্য— নিতান্ত অপরাধী লোক ছাড়া যাহা আর কেহই খায় না।''

(কো-৬৯/৩০-৩৭)

(ণ) ''কুফরকারীদের জন্য আমরা শিকল, কণ্ঠকড়া ও দাউ দাউ করিয়া জ্বলা আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।'' (কো-৭৬/৪)

(ত) ''আহলি-কিতাব *(ইহুদি, খ্রীষ্টান প্রভৃতি)* ও মুশকিরদের (মূর্তি পূজারী) মধ্য হইতে যেসব লোক কুফরী করিয়াছে তাহারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং চিরকাল তাহাতে থাকিবে। এই লোকেরা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।'' (কো-৯৮/৬)

ইসলামে বিয়ে ও তালাক

নারী এবং পুরুষ — একে অপরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, এটা প্রকৃতির নিয়ম। সভ্যতা এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'এই আকর্ষণ বোধকে' মানুষেরাই শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে এসেছে বিয়ের মাধ্যমে। ইসলামের ঘোর সমর্থকরা বলেছেন, ৬১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আরবে বিয়ে সহ কোন কাজেরই তেমন কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল না। তাদের প্রচার, ভারতেও ছিল না। এ ছাড়া পৃথিবীর সকল দেশেই পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রাচীন পৃথিবীর সমাজবিজ্ঞানীরা বিয়ের নিয়ম-কানুন রচনার সংগে সংগে বিয়ে ভাঙারও নিয়ম রচনা করেছিলেন। আরবী ভাষায় বিয়ে ভাঙাকে বলে 'তালাক'। ভারতীয় সভ্যতায় বিয়েকে ইহ জীবনের জন্য স্থায়ীরূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিয়ে ভাঙারও রীতি প্রচলিত ছিল।

৬১০ খ্রীষ্টাব্দের পরে হজরত মহম্মদ বিয়ে ও তালাকের ব্যাপারে কিছু নিয়ম কানুন চালু করেন। তিনি বলেন, বিয়ে হচ্ছে একটি সামাজিক চুক্তি যার মাধ্যমে নরনারী একত্রে বসবাস করে যৌনতৃপ্তি লাভ এবং বংশবৃদ্ধি করার সুযোগ পায়।

নবীজী আল্লাহ্‌র বকলমে বললেন, একজন মুসলিম পুরুষ এক সংগে চার জনের বেশি মহিলাকে বিয়ে করতে পারবে না। তবে তাদের একের পর এক তালাক দিয়ে জীবনভর বিয়ে করে যেতে পারবে। তাছাড়া যে কেউ ইচ্ছা করলে যত খুশি দাসী রেখে তাদের ভোগ করতে পারবে। এই দাসী রাখার ব্যাপারে কিছু *কাগুজে নিয়ম* আছে। যুদ্ধে লব্ধ মহিলাদের দাসী রাখতে পারলে এবং বাজার থেকে দাসী কিনতে পারলেই কেবল তাদের সঙ্গে যৌন সহবাস করা যাবে। বাংলাদেশে দেখেছি, মোল্লারা বলছে, তোমরা হিন্দু মেয়েদের জোর করে বা ফুসলিয়ে নিয়ে আসতে পারলেই সে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, ভাষান্তরে 'গণিমতের মাল' হয়ে যাবে। কারণ, যে সব দেশে যতদিন অমুসলমান শাসক থাকবে ততদিন সে সব দেশ যুদ্ধরত দেশ। ওখানে মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধ চলছে। পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পূর্ববঙ্গ যুদ্ধরত দেশ ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশও আজ একটি যুদ্ধরত দেশ। সুতরাং অমুসলমান, বিশেষত হিন্দু মেয়েদের ধরে আনতে পারলেই মুসলিম আইনে সে 'গণিমতের মাল'। তাকে অনায়াসেই বিয়ে করা যাবে। আর ইতিমধ্যেই তোমার ঘরে যদি চারজন বিবাহিতা স্ত্রী থাকে তবে ঐ মহিলাকে দাসী করে রাখো এবং নির্বিবাদে তার সঙ্গে যৌন সহবাস করো। এটাই হচ্ছে পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামের একটি অনুপম 'সৌন্দর্য'।

কোরানে বর্ণিত দাসীদের সংগে যৌন সহবাস করার অধিকার সংক্রান্ত আয়াতগুলো হচ্ছে, ৩৩/৫২; ৪/৩; ২৩/৬; এবং ৭০/৩০। এর মধ্যে ৩৩/৫২ নং আয়াতটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই আয়াতে বলা হয়েছে — "...অবশ্য দাসীদের

অনুমতি তোমাদের জন্য রহিয়াছে।'' এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ''এ আয়াত এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করছে যে, বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া মালিকানা ভুক্ত স্ত্রীলোকদের *(অর্থাৎ যুদ্ধে প্রাপ্ত অথবা বাজার থেকে কিনে আনা)* সংগে সহবাসের অনুমতি আছে এবং এ ছাড়া এ বিষয়ে সংখ্যার কোন শর্ত নেই। সূরা নিসার ৩নং আয়াতে, সূরা, মু'মেনুনের ৬নং আয়াতে এবং সূরা মা-আরিজ-এর ৩০ নং আয়াতেও এ বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে। (কলকাতার বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট প্রকাশিত 'তরজমা-এ কুরআন মজীদ, ১৯৯০, পৃ- ৭৩১) নিরপেক্ষ সমালোচকদের মতে, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির জন্যই ৩৩/৫২ নং আয়াতটি রচিত হয়েছে। যুদ্ধের তীব্রতা যত বাড়বে তত বেশি মানুষ মারা যাবে। তখন বিধবাদের দেখবে কে? এই বিধবাদের একটা ব্যবস্থা করার জন্য নবীজী খোদার নামে এই বিধানটি রচনা করেছেন।

কোরানে বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত আয়াতগুলি হচ্ছে —

৩৩/৪৯; ২/২২৮; ৫/৫; ৪/২৪; ২৫; ৪/৩; ২/২৩৫; ৪/২৪; ২/২২৮; ২/২২৯; ২/২৩০; ২/২৩১; ২/২৩৩; ২/২৩৬; ২৩৭; ৪/১৯।

এই উপমহাদেশের কোনো কোনো মুসলমান নিজের পুত্রবধূকে বিয়ে করার একটি পথ আবিষ্কার করেছে। সেটি হচ্ছে পুত্রবধূকে ধর্ষণ করা। ২০০৫-এর ৬ জুন উত্তর প্রদেশের (মুজাফফ্রনগর) ৫ সন্তানের জননী ২৮ বছর বয়স্কা ইমরানা বিবিকে তার শ্বশুর আলি মহম্মদ ধর্ষণ করেছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের বিচারে ইমরানাকে তার শ্বশুরকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার এবং বিয়ে করা স্বামীকে পুত্র হিসেবে মেনে নেবার ফরমান জারি হয়েছিল। এ কাজ ইসলাম সম্মত কিনা তা নিয়ে মোল্লা-মৌলভীদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে বেশির ভাগ মোল্লা-মৌলভীরা বলেছেন ইমরানাকে মেনে নিতে হবে যে, এখন থেকে তার শ্বশুরই হবে স্বামী।

আমাদের দৃষ্টিতে এই অপকর্মের বিরুদ্ধে ইমাম-মাওলানা এবং বুদ্ধিজীবীরা একযোগে জেহাদ ঘোষণা না করে বড় মাপের পাপের কাজ করেছেন। জানি না, আমাদের এই মন্তব্য শরিয়ত সম্মত হল কিনা।

ইসলামে *মু'তা* বিয়ে নামে আর এক প্রকার বিয়ে আছে। মুসলিম পুরুষ যদি অল্প বা বেশি দিনের জন্য কোথাও গিয়ে থাকে তবে সেখানে সে সাময়িক ভাবে কয়েক দিনের জন্য বিয়ে করতে পারবে। এর নাম মু'তা বিয়ে। পৃথিবীর খুব কম দেশেই এই বিয়ে প্রচলিত আছে। তবে ১৯৭১-এ বাংলাদেশে যুদ্ধরত ইয়াহিয়া খানের অতি ধার্মিক সেনারা কেউ কেউ এই পুণ্যের কম্মটি করেছে।

ড. আম্বেদকর ইতিহাস ঘেঁটে দেখিয়েছেন মুসলমানরা সমাজ সংস্কারে বিশ্বাসী নন্। কেন? উত্তর হচ্ছে — সমগ্র পৃথিবীতেই মুসলমানরা অপ্রগতিশীল জনগোষ্ঠী হয়ে থাকতে চান। নবী মহম্মদ তাদের কাছে একমাত্র আদর্শ। তিনি যেভাবে চলতেন

এবং বলতেন; তিনি যে সব কাজ পছন্দ করতেন পৃথিবীর সমগ্র মুসলিম সমাজ সেভাবে চলা বলা এবং পছন্দ-অপছন্দকে মেনে চলার পক্ষে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, নবীকে অনুসরণ করতে গিয়ে যে কাজ কষ্টসাধ্য এবং টাকা-পয়সা খরচ করতে হয় মুসলমানরা সে সব কাজ কৌশলে এড়িয়ে যান। পক্ষান্তরে যেসব কাজে অর্থাগম ঘটে কিংবা যৌনতৃপ্তি লাভ করা যায় সে সব কাজ করতে খুবই আগ্রহী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কোরানের ৫/৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ''চোর-স্ত্রী হউক বা পুরুষ— উভয়েরই হাত কাটিয়া দাও।'' ভারত এবং বাংলাদেশ সহ অনেক মুসলিম দেশ এই বিধানটি মানতে রাজী নন কোনক্রমেই। কিন্তু বিয়ে এবং তালাক সম্পর্কিত বিধান সমূহ মেনে চলতে খুবই আগ্রহী। শুধু তাই-নয়, এই আইনের পরিবর্তন করলেই নাকি ইসলাম বিপন্ন হয়ে যাবে। মুসলিম আইনে যে কোন বয়সের পুরুষ ও মহিলার বিয়ে হতে পারে, যদি উভয়ই মুসলমান হয়। এক্ষেত্রে বয়সের কোন সীমারেখা মানার প্রয়োজন নেই। এর সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে মুসলমানরা বলেন, যেহেতু তাদের একমাত্র আদর্শ মহামানব নবী মহম্মদ ৫২ বছর বয়সে ৬ বছর বয়সের নাবালিকা আয়েষাকে বিয়ে করেছিলেন এবং এর তিন বছর পরে ৯ বছর বয়স্কা নাবালিকা আয়েষার সংগে ৫৫ বছরের প্রৌঢ় নবী যৌনসহবাস করেছিলেন, সেহেতু মুসলমান পুরুষ ও মহিলার বিয়ের ব্যাপারে বয়সের কোন সীমারেখা-টানা যাবে না।

তালাকের বিধি

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মত ও পথের অমিল হলে প্রথমে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করা হবে এবং তা সম্ভব না হলে একে অপরকে তালাক দিয়ে দেবে। ইসলাম ধর্মে তালাক সবচেয়ে সহজ। অবশ্য ইদানীং কোনো কোনো দেশে আইন করে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু মোল্লা-মৌলভীরা তা মেনে নিতে পারছেন না। তালাকের প্রচলিত বিধি হচ্ছে —

১। পুরুষ তালাক শব্দ উচ্চারণ করেই তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে। তবে তিনবার তালাক শব্দ উচ্চারণ না করলে তালাক কার্যকরী হবে না।

২। একই সময় তিনবার তালাক শব্দ উচ্চারণ করা যাবে না। চিঠি দিয়ে, ফোন করে কিংবা এস-এম-এস করেও তালাক দেওয়া যাবে।

৩। প্রথম দু'বার তালাক দিলেও বিয়ে ভেঙে যাবে না। কিন্তু তৃতীয়বার তালাকশব্দ উচ্চারণ করলে বিয়ে ভেঙে যাবেই।

৪। বিয়ে ভেঙে যাবার পরে ঐ স্ত্রীকে আবার স্ত্রী হিসেবে পেতে হলে, ঐ মহিলার অন্য কোনো যৌনসক্ষম পুরুষের সাথে বিয়ে দিতে হবে এবং ঐ *পুরুষটি যদি স্বেচ্ছায় তাকে তালাক দেয়,* তাহলে তিন মাস পরে তার সঙ্গে পূর্বতন স্বামীর বিয়ে হতে

পারবে। কোরানের ভাষায় —

" (দুইবার তালাক দেওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে তৃতীয়বার) যদি তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী তার পক্ষে হালাল (বিবাহযোগ্য) হইবে না; অবশ্য পুনরায় তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে, যদি অপর কোনো ব্যক্তির সহিত বিবাহ হইয়া যায় এবং সে তালাক দেয়।" (কোরান-২/২৩০)

ভারতীয় মুসলিম আইন এই আয়াতকে পুর্ণ মর্যাদা দিয়েছে। ধারা-৩৩৬ (৫)

৪। স্ত্রী গর্ভবতী হলেও তাকে তালাক দেওয়া যাবে। তবে সেক্ষেত্রে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত তার যাবতীয় খরচ বহন করতে হবে ঐ স্বামীকে।

৫। কাগজে-পত্রে মহিলারাও স্বামীকে তালাক দেবার অধিকারী। কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ নাই বললেই চলে।

তালাকের নিয়ম সংক্রান্ত ১২-টি আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে কোরানে। এটির নাম 'সূরা আত-তালাক। বলা হয়ে থাকে, নবীজী বলেছেন, তালাক হচ্ছে খোদার সবচেয়ে অপছন্দের কাজ। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ সব মূল্য শূন্যের বেশি নয়। তসলিমা নাসরিন লিখেছেন, তাঁর জন্মভূমি ময়মনসিংহে তাঁর প্রতিবেশি গেতুর মা ভুলবশতঃ তরকারীতে নুন দেয়নি। এই অপরাধে গেতুর বাবা তাকে বেধড়ক পিটিয়ে তালাক দিয়েছে। তসলিমা নিজের চোখে দেখা ঐ তালাকের বিবরণ দিয়েছেন এ ভাবে—

"হারামজাদি মাগী, শইল্যে তর তেল বাইড়া গেছে, নুন ছাড়া রাইন্ধা থস, আমার কাইজ্যা করস ! বলতে বলতে পেটে মুখে লাথি মারছে সে গেঁতুর মার, চুলোর ভেতর থেকে আগুনজ্বালা খড়ি এনে পেটাচ্ছে সারা গায়ে, ছ্যাঁত ছ্যাঁত করে গেঁতুর মা'র গা পুড়ছে, গেতুঁর মা কাটা মুরগির মত লাফাচ্ছে, উঠোনে ভিড় করা লোকের দু'হাত আড়াআড়ি করে পেটের উপর রাখা, পিঠের উপর রাখা, বাহুর শেকলে বাহু বাধা। আঙুলের ভিতর আঙুল ঢুকানো হাত মাথার পেছনে রাখা, মাথার ভর হাতে অথবা হাতের ভর মাথায়। মেয়েদের ডান হাতে ঠোঁট ঢাকা, বাম হাতে কনুই ধরা ডান হাতের, কনুইয়ের ভর বাম হাতে। কারও বাম হাত ঝুলে আছে কাঁধ থেকে, ডান হাতের ভর কোমরে। চোখগুলো হাতের মতো অলস নয় কারও, চোখ গিলছে গেঁতুর বাপের গায়ের জোর, গেঁতুর মা'র নাক মুখ মাথা থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত। এরপর যে কাণ্ডটি করেছিল গেঁতুর বাবা তা' দেখে ভিড়ের হাতগুলো মাথা থেকে কোমর থেকে পেট থেকে পিঠ থেকে মুখ থেকে ধীরে ধীরে খসে পড়ে, ঝুলে থাকে, আঙুলগুলো থোড় বের হওয়া কচি কলার মতো। উঠোনের মাঝখানে যুদ্ধ জয়ের মতো দাঁড়িয়ে বলেছিল তরে আমি তালাক দিলাম মাগী, এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, বাইন তালাক। ...জবাই করা মুরগি তখন আর নড়ছে না, কাতরাচ্ছে না।"

দর্শকরা কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি। কারণ, মহানবী বলে গেছেন, "স্বামী তার স্ত্রীকে কি জন্যে প্রহার করেছে, তা যেন কেউ জিজ্ঞাসা না করে।" (আবু দাউদ ও ইবনে মা'জা) মানব সভ্যতার অপূর্ব নিদর্শন বৈকি!

ইসলামের চোখে মুসলিম ও বিধর্মী নারীর অধিকার

ইসলামে মুসলিম নারীর অধিকার

শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে মুসলমানদের সিংহভাগ গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীতে মুসলিম মহিলারাই সবচেয়ে বেশি অধিকার ভোগ করে থাকেন -' নর সম নারী অধিকার'। কিন্তু যেকোন যুক্তিবাদী মানুষ এর বিপরীত কথাই বলবেন। আসুন, হাদিস এবং কোরান খুলে দেখি, কি ধরনের অধিকারের কথা আছে—

ক) নামাজের সময় সামনে দিয়ে স্ত্রীলোক, কুকুর এবং বানর হেঁটে গেলে নামাজ বরবাদ হয়ে যাবে। (হাদিস বুখারী, ১ম খণ্ড, হাদিস নং -৪৯০)

খ) যে জাতির শাসন কর্তা মহিলা সে জাতির উন্নতি নেই। (হাদিস বুখারী, ৫ম খণ্ড, হাদিস নং-৭০৯)

গ) নারীজাতির চেয়ে ক্ষতিকারক আর কিছু নেই। (বুখারী, ৭/৩৩ নং হাদিস)

ঘ) পুরুষের কাছ নারী হচ্ছে শষ্য ক্ষেত্র স্বরূপ। 'যেভাবে খুশি নিজেদের ক্ষেতে গমন কর' (কোরান-২/২২৩)। এক সঙ্গে দুই, তিন বা চারজন বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে যত সংখ্যক খুশি মালিকানাধীন দাসীর (ক্রীতদাসী অথবা যুদ্ধে প্রাপ্ত) সঙ্গে যৌনসহবাস বৈধ। (কোরান- ৪/৩ এবং ২৩/১-৬)

ঙ) সেই মুসলমান সবচেয়ে ভাল যার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক স্ত্রী আছে। (বুখারী, ৭ম খণ্ড, হাদিস নং -৭)

চ) একজন ভাল মুসলমানের অসীম যৌনক্ষমতা থাকবে। (বুখারী, ৭ম খণ্ড, হাদিস নং - ১৪২)

ছ) একজন মুসলমান তার স্ত্রীকে কেন পিটিয়েছে, শেষ বিচারের সে কথা জিজ্ঞাসা করা হবে না। (সুনান আবু দাউদ, ১১/২১৪২)

জ) যখন কোনো ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তাহার শয্যার দিকে আহ্বান করে এবং স্ত্রী সেই আহ্বানে সাড়া না দেবার জন্য যদি স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করিয়া থাকে, তবে প্রভাত না হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ সেই স্ত্রীলোকের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে থাকেন। (মুসলিম শরীফ, ৮/৩৩৬৬-৩৭)

ঝ) নবীজী নরকে গিয়ে দেখে এসেছেন যে, সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা। (বুখারী, ১ম খণ্ড, হাদিস নং - ৩৯)

ঞ) পুরুষদের মধ্যে অনেক 'সম্পূর্ণ' মানুষ আছেন, কিন্তু মহিলাদের মধ্যে ছিলেন

মাত্র তিন জন — যীশুর মা মেরী, ফারাও-এর স্ত্রী আশিয়া এবং নবীজীর স্ত্রী আয়েশা।
(বুখারী, ৩১তম খণ্ড, হাদিস নং-৯৬৬)

ট) 'যদি কোনো ব্যক্তি সঙ্গম করিবার ইচ্ছায় স্ত্রীকে আহ্বান করে তবে সে যেন তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট উপস্থিত হয়— যদিও সে উনুনের উপর (রন্ধনের কাজে লিপ্ত) থাকে।' (মিশতাক আল-মাসাবি, বুক-১/৬১)

ঠ) 'যদি কোনো পুরুষের শরীর হইতে সর্বদা পুঁজ-রক্ত বাহির হইতে থাকে, আর তাহার স্ত্রী ঐ সমস্ত পুঁজ রক্ত নিজের জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া সাফ করিয়া দেয়, তথাপি পুরুষের হক আদায় হইবে না।' (কো- ৪/৩৪-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুজুকি এবং আলহাজ্জ (হাজী) কাজী মাওলানা মোহাম্মদ গোলাম রহমানের 'মকছুদোল মোমেনিন', পৃ-৩২৯)

ড) 'যে সমস্ত স্ত্রীলোক স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে হিংসা না করিয়া ছবর (ধৈর্য্য) করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আল্লাহ্ শহীদের তুল্য সওয়াব দান করিবেন।'
(ম. মোমেনিন, পৃ-৩৩২)

ঢ) 'যখন কোনো স্ত্রী তাহার স্বামীকে বলিবে যে, তোমার কোনো কার্য আমার পছন্দ হইতেছে না, তখনই তাহার ৭০ বছরের এবাদত বরবাদ হইয়া যাইবে। যদিও সে দিবসে রোজা রাখিয়া ও রাত্রে নামাজ পড়িয়া ৭০ বছরের পূণ্য কামাই করিয়াছিল।'
(ঐ পৃ-৩৩৪)

ণ) 'স্বামী তাহার স্ত্রীকে চারটি কারণে প্রহার করিতে পারে —

(১) স্ত্রীকে সাজসজ্জা করিয়া তাহার নিকট আসিতে বলার পর স্ত্রী তাহা অমান্য করিলে।

(২) সঙ্গমের উদ্দেশ্যে স্বামীর আহ্বান পাওয়ার পর প্রত্যাখ্যান করিলে।

(৩) স্ত্রী ফরজ গোসল ও নামাজ পরিত্যাগ করিলে।

(৪) স্বামীর বিনা অনুমতিতে কাহারো বাড়িতে বেড়াইতে গেলে।'
(মিসকাত আল-মাসাবি)

অনেক হাদিসে কুকুরের সাথে গাধাকেও যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। রাসুলপত্নী আয়েষা, যিনি নিজে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছিলেন রাসুলের মৃত্যুর পর, বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এই হাদিসটি দেখে। তিনি রাসুলের ঘনিষ্ঠ সাহাবাদের কাছে বলেছিলেন, "আপনারা আমাদের গাধা ও কুকুরের সমপর্যায়ে নামিয়ে দিলেন" (You have put us on the same level with a donkey and a dog)। কুকুর হল ইসলামে সবচেয়ে না-পাক (অপবিত্র) জীব।

ব্যভিচার প্রসঙ্গে

তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী নেবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদেরকে ঘরে আটকে করবে। যে

পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় বা আল্লাহ্ তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা করেন।

(কো-৪/১৫)

সাফিয়া বিবির নিবাস ছিল পাকিস্তানে। বাবা গরীব চাষী। সাফিয়া অন্ধ। বাবা ওকে জমিদার বাড়িতে দাসীর কাজ যোগাড় করে দিয়েছিলেন এই আশায়, দু'বেলা পেট তো ভরবে। জমিদার বাড়িতে সাফিয়াকে বেঁচে থাকার ভাত-রুটির বিনিময়ে শুধু ক্রীতদাসীর শ্রম নয়, দেহটাকেও তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল ধর্ষক জমিদার-তনয় ও জমিদারের কাছে। ফলে সাফিয়া জন্ম দিল একটি সন্তানের। সাফিয়ার বাবা জমিদার এবং জমিদারপুত্রের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনেন। শরিয়তী আইনের বিধি অনুসারে বিচারক অন্ধ ধর্ষিতা সাফিয়াকে ব্যাভিচারের অপরাধে অপরাধী করে ঘোষণা করেন, সাফিয়া ইসলামি আইন অমান্য করেছে। শাস্তি — প্রকাশ্যে ১৫-টি বেত্রাঘাত, ৩ বছরের কারাদন্ড ও ১০০০ টাকা জরিমানা। শরিয়তী আইনের বিধি মতই বিচারক ধর্ষক দু'জনকে মুক্তি দিলেন। (দেখুন— কে, মমতাজ ও এফ. শহীদের লেখা 'পাকিস্তানে নারীর মর্যাদায় আইনগত অবনতি', ১৯৮৯, প্রকাশক ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র ঃ ঢাকা। পৃষ্ঠা ৫১-৫২)

পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, সৌদি আরবে আজও ব্যভিচারিণী হিসেবে চিহ্নিতের জন্য শাস্তি নিষ্ঠুর অত্যাচারের পর মৃত্যু। একজন মোল্লার নেতৃত্বে ব্যভিচারিণীকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। তবে ব্যভিচারের জন্য পুরুষকে সাধারণভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। পুরুষের দণ্ড হয় এক পুরুষের সম্পত্তির উপর অন্য পুরুষের অন্যায় হস্তক্ষেপের জন্য। এর চেয়ে ভয়ংকর নিষ্ঠুর পুরুষতন্ত্র কল্পনা করা য়ায়? (দেখুন ঃ প্রবীর ঘোষ রচিত 'যুক্তিবাদীর চোখে নারী মুক্তি', পৃ ঃ ৭৪-৭৫)

হাদিসের ভাষায়— শয়তানের পাতা ফাঁদে পা দেয় নারী, পুরুষ নয়। অথচ নারী প্রতিনিয়ত ধর্ষিতা হচ্ছে। ইসলামের স্বর্ণযুগেও এর কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। নারীর জন্যে আপাতত যা ব্যাভিচার মনে হয়, তা যে অনেক সময় ধর্ষণ সেই সত্যটা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা যেন স্বীকারই করতে চায় না। কিন্তু ধর্ষণের মতো যৌনাপরাধ প্রমাণ করতেও চারজন পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। এটা কোনো ভাবেই স্বাভাবিক ব্যাপার নয় যে, কোনো পুরুষ অন্য চারজন পুরুষের সামনে এই জঘন্য যৌনপরাধ করবে।

শরীয়া আইনে নারী কোনোদিন বিচারক হতে পারেন না। সেটা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর আঘাত।

ইসলামে বিধর্মী নারীর অধিকার

ইসলামে বিধর্মী নারীর একমাত্র অধিকার মুসলমানের যৌনদাসী হিসেবে জীবন কাটিয়ে দেওয়া। স্বাভাবিক অবস্থায় একটি মুসলিম জনগোষ্ঠী অন্য কোনো মুসলিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না। মুসলমানের যুদ্ধ হবে অমুসলমানের সঙ্গে। অমুসলমানরা

পরাজিত হলে (কোরান মতে হবেই) তাদের মহিলারা বিজয়ী মুসলমানদের সম্পত্তি হয়ে যাবে। তাদের নাম হবে 'গনিমতের মাল'। এই বিধর্মী মহিলাদের সঙ্গে জয়ী মুসলিম সৈন্যরা কেমন ব্যবহার করবে, বিশেষত যৌন সহবাসের ব্যাপারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে —

"সেই সব মেয়েলোকও তোমাদের প্রতি হারাম যাহারা অন্য কাহারো বিবাহাধীন রহিয়াছে; অবশ্য সেই সব স্ত্রীলোক ইহার বাহিরে যাহারা (যুদ্ধে) হস্তগত হইয়াছে।" (কোরান ৪/২৪)

যুদ্ধে পরাজিত পক্ষের বিবাহিতা মহিলাদের বন্দী করার সঙ্গে সঙ্গে তার বিয়ে খারিজ হয়ে যাবে এবং বিয়ে না করেই ঐসব মহিলাদের সঙ্গে যৌন সহবাস করা যাবে (হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে) যদি নাকি সে ঋতুমতী বা সন্তানসম্ভবা না থাকে। হাদিসের ভাষায় —

" It is permissible to have sexual intercourse with a captive woman after she is purified (of menses or delivery). In case she has a husband, her marriage is abrogated after she becomes captive." Vide. Chapter DLXVII of Sahih Muslim, Vol. II, p-743.

যুদ্ধবন্দী হিন্দু মহিলাদের সংগে যৌন সহবাস করা তো জলভাতের মতো ব্যাপার ছিল। '৭১-এর মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে বিভিন্ন সেনা ক্যাম্পে আটকে রাখা মহিলাদের উপর যে ধরনের যৌন অত্যাচার করা হত তা' প্রকাশের যথাযথ ভাষা আমাদের নেই।

হাদিসের উপরোক্ত বিধানটির কথা আমরা (লেখক) জানতে পারি পিরোজপুরের আমার এক মুসলিম বন্ধুর কাছ থেকে, ১৯৭২-এ। দাড়ি না রাখা, নামাজ না পড়া এবং হিন্দুদের সমর্থন করার অপরাধে ১৯৭১-এ তাঁকে সেনারা ধরে নিয়েছিল গুলি করে মেরে ফেলার জন্য। ভাগ্যজোরে বেঁচে যান তিনি। ১৯৭৩—এ এক সাক্ষাতকারে তিনি জানান মুসলমানরা হিন্দুদের উপর যে সব অত্যাচার করে তার প্রায় সবই ইসলাম সম্মত। বাংলাদেশের শতকরা ৮০ জন মুসলমান কোরান-হাদিসে বর্ণিত ভালো বিধানগুলি কার্যকর করার মধ্যে নেই। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হিন্দুদের উপর অত্যাচার করে দেশ ছাড়া করা।

ধর্মদ্রোহিতা, মুরতাদ ও ক্রীতদাস প্রথা

❑ ধর্মদ্রোহিতা

খুব সহজ কথায় ধর্মদ্রোহিতা বলতে ধর্মের বিরূপ সমালোচনা করা বুঝায়। জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম ছাড়া অন্য সব ধর্মেই সমালোচকদের কোনো না কোনো প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা আছে। রাষ্ট্র হিসেবে ভারতে ধর্মদ্রোহিতা আইন নেই। অন্যান্য প্রায় সব দেশেই আছে। এখানে ধর্মীয় কারণে কেউ মনে আঘাত পেলে আই-পি-সি-র ১৫৩-ক ধারায় আদালতে নালিশ জানাতে পারে।

মুসলিম দেশে ধর্মদ্রোহিতা আইন সবচেয়ে কঠোর। কারণ, মুসলিম দেশে কোরান ও সুন্নাহ্র পরিপন্থী কোনো আইন পাশ হতে পারে না। মুসলমানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরান এবং হাদিসে ধর্মদ্রোহীদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। যে সব দেশে এই আইন আছে সে সব দেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সহ সকল নাগরিক এই আইনের আওতায় আসবে। সরকারীভাবে বাংলাদেশ মুসলিম রাষ্ট্র নয়। তবুও ব্লাসফেমী আইন চালু করার জন্য ইসলামপন্থীরা প্রবল চেষ্টা চালাচ্ছে। মুসলিম দেশে যে সব কাজ বা যে সব কথা বললে ধর্মদ্রোহী হিসেবে গণ্য হবে—

১) আল্লাহ্, যে কোনো নবী বা কোনো ফেরেশতা সম্পর্কে কটু মন্তব্য করলে,

২) নবী মহম্মদের ভুল ধরার চেষ্টা করলে,

৩) নবী মহম্মদের পরে কোনো নবী এসেছেন বা আসতে পারেন, এমন মন্তব্য করলে,

৪) নবী মহম্মদের ছবি আঁকলে,

৫) বাথরুমের দেওয়ালে নবীজীর নাম লিখলে কিংবা নবীজীর মা-বাবা মুসলমান ছিলেন না, এমন কথা বললে (পাকিস্তান),

৬) ইসলাম ধর্মের দোষ-ত্রুটি ধরার চেষ্টা করলে,

৭) জন্মান্তরবাদ, অবতারবাদে বিশ্বাস করলে কিংবা পরকালে অবিশ্বাস করলে (ইন্দোনেশিয়া),

৮) কোনো নবী কিংবা ফেরেশতাদের অভিশাপ দিলে,

৯) নাস্তিক্যবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা সমর্থন করলে কিংবা এর সপক্ষে কোনো কিছু ছেপে প্রকাশ করলে,

১০) নামাজের সময় বাঁশি বাজালে বা গান-বাজনা করলে। ভারতে ব্লাসফেমী আইন নেই, তবুও লক্ষ লক্ষ মুসলমান মসজিদের সামনে দিয়ে হিন্দুদের বাজনা বাজিয়ে

শোভাযাত্রা করতে দেবে না।

১১) আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় নামাজ পড়লে,

১২) রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় নয় এমন কোনো বিপরীত লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে নিভৃতে দেখা করলে বা কথা বললে,

১৩) অমুসলমানদের কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করলে,

১৪) অমুসলমানরা কোরান স্পর্শ করলে (নাইজেরিয়া), কোরানের ক্ষতিসাধন করলে (পাকিস্তান), এবং

১৫। মসজিদের দেওয়ালে থুথু ফেললে (পাকিস্তান)।

ধর্মদ্রোহিতার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

❑ মুরতাদ

'মুরতাদ' শব্দটি আরবী। এর বাংলা অর্থ 'ইসলাম ধর্মত্যাগী'। জন্মসূত্রে বা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হবার পর যারা 'ইসলাম' ত্যাগ করে তারাই 'মুরতাদ'। তাছাড়া আল্লাহ্ কোরান-হাদিস এবং নবীজীর বিরূপ সমালোচনা করলেও তাকে মুরতাদ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যেমন, বাংলাদেশের তসলিমা নাসরিন কিংবা অধ্যাপক হুমায়ুন আযাদকে মুরতাদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আযাদ সাহেবকে ইতিমধ্যেই খুন করা হয়েছে এবং তসলিমাকে খুন করার জন্য ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মতে মুরতাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ হলো কোরানের (২/২১১; ৩/৮৬-৯০; ১৬/১০৬; ৪/১৩৭) আলোকে হাদিসের সুস্পষ্ট বিধান —

"No. 260 - Narrated Ikrima... the Prophet (PBUH) said, 'If somebody (Muslim), discards his religion, kill him'." (Al-Bukhari, vol. IV, page-161)

নবী মহম্মদের বংশধর বলে পরিচিত (বিতর্কহীন নয়) সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী ধর্মতত্ত্ববিদ। তিনি 'মুরতাদের শাস্তি' শীর্ষক একখানি পুস্তিকায় (আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা) কোরান এবং হাদিস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন মুরতাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মওদূদী সাহেব বইটিতে মুরতাদের শাস্তি ছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিধর্মীদের অধিকার ইত্যাদি বিষয়েও শরীয়ত ভিত্তিক আলোচনা করেছেন। কৌতুহলী পাঠক বইটি পড়ে দেখতে পারেন। আমরা উক্ত বইটির ১৪নং ও ১৫নং পৃষ্ঠা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি —

"৭। উহুদ যুদ্ধের সময় একজন মহিলা ধর্মত্যাগ করলো। এর ব্যাপারে রাসুলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি-ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করলেন— একে তওবা করানো হোক। এ

কাজই উত্তম যদি সে এতে রাজি হয়, অন্যথায় একে হত্যা করা হোক। (বাইহাকী)

৮। হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলছেন : উম্মে রোমান (বা উম্মে মারওয়ান) নামক এক মহিলা 'মুরতাদ' হয়ে গেলে রাসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিলেন ঃ তার সামনে ইসলাম পেশ করা হোক। যদি সে তওবা করে তো উত্তম। অন্যথায় তাকে কতল (শিরচ্ছেদ) করে দেয়া হোক। (দারকুতনী বায়হাকী) এ প্রসঙ্গে বায়হাকীর অপর এক বর্ণনায় আছে, মহিলাটি ইসলাম কবুল করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই তাকে হত্যা করে ফেলা হয়।"

আরও অনেক সন্তোষজনক প্রমাণ হাজির করে মওদুদী সাহেব বইটির ২৫ নং পৃষ্ঠায় সিদ্ধান্ত দিয়েছেন—

"এসব দলিলের পর কারো পক্ষেই সম্ভবত এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নেই যে, ইসলামে মুরতাদের সাজা হল মৃত্যুদণ্ড। আর এ শাস্তি শুধু ধর্মত্যাগের কারণে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন অপরাধের কারণে নয়।"

এখানে এ বিষয়ে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে একটির উল্লেখ করছি —

মহম্মদের নির্দেশে আবদুল্লা-ইবন-আবিসর কোরান লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি দেখলেন ওগুলো প্রত্যাদিষ্ট বাণী নয়, বরং মহম্মদের রচনা। তখন তিনি মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কা গিয়ে সব কথা প্রকাশ করে দিলেন। এর শাস্তি হিসেবে মক্কা বিজয়ের পরে মহম্মদ ইবন-আবিসরকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। এই আবিসর ছিলেন মহম্মদের প্রিয় শিষ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ওসমানের পালিত ভাই। ওসমানের সুপারিশে ইবন-আবিসর বেঁচে যান। ('মুরতাদ' শীর্ষক এই নিবন্ধটি রচনায় বাংলাদেশের ইনসান বাঙালের লেখা 'যুক্তিবাদীর চোখে নবী মহম্মদ ও কোরআন শরীফ'-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।)

❑ ক্রীতদাস প্রথা

এমন একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ কেনা-বেচা হত। কোনো কোনো দেশ দাস-ব্যবসায় যুক্ত ছিল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের জানা মতে সৌদি আরব কিছুতেই এই প্রথা বিলোপ করতে রাজী হয়নি। কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপের ফলে, বিশেষত মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণার ফলে তারা সরকারী ভাবে এই প্রথা বিলুপ্ত করতে বাধ্য হয়েছে, ১৯৬২-তে। অথচ মুসলিম মোল্লা-মৌলভী এবং বুদ্ধিজীবীরা আকাশ ফাটিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন যে ক্রীতদাস প্রথার মতো যাবতীয় অমানবিক প্রথা বিলুপ্তির ব্যাপারে ইসলামের অবদান ঐতিহাসিক। ভাবখানা এই, মহানবী ছাড়া আর কেউ ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তির কথা ভাবেননি। আসলে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তির ব্যাপারে কোরান (আল্লাহ্) এবং নবীজী (হাদিস) কোনো বিধান দেননি। নবীজী এবং তাঁর সাথীরা দাস-দাসী কিনতেন, বিক্রী করতেন, যুদ্ধে পরাজিত পক্ষ থেকে মহিলা-পুরুষ জোর করে ধরে এনে দাস-দাসী করে রাখতেন। আবার অনেককে মুক্তিও দিতেন। কম করেও নবীজীর ৪ জন

ক্রীতদাসী ছিল — সাফিয়া, মারিয়া, শিরিন এবং রেহানা। সাফিয়া এবং শিরিনকে বিয়ে করেছিলেন, রেহানা নবীজীকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি। মারিয়ার গর্ভে ইব্রাহিম নামে নবীজীর একটি ছেলের জন্ম হয়। কিন্তু মারিয়াকে তিনি বিয়ে করেছিলেন কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে।

কোরানে অন্তত ২৯-টি আয়াতে ক্রীতদাসের কথা আছে। ক্রীতদাসীকে বিয়ে করা এবং বিয়ে না করে তার সঙ্গে যৌনসহবাস করার ঢালাও অনুমতি দিয়েছেন আল্লাহ্ এবং নবীজী।

মি. লেন পুলে মুসলিম সমাজের ক্রীতদাস প্রথা এবং দাসীদের সংগে যৌন সহবাস প্রথার প্রসংগে বলেছেন, ক্রীতদাস প্রথার ব্যাপারে কোরান হচ্ছে মানব সভ্যতার শত্রু এবং মুসলিম মহিলারা হচ্ছেন সবচেয়ে অত্যাচারিতা। স্যার উইলিয়াম ম্যুর দেখিয়েছেন একজন মুসলমান তার ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে বাধ্য নন।

(ড. আম্বেদকরের ইংরেজী রচনাবলী, ৮/২২৮)

শেষ বিচারের দিন

কোরান বলছে এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন খোদা নতুন পৃথিবী বানাবেন। সেই পৃথিবীতে মাত্র দু'টো জিনিস থাকবে — স্বর্গ এবং নরক। আর থাকবে একটি বিচার সভা। তখন বর্তমান পৃথিবীর সব ধর্মের মানুষকে পৃথিবীতে থাকাকালীন আকৃতিতে ফিরিয়ে আনা হবে। এটা কি করে সম্ভব সে প্রশ্ন করা যাবে না। বিচার সভার মহাফেজখানায় প্রত্যেকটি মানুষের জন্য আলাদা আলাদা হিসাবের খাতা থাকবে। এই পৃথিবীতে প্রতিটি মুহূর্তে সে যে সব কাজ করেছে তা ঠিক ঠিক ভাবে লেখা থাকবে। মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং ইহুদি বাদে অন্য ধর্মের মানুষদের জন্য কোনো হিসাবের খাতা থাকবে কিনা তা পরিস্কার নয়। সম্ভবত থাকবে না। কারণ, তাদের বিচার হয়েই আছে। পৌত্তলিকদেরও বিচার হয়েই আছে। তাদের দেব-দেবীদেরও বিচার হয়ে আছে। প্রথমে দেব-দেবীদের নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ওখানকার জ্বালানী হিসেবে (কোরান-২১/৯৮)। নরকের আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করবে তখন পৌত্তলিকদের ওখানে পাঠিয়ে দেওয় হবে।

এদিকে বিচার সভা শুরু হবে। প্রতিটি মানুষের হাতে তার নিজ নিজ হিসাবের খাতা ধরিয়ে দিয়ে দিয়ে নানারকম প্রশ্ন করা হবে। সেই সময় উকিল হিসাবে মুসলমানদের পক্ষে দাঁড়াবেন স্বয়ং নবীজী। পুণ্যবান মুসলমানদের সরাসরি স্বর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পাপীদের পাঠানো হবে নরকে। এবং পাপের গুরুত্ব অনুসারে কিছুদিন নরকে থাকার পরে তারা স্বর্গে যেতে থাকবে। এই স্বর্গের বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে।

কোরানের মানবিক বিধান (পজিটিভ আয়াত)

এই নিবন্ধে আমরা কোরানের অন্তর্গত কয়েকটি মানবিক বিধান উল্লেখ করছি। আমাদের দৃষ্টিতে এগুলো বিধর্মীদের বোকা বানাবার কাজে ব্যবহার করা হয়। তবে যদি এমন কোনো দিন আসে যেদিন মুসলিম দুনিয়া এই বিধানগুলি অনুসারে কাজ করবে, সেদিনই হয়তো বা পৃথিবীতে শান্তি আসবে। তার আগে নয়।

গত ২৫ বছর ধরে যে বিশেষ প্রশ্নটির সম্মুখীন হয়েছি আমরা, তা হচ্ছে — কোরানে কি কোনো ভালো বিধান নেই? তার উত্তর হচ্ছে, কোরানের ৬,৬৬৬-টি আয়াতের মধ্যে ৬,৬০০-টি বিধানই মুসলমানদের পক্ষে ভালো। শুধু ভালো নয়, অতি ভালো বা অতি উত্তম। কিন্তু অমুসলমান বিশেষতঃ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এবং বনবাসী ভাইবোনদের পক্ষে ভালো বিধানের (পজিটিভ আয়াত) সংখ্যা ৬০-এর কাছাকাছি। হিসেবটা আনুমানিক। আমাদের পক্ষে যে আয়াতগুলো ভালো বা অন্ততঃ ক্ষতিকারক নয় বলে মনে হয়েছে, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হল—

১. কো-২/৬২ ঃ এখানে বলা হয়েছে ইহুদি বা খ্রীষ্টান যারাই আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করবে এবং সৎকাজ করবে খোদা তাদের পুরস্কার করবেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে কোরানের একাধিক আয়াতে এর বিপরীত কথাই বলা হয়েছে, য়ার অনেকটাই ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আরও লক্ষ্য করুন এখানে পৌত্তলিকদের কথা নেই।

২. কো- ২/৮১-৮২ ঃ এই দু'টো আয়াতে কোনো ধর্মের নাম না করে বলা হয়েছে পাপীরা নরকে যাবে এবং পুণ্যবানেরা স্বর্গে যাবে। তাই ২/৮২ নং আয়াতটির দোহাই দিয়ে কলকাতার কোনো কোনো তর্কবাগীশ বলছেন, অমুসলমানদের মধ্যে যারা যারা পুণ্যের কাজ করবে তারা সকলেই স্বর্গবাসী হবে। এটি একটি চরম মিথ্যা বা ধোঁকাবাজি। কারণ কোরানের শতাধিক আয়াতে বলা হয়েছে মূর্তি পূজারীরা অপবিত্র, আল্লাহ্‌র শত্রু। তাই তারা চিরদিন নরকের আগুনে জ্বলতে থাকবে। অন্যত্র আমরা এসব আয়াতের পরিচয় দিয়েছি।

৩. কো-২/৫৬ ঃ 'ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই'। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মুক্তমনের প্রতিটি মুসলমান সুযোগ পেলেই এই আয়াতটি উল্লেখ করেন। আনুমানিক হিসেবে বলা যায় দুই বাংলায় ১৫ কোটি মুসলমানের মধ্যে এই ধরনের মুক্ত মনের মুসলমান ৫০০-র বেশি হবে না। কারণ, এই ধরনের কিছু সংখ্যক আয়াত রচিত হয়েছিল ৬১০-৬২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, নবীজী যখন মক্কায় ধর্ম প্রচার করেছিলেন। কিন্তু তিনি মদীনায়

গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে জবরদস্তি করেই ধর্মপ্রচার করেছিলেন। এ ব্যাপারে অনেক তথ্যই আগের পরিচ্ছেদগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। কোরান- ৫/২৮ ঃ 'তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হস্ত উত্তোলন করো তবে আমি তোমাকে কখনও হাত তুলিব না।' এটি একটি বিস্ময়কর বিধান। এটি পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো দিন কার্যকরী হয়েছে এমন উদাহরণ আমাদের জানা নেই। কোরানের মধ্যেই এই বক্তব্যের বিপরীত বক্তব্য আছে শতাধিক আয়াতে।

৫. কো- ৬/১০৬-১০৮ ঃ এই তিনটি আয়াতে বলা হয়েছে —

ক. মুশরিক অর্থাৎ মূর্তি পূজারীদের ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হইও না।

খ. আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে মূর্তিপূজারীদের প্রতিমা পূজা থেকে বিরত রাখতে পারতেন। নবীজীকে এদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়নি।

গ. পৌত্তলিকেরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করছে তাদেরকে গালাগাল দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

মক্কায় অবতীর্ণ/রচিত এই আয়াত তিনটিকে মদীনায় রচিত শতাধিক আয়াত দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে। মূর্তি পূজাকে ক্ষমতার অযোগ্য পাপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মক্কা জয়ের পরে তিনি নিজের হাতে কাবা ঘরে রক্ষিত মূর্তি ভাঙা শুরু করেছেন। হাদিসের বিধান উদ্ধৃত করে এর প্রমাণ আমরা আগেই দিয়েছি।

৬. কো- ১০/৯০ ঃ এটি আর একটি উৎকৃষ্ট আয়াত। এখানে বলা হয়েছে, খোদা ইচ্ছে করলেই পৃথিবীর সব মানুষকেই বিশ্বাসী করে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। আল্লাহ্ নবীজীকে বলছেন, সেক্ষেত্রে তুমি কি সকল মানুষকে মুমিন (মুসলমান) হওয়ার জন্য জবরদস্তি করবে? এই আয়াতটির বক্তব্যের সঙ্গে ২/২৫৬ নং আয়াতের যথেষ্ট মিল আছে। কিন্তু এইসব আয়াতের বাস্তব প্রয়োগ নেই পৃথিবীর কোথাও।

৭. কো- ১৫/৮৫ ঃ এটি আর একটি অতি সুন্দর আয়াত। এটিও মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে, 'হে মুহাম্মদ যাহারা অর্থহীন কাজকর্ম করে তাহাদের তুমি ভদ্রোচিত ভাবে ক্ষমা করিতে থাকো।' আমাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীর ১০০-টি সুবচনের মধ্যে এই বিধানটি স্থান পেতে পারে। নবীজী নিজের জীবনে এই বিধান অনুসারে কত সংখ্যক মানুষকে ক্ষমা করেছিলেন, তা আমাদের জানা নেই। তাঁর মৃত্যুর পরে তার অনুগামীদের মধ্যে কে কতজন বিধর্মীকে ক্ষমা করেছেন তা আমরা জানি না, এ ব্যাপারে কেউ যদি সঠিক আলোকপাত করেন তাহলে তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমাদের জানা মতে মহম্মদ বিন কাশিম থেকে শুরু করে আহম্মদ শাহ্ আবদালী পর্যন্ত কোনো আক্রমণকারী কোনো হিন্দুকে ক্ষমা করেননি। মহম্মদ বিন কাশিম তো সিন্ধুর ১৭ বছর এবং তার বেশি বয়সের ব্রাহ্মণদের ডেকে সকলের মাথা কেটে ফেলেছিলেন। এবং মহিলা ও শিশু-কিশোরদের ক্রীতদাস বানিয়েছিলেন। ড. আম্বেদকরের ভাষায় —

"Mahammad bin Qasim's first act of religious zeal was forcibly to circumcise the Brahmins of Debul; but on discovering that they objected to this sort of conversion, he proceeded to put all above the age of 17 to death, and to order all others, with women and children, to be led into slavery."- said Dr. Ambedkar in his 'Pakistan or The Partition of India',1990, p-57.

৮. কো-১৭/৫৩-৫৪ ঃ এই আয়াত দু'টোতেও খুব সুন্দর কথা বলা হয়েছে। প্রথম আয়াতটিতে খোদা বলছেন, 'হে মুহাম্মদ আমার অনুগামীদের বল তারা যেন মুখ থেকে সেইসব কথাই বরে করে যা অতি উত্তম। দ্বিতীয় আয়াতে খোদা বলছেন, 'হে নবী, আমার ইচ্ছানুযায়ী মানুষকে কষ্ট দিব অথবা পুরস্কৃত করব। আমি তোমাকে তাদের উপর খবরদার (disposer) করে পাঠাইনি।' কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সুন্দর বক্তব্যের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত চরম অসুন্দর এবং চরম নিষ্ঠুর কথা বলা হয়েছে কোরানের শত শত আয়াতে। আগের পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা এরূপ অনেকগুলো আয়াতের উল্লেখ করেছি।

৯. কো- ২৯/৪৬ ঃ এই আয়াতটিতে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তাদের খোদা এবং মুসলমানদের খোদা একই। তা ছাড়া খ্রীষ্ট ধর্মের প্রবর্তক যীশুর জন্ম যে খোদার সরাসরি হস্তক্ষেপে তা খোদা স্বীকার করেছেন ২১/৯১ এবং ৬৬/১২ নং আয়োতে। সুতরাং খ্রীষ্টান এবং ইহুদীদের সঙ্গে উত্তম রীতি ও পন্থায় কথা বলতে হবে। কিন্তু নবীজী যখন মদিনায় গেলেন তখনই মহান খোদা বললেন, ইহুদি ও খ্রীষ্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না (কোরান- ৫/৫১)। এ ছাড়া নবীজী ইহুদিদের আরব ছাড়া করার কথা ঘোষণা করেছেন একাধিকবার; এমনকি তিনি যখন মৃত্যু শয্যায় তখনও (সহি বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, হাদিস নং-১৮৩)।

১০: কো- ৪৫/১৪ ঃ এখানে মহান খোদা নবীকে বলছেন, হে নবী, বিশ্বাসীদের বল, যারা আল্লাহ্র দিনগুলোর প্রতি আশাবাদী নয় (do not hope for the Days of Allah) তাদেরকে যেন ক্ষমা করে। কোরানে বর্ণিত এইসব তত্ত্ব কথার সঠিক তাৎপর্য আমাদের জানা নেই। আমরা এটুকু জানি, কোরান, আল্লাহ্ এবং নবীজীর বিধান বা নির্দেশের প্রতি তিলমাত্র অবিশ্বাসী হলে তার শাস্তি অবধারিত।

১১. কো- ৫০/৪৫ ঃ এখানে আল্লাহ্ নবীজীকে বলছেন, অবিশ্বাসীদের বক্তব্য আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু তুমি জোর পূর্বক তাদেরকে আমার বক্তব্য মেনে নিতে বাধ্য কোরো না। এই কোরান হাতে নিয়ে তাদেরকে উপদেশ দাও। নবীজী এই বিধান অনুসারে কোনো মানুষকে উপদেশ দিয়েছিলেন কিনা আমরা জানি না। তবে তিনি অবিশ্বাসী ইহুদি, খ্রীষ্টান ও পুতুল পূজারীদের ব্যাপারে কঠোর থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

১২. কো- ৬০/৮৪ ঃ এই আয়াতে তাদের সঙ্গে কল্যাণময় এবং সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে যারা ধর্মের ব্যাপারে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি কিংবা মুসলমানদের

ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করেনি।

আমাদের বিশ্বাস এই আয়াতের বাস্তবায়ন কল্পলোকের গল্পকথা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানের কোনো হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করা তো দূরের কথা, একটি অসংযত বাক্য পর্যন্ত ব্যবহার করেনি। মুসলমানদের বাড়িঘর থেকে বহিষ্কার করার তো প্রশ্নই ওঠে না। তবু তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হচ্ছে কেন? তাদেরকে জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে কেন? এর উত্তর কোরান ও হাদিসে শতাধিক বিধানের মধ্যে পাওয়া যাবে। এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা মহান খোদাতালাহ্ এবং এই পৃথিবীর মালিকানা যাবে মুসলমানদের হাতে। এই তত্ত্বকে ভিত্তি করে বিদেশী মুসলমানরা বারবার ভারতকে আক্রমণ করেছে এবং ভারতে বিরাট অংশ দখল করে নিয়েছে। মাঝখানে আকস্মিকভাবে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী বেনিয়া ইংরেজ মুসলমানদের হটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমানরা পুনরায় পৃথিবীর মালিকানা সম্পর্কিত বিধানগুলোকে ভিত্তি করে ভারত পুনর্দখলের পরিকল্পনা করেছে এবং সর্বধর্ম সমন্বয়কারী এবং দলিত-মুসলিম ঐক্য সাধনকারী হিন্দুরা এই পুনর্দখলের কাজে সহায়তা করছে। এর পেছনে কোনো অদৃশ্য রহস্য নেই তো?

১৩. কো- ১০৯/৬ঃ এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে 'তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।' মক্কায় অবতীর্ণ এই আয়াতটি আজ বহু বিতর্কিত। পশ্চিমবঙ্গের কিছু সংখ্যক মুসলিম বুদ্ধিজীবী এই আয়াতটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলছেন, মহান খোদা এবং পবিত্র নবীজী এই আয়াতের মাধ্যমে সকল ধর্মের মানুষকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের ব্যাখ্যা সঠিক হলে ১৯৪৭-এ ভারত বিভাজন হত না। এই উপমহাদেশে যতবার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হয়েছে তা হত না। দাঙ্গার সময় এইসব মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা কোরান হাতে নিয়ে দাঙ্গাকারীদের বলতে পারতেন, মহান খোদা এবং পবিত্র নবীজী দু'টো সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা চাননি। সুতরাং তোমরা দাঙ্গা কোরো না। আমাদের জানা মতে কেউ এমন কাজ এখনও করতে যাননি।

আলোচ্য আয়াতটি নিয়ে জোরদার বির্তক চলছে বাংলাদেশে। ওখানে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় ২-৪ জন নেতা এবং তাদের সমর্থক কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী এই আয়াতটিকে ঢাল করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষার চেষ্টা করছেন এবং আওয়ামী লীগ যাতে বারবার ইলেকশনে জিততে পারে, সেই চেষ্টা করছেন। কিন্তু কাজের কাজ তেমন কিছু হচ্ছে না। অভাব-অনটন, শোষণ এবং অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশের মুসলমানরা ১৯৬৯ থেকে শুরু করে ২০০৮ পর্যন্ত একাধিকবার আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে; আওয়ামী লীগ আলোচ্য আয়াতটির যে ব্যাখ্যা দিচ্ছে সেজন্য নয়। হিন্দুরা আওয়ামী লীগকে ভোট দিচ্ছেন সত্যিকারের কোনো অসাম্প্রদায়িক দল না থাকার কারণে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে দু'জন মাওলানা সহ একাধিক আওয়ামী লীগ পন্থী রাজনৈতিক

নেতা জানিয়েছেন, আলোচ্য আয়াতটি (১০৯/৬) যখন অবতীর্ণ বা রচিত হয়েছিল তখন এটির উদ্দেশ্য হয়তো মহৎ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই আয়াতের বিপরীত বক্তব্য সহ কয়েক শত আয়াত রচিত বা অবতীর্ণ হওয়ার ফলে এই আয়াতটির সে উদ্দেশ্য বাতিল হয়ে গেছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত তরজমা-এ কুরআন মজীদের ১২১৩-১৪ নং পৃষ্ঠায় সমগ্র সুরাটির বিষয়বস্তু ও সুরাটির বক্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে —

"... ধর্মীয় উদারতা বা সহ অবস্থান নীতি ঘোষণার উদ্দেশ্যে এ সূরাটি নাযিল হয়নি। এতে এ ধরনের কোন ভাবধারা আদৌ বর্তমান নেই। বর্তমান কালে কিছু কিছু লোক যে এ হতে এরূপ ভাবধারা প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বস্তুতঃ কাফেরদের ধর্মমত, তাদের পূজা-উপাসনা এবং তাদের উপাস্য দেবদেবী হতে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কতা, অশ্রদ্ধা ও অনমনীয়তার চূড়ান্ত ঘোষণা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল। কুফরী ধর্ম ও দ্বীন ইসলাম যে পুরোমাত্রায় পরস্পরবিরোধী এ দুটোর কোন একটা দিক দিয়েও পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার যে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, এ কথাটাও তেজস্বী ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার আবশ্যকতা ছিল। ... কাজেই একে বিভিন্ন ধর্মের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টির ফর্মুলা পেশকারী 'সূরা' মনে করা সম্পূর্ণরূপে ভুল ধারণা। ... কুফর ও কাফেরী আদর্শ ও রীতিনীতির প্রতি অসন্তোষ ও তার সঙ্গে চূড়ান্ত নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করা ইসলামের প্রতি ইমানের শাশ্বত দাবি। কোন ইমানদার ব্যক্তির পক্ষেই এ দাবি উপেক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।" (পৃ- ১২১২-১২১৪)

অন্যতম মহা পুণ্যের কাজ ঈদের নামাজের পরে মুসলিম দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র কাছে যে ভাষায় প্রার্থনা করা হয় —

"হে আল্লাহ্, ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরকে চিরকাল জয়যুক্ত করুন। আর অবাধ্য কাফের, বেদআতী ও মোশরেকদেরকে সর্বদা পদানত এবং পরাস্ত করুন। হে আল্লাহ্! যে বান্দা তোমার আজ্ঞাবহ হবে, তাঁর রাজ্য চির অক্ষয় রাখুন, তিনি রাজার পুত্র রাজা হউন, কিম্বা খাকান পুত্র খাকান হউন, ...হে আল্লাহ্! আপনি তাঁকে সর্ব দিক দিয়া সাহায্য করুন, ...হে আল্লাহ্! আপনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক, রক্ষক ও সাহায্যকারী হোন। তাঁরই তরবারী দ্বারা—বিদ্রোহী, মহাপাতকী, অবাধ্যদের মস্তক ছেদন করে নিশ্চিহ্ন করে দিন। ..... হে আল্লাহ্! আপনি ধ্বংস করুন, কাফেরদের, বেদায়াতী ও মোশরেকদের।"

(দেখুন 'হরফ' প্রকাশিত 'মুসলিম পঞ্জিকা', বঙ্গাব্দ- ১৪০৭, পৃ-১৬০)

মনীষীদের চোখে ইসলাম

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—

"যে তরবারির সাহায্যে ইসলামের সৃষ্টি ও প্রসার সেই তরবারি এখনও ইসলামের মূল শক্তি। ইসলাম যদি হয় 'শান্তি' তবে এই তরবারিকে ত্যাগ করতে হবে। — ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-১২-১৯২৮।

স্যার যদুনাথ সরকার—

"যে ধর্ম তার অনুগামীদের শিক্ষা দেয় যে (অমুসলমানদের) হত্যা, ধ্বংস ও লুণ্ঠন হল পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য, সে ধর্ম মানব প্রগতি ও বিশ্বশান্তির চরম শত্রু।" 'হিষ্ট্রি অব আওরঙ্গজেব', ৩য় খণ্ড।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—

১) "অনেক মুসলমানই এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন। তাদের মূল মন্ত্র ঃ আল্লাহ্ এক এবং মহম্মদ তাঁর একমাত্র রসুল। যা' কিছু এর বাইরে তা' কেবল খারাপই নয়, তা' সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে দিতে হবে। যদি কোন পুরুষ বা নারী এই মতবাদে বিন্দুমাত্র অবিশ্বাসী হয়; তবে নিমেষেই তাকে হত্যা করতে হবে। যা' কিছু তাদের উপাসনা পদ্ধতির বাইরে তার সবকিছুই অবিলম্বে ভেঙে ফেলতে হবে। যে সকল গ্রন্থে অন্য মত প্রচারিত হয়েছে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিরাট এলাকায় দীর্ঘ পাঁচ শ' বছর ধরে পৃথিবীতে রক্তের বন্যা বয়ে গেছে। এই হচ্ছে মহম্মদের মতবাদ।" —'বিবেকানন্দের রচনা সংগ্রহ' (ইংরেজী), মায়াবতী মেমোরিয়াল সংস্করণ, ১৯৭২, ৪র্থ খণ্ড, পৃ- ১২৬।

২) আরবের পয়গম্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম দ্বৈতবাদকে যেভাবে আশ্রয় করে আছে, অন্য কোন ধর্মে তেমনটি আর দেখা যায়নি। এমন অন্য কোন ধর্ম পাওয়া যায়নি, যেখানে এই পরিমাণ রক্তপাত হয়েছে এবং অপরের প্রতি এত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছে। কোরানের বিচারে যে ব্যক্তি এর শিক্ষায় অবিশ্বাসী সে নিধনযোগ্য। তাকে হত্যা করার অর্থ তার প্রতি দয়া প্রদর্শন। এই কাফের নিধন হচ্ছে স্বর্গে পৌঁছিবার সুনিশ্চিত পথ। এই স্বর্গ অসামান্যা রূপসী হুরিতে পরিপূর্ণ এবং সেখানে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সর্ববিধ ব্যবস্থা রয়েছে।"

(উৎস ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, ১৯৭১, পৃ- ৩৫২)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

"পৃথিবীতে দুইটি ধর্ম সম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র — সে হচ্ছে খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত এই জন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোন উপায় নেই।"

(রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ- ৩৫৬)

ড. আম্বেদকর লিখেছেন —

১। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে একটি মারাত্মক সত্য হচ্ছে 'দার-উল-ইসলাম (মুসলমানদের আবাসভূমি) ও দার-উল-হারব (ইসলামের শত্রুদের দেশ) তত্ত্ব'। 'এই তত্ত্ব অনুসারে ভারত হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মিলিত আবাসভূমি হতে পারে না।

(তাঁর ইং রচনাবলী, ৮/২৯৪)

২। 'ইসলামে বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্থান নেই। আছে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব।... ইসলামের গণ্ডির বাইরের লোকদের জন্য আছে কেবল ঘৃণা ও শত্রুতা।' (তাঁর ইং রচনাবলী, ৮/৩৩০)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

১। "একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুত অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সংকোচ মানে নাই।" (শরৎ রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ-৪৭৩)

২। "বস্তুত মুসলমান যদি কখনও বলে হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কিছু হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।" (সূত্র-ঐ)

৩।..."হিন্দুস্থান হিন্দুদের দেশ।...তাহারা মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে— এ দেশে তাহার চিত্ত নাই।" (ঐ, পৃ- ৪৭৫)

ড. আম্বেদকরও অনুরূপ কথা বলেছেন।

৪। "...জগৎশুদ্ধ লোক মিলিয়া মুসলমানদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে ইহাদের কোনদিন চোখ খুলিবে কিনা সন্দেহ।" (ঐ, পৃ- ৪৭৫)

স্যার উইলিয়াম ম্যুর বলেছেন—

"কোরান ও ইসলামের তরবারি মানব সভ্যতা, স্বাধীনতা ও সত্যের সবচেয়ে বড় শত্রু, যা আজ পর্যন্ত মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে।" (দি লাইফ অব মাহমেট, ভয়েস অব ইণ্ডিয়া, ১৯৯২, পৃ- ৫২২)

DR. BABASAHEB BHIMRAO RAMJI AMBEDKAR

M.A., Ph. (Col.); D.Sc., LL.D. (Lon); Bar-at-Law. (Lon)

BORN : 14 April 1891 PARINIRBAN : 6th December 1956

।। বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের লেখা থেকে ।।

"তাদের (হিন্দুদের) অধিকার শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন করার। রাজস্ব-আদায়কারীরা তাদের কাছে যখন রূপো দাবী করবেন, হিন্দুরা তখন বিনা প্রশ্নে এবং সর্বোচ্চ নম্রতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সোনা দেবে। রাজকর্মচারী যদি তাদের মুখে নোংরা মুখে পুরে দেয়, বিন্দু মাত্র আপত্তি ছাড়াই হিন্দুরা তা গ্রহণ করবে বড় করে মুখ 'হা' করে। ...জিম্মিদের কাছে (*অর্থাৎ হিন্দুদের কাছে*) প্রাপ্য এই সামান্য পাওনা আদায়ের দ্বারা এবং তাদের মুখে নোংরা নিক্ষেপের দ্বারা ওদের যথাযথ আনুগত্য প্রমাণিত হবে। ...খোদা তাদের ঘৃণা করেন, যার জন্য তিনি বলেন— 'ওদের পদানত করে রাখো'। হিন্দুদের মর্যাদাহীন করে রাখা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একটি কর্তব্য। কারণ তারা হচ্ছে পয়গম্বরের সবচেয়ে ঘৃণিত শত্রু; যে কারণে পয়গম্বর তাদেরকে হত্যা, লুণ্ঠন ও বন্দী করে রাখার আদেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদের বলেছেন— 'হয় তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য কর, অথবা তাদের হত্যা কর। তাদের দাস করে সমস্ত ধনসম্পত্তি ধ্বংস করে দাও।' একমাত্র ধর্মবেত্তা হানিফা, আমরা যার মতবাদ অনুসরণ করি, হিন্দুদের ওপর জিজিয়া প্রয়োগ করতে আদেশ দিয়েছেন (*তাদের বেঁচে থাকার বিনিময়*)। অপর ধর্মবেত্তাগণ বলেছেন; হিন্দুদের 'ইসলাম ধর্মগ্রহণ অথবা মৃত্যু' ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।" —বলেছেন সুলতান আলাউদ্দিনের কাজী মুগিসউদ্দিন।

('পাকিস্তান অর দি পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া', পৃ. ৬৩)